মহিলাদের একান্ত প্রয়োজনীয় মাসায়েল

শাহ আবদুল হালিম হুসাইনী

মহিলাদের একান্ত প্রয়োজনীয় মাসায়েল

সংকলক
শাহ আব্দুল হালিম হোসাইনী
লেখক, অনুবাদক ও সম্পাদক

প্রোডেম কলেক্ট
PDF

আনোয়ার লাইব্রেরী
[একটি রুচিশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৯১৩৬৮০০১০, ০১৭১৫০২৭৫৬৩

ইসলামিক বিভিন্ন বিষয়ের বইয়ের পিডিএফ পেতে নিচের লিংকে ক্লিক করে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হোন

👇

https://t.me/islaMic_fdf

প্রথম প্রকাশ	অক্টোবর ২০১৫ ইং
পঞ্চম মুদ্রণ	জানুয়ারী ২০২০ ইং

মহিলাদের একান্ত প্রয়োজনীয় মাসায়েল

সংকলক	শাহ আব্দুল হালিম হোসাইনী
প্রকাশক	মাওলানা আনোয়ার হোসাইন আনোয়ার লাইব্রেরী ১১/১ ইসলামী টাওয়ার বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
স্বত্ব	প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
মূল্য	২০০.০০ টাকা মাত্র

সংকলকের কলম থেকে

ইসলাম হচ্ছে মানব জাতির জন্য একটি পুর্ণ জীবন বিধান। যার মধ্যে রয়েছে নর-নারী উভয়ের জন্য সকল সমস্যার সমাধান। একথাও সত্য যে, ধর্ম হিসেবে ইসলামই শ্রেষ্ঠ। আমাদের সমাজে অনেক নারী আছেন যারা শরীয়তের মাসআলা মাসায়েল সম্পর্কে অজ্ঞাত। যার ফলে অনবরত ভুল করতে থাকে। প্রত্যেক নর-নারীর জন্য শরিয়তের নির্দেশনার জ্ঞান অর্জন করা ফরয। শরিয়তের জ্ঞান না থাকার কারণে যে সব ভুল-ভ্রান্তি হয়, তা কবিরাহ গুনাহ্। মহিলাদের এমন কিছু বিয়য় আছে যেমন– মাসিক ঋতুস্রাব, গর্ভধারণ, গর্ভ পরবর্তী সময়ের স্রাব, গর্ভকালীন নিয়ম কানুন ইত্যাদি। এ সমস্ত বিয়য়ে মহিলারা লজ্জা-শরমের কারণে কারো কাছে এসব বিষয় জিজ্ঞাসা করে না। ফলে অনেকেই হায়েয, নেফাসের অজুহাতে নামায কাযা করে গুনাহগার হচ্ছেন। অনেকেই অপবিত্র অবস্থায়ই জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন। আর এজন্য শুধু মহিলারাই দায়ী নয়, পুরুষদেরকেও মহান আল্লাহর দরবারে জবাব দিতে হবে। এ পাপ হতে মা-বোনদের উদ্ধার করার ক্ষুদ্র প্রয়াস হিসেবেই "মহিলাদের একান্ত গোপনীয় মাসায়েল" বইটির সংকলন। এতে নারী সাবালক হওয়া থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে সমস্ত ইসলামী বিধি-বিধানের মুখাপেক্ষী হয়, সেই সমস্ত বিধি-বিধান নিয়ে বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে।

"প্রিয় পাঠক, বইটিতে যদি কোন মাসআলায় ভুল-ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়, তাহলে অনুগ্রহ পুর্বক জানালে কৃতজ্ঞ থাকব। পরিশেষে মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করি, যাদের সহযোগিতায় সংকলনের কাজটি শেষ করতে পেরেছি আল্লাহ তা'য়ালা যেন তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেন। আমিন।"

সংকলক

তাং ০২/০৮/২০১৫

"মহিলাদের একান্ত গোপনীয় মাসায়েল"

মুসলমান মেয়েদের দৈনন্দিন জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় জরুরী মাসআলা মাসায়েল-এর নির্ভরযোগ্য একটি বই। বইটিতে পাঠকগণ পাবেন–হায়েয বা মাসিক ঋতুস্রাব, নেফাস, গর্ভাবস্থায় করনীয়, ইস্তিহাযা ও জানাবত, উযু ও ফরয গোসল, পর্দা ও সতর, বিবাহ, সহবাস, আযল, জন্মনিয়ন্ত্রণ এবং ইদ্দত-এর মাসআলা মাসায়েল সর্ম্পকীয় আলোচনা।



হায়েয বা মাসিক ঋতুস্রাব-এর বর্ণনা

মেয়ে বালেগ হওয়ার নিদর্শণ---------- ১৪
হায়েয বা মাসিক ঋতুস্রাবের পরিচয় ---------- ১৪
হায়েযের বয়স ---------- ১৪
হায়েয বা মাসিক বা ঋতুস্রাব-এর সময়-সীমা ---------- ১৪
রক্তস্রাব তিন দিন এর কম হলে অথবা দশ দিন এর বেশি হলে? -------- ১৫
মাসিক ঋতুস্রাব- কে কখন থেকে ধরা হবে? ---------- ১৫
হায়েযের রক্ত সর্বক্ষণ আসা জরুরি নয় ---------- ১৬
হায়েযের রং ---------- ১৬
হায়েযের বয়সের শেষসীমা ---------- ১৬
জীবনের প্রথম রক্তস্রাব ১০ দিনের চেয়ে বেশি হলে? ---------- ১৬
নিয়মিত মেয়াদের পর রক্তস্রাব বন্ধ না হলে ---------- ১৭
নিয়মধারী মহিলার হায়েযের সময় গড়মিল হলে ---------- ১৭
হায়েযের অভ্যাস পরিবর্তন সংক্রান্ত মাসায়েল ---------- ১৭
দুই হায়েযের মধ্যবর্তী স্রাব বা পবিত্রতার মাসায়েল---------- ১৯
লিকুরিয়া বা সাদা স্রাবের মাসায়েল ---------- ২০
হায়েয নেফাসের সাদা তরল পদার্থ পাক না নাপাক ---------- ২০
হায়েয চলাকালীন ও হায়েয শেষে নামাযের মাসায়েল ---------- ২১
হায়েয অবস্থায় রোযা ---------- ২২
হায়েয আনয়নকারী ঔষধ ব্যবহার করা---------- ২৩

হায়েয প্রতিরোধকারী ঔষধ ব্যবহার করা ----------২৪
রামাযানে ঔষধ খেয়ে স্রাব বন্ধ রাখা ----------২৫
রোযা অবস্থায় হায়েয এসে পড়লে বাকী সময় কি করবে?----------২৫
এহরামের সময় হায়েয নেফাস হলে কি করবে? ----------২৫
হায়েযাবস্থায় হজ্ব ও উমরা আদায় করা----------২৬
হায়েয নেফাস অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারত করলে----------২৭
হায়েয-নেফাসের কারণে তাওয়াফে যিয়ারত করতে দেরী হলে----------২৮
হজ্বের মৌসুমে ঋতুস্রাব প্রতিবন্ধক ঔষধ ব্যবহার করা----------২৮
মহিলারা একান্ত অপারগতায় কি করবে?----------২৮
হায়েয অবস্থায় কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা----------২৮
হাফেযা মেয়ে হায়েযাবস্থায় কি করবে? ----------২৯
কুরআনের শিক্ষিকা মেয়ে হায়েযাবস্থায় কি করবে?----------২৯
হায়েয চলাকালীন আয়াতে সিজদাহ শুনলে----------২৯
হায়েযাবস্থায় কুরআন শরীফ স্পর্শ করা----------২৯
হায়েযাবস্থায় ধর্মীয় কিতাব স্পর্শ করা ও পড়া ----------৩০
হায়েযাবস্থায় যিকির আযকার তাসবীহ ও দু'আ-দুরূদ পড়া ----------৩০
হায়েযাবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা----------৩১
হায়েযাবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হারাম----------৩১
হায়েযাবস্থায় স্বামীর খেদমত----------৩১
হায়েযা মহিলার সাথে সহবাস করা ----------৩২
হায়েয শেষে সহবাসের মাসায়েল. ----------৩২
চার কারণে নারীর উপর গোসল ফরয----------৩৩
হায়েয, নেফাস ও জানাবতের গোসল ----------৩৪

নেফাস ও গর্ভাবস্থার বর্ণনা

নেফাসের পরিচয়----------৩৬
নেফাসের সময়সীমা ----------৩৬
নেফাস অবস্থায় নামায ----------৩৭
নেফাস অবস্থায় রোযা----------৩৭

নেফাস অবস্থায় কুরআন শরীফ তিলাওয়াত ও স্পর্শ করা ----------৩৮
নেফাস অবস্থায় আয়াতে সিজদা শুনলে----------৩৮
নেফাস অবস্থায় মসজিদে গমন----------৩৮
নেফাস অবস্থায় দু'আ-দুরূদ ও তাসবীহ পাঠ ----------৩৮
চল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নেফাসের রক্ত বন্ধ হলে ----------৩৯
নেফাসের সময় কতদিন ধরতে হবে----------৩৯
গর্ভ অপসারণের পর রক্ত নির্গত হওয়ার হুকুম----------৩৯
নেফাসের মাসায়েল----------৪০
নেফাস অবস্থায় স্বামীর খেদমত ----------৪১
গর্ভবতী অবস্থায় রোযা ----------৪১
কোনো গর্ভবতী মহিলা মারা গেলে তার গর্ভের সন্তানের হুকুম ----------৪১
গর্ভরোধক ঔষধ সেবন করা ----------৪১
গর্ভপাতের মাসায়েল----------৪২
সন্তান প্রসবকালীন সময়ের নামায ----------৪২
সন্তান প্রসবের সময় মহিলাদের নামায ----------৪২
সন্তান জন্মগ্রহণের সময় পুরুষের সহযোগিতা নেওয়া ----------৪৩
সন্তান প্রসবকালীন সময়ের মাসায়েল----------৪৩
সন্তান জন্মের কত দিন পর পর্যন্ত সহবাস নিষেধ এবং
নিষিদ্ধ সময়ে সহবাস করলে ----------৪৪

ইস্তিহাযা ও যানাবতের বর্ণনা

ইস্তিহাযার পরিচয় ----------৪৬
ইস্তিহাযা অবস্থায় নামায----------৪৬
ইস্তিহাযা অবস্থায় রোযা ----------৪৮
ইস্তিহাযাবস্থায় হজ্ব ও উমরা আদায় করা----------৪৮
ইস্তিহাযা অবস্থায় মসজিদে গমন----------৪৮
ইস্তিহাযা অবস্থায় ই'তিকাফ করা ----------৪৮
ইস্তিহাযা অবস্থায় কুরআন শরীফ স্পর্শ ও তিলাওয়াত করা ----------৪৮
ইস্তিহাযা অবস্থায় স্বামীর খিদমত ----------৪৯

ছয় ধরনের রক্তকে ইস্তিহাযার রক্ত বলা হয় ----------৪৯
জানাবতের পরিচয় ----------৪৯
জানাবত অবস্থায় খানা-পিনা ও শয়ন করা ----------৪৯
জানাবত অবস্থায় সহবাস করা ----------৪৯
জানাবত অবস্থায় কুরআন শরীফ পাঠ করা----------৫০
জানাবত অবস্থায় ধর্মীয় বই-পুস্তক, অজীফা ও দু'আ পড়া----------৫০
জানাবত অবস্থায় মসজিদে গমন----------৫০

উযু ও ফরয গোসলের বর্ণনা

লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে বা দেখলে উযুর হুকুম----------৫২
আসক্ত হয়ে স্ত্রীকে স্পর্শ করলে----------৫২
উযুর মাসায়েল----------৫২
মনী, মযী ও অদীর পরিচয় ----------৫৪
মনী, মযী ও অদীর মাসায়েল ----------৫৪
মানুষের বীর্য পাক না নাপাক----------৫৫
কনডম ব্যবহারেও গোসল ওয়াজিব হয়----------৫৫
টেস্ট টিউব করালে গোসল ওয়াজিব হয় না ----------৫৬
মহিলার লজ্জাস্থানে আঙ্গুল প্রবেশ করালে গোসল করতে হবে কি--------৫৬
গোসল ফরয অবস্থায় কুরআন লিপিবদ্ধ করা ----------৫৭
গোসলে মহিলাদের চুলের হুকুম ----------৫৭
গোসলের জরুরি মাসায়েল----------৫৮

পর্দা ও সতরের বর্ণনা

মেয়েদের পর্দা করার সময় ও পরিমাণ ----------৬২
মেয়েদের পর্দার পরিমাণ বা ক্ষেত্র দুটি ----------৬২
মেয়েদের মুখমণ্ডলসহ সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে পর্দা করা জরুরি----------৬৩
পর্দার স্তর বিন্যাস ----------৬৩
পর্দার শর্তাবলী----------৬৭
পুরুষরা যে ধরনের মহিলার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পাবে----------৬৯
মহিলারা যে ধরনের পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবে---------৭০

শ্বশুরালয়ের পুরুষদের থেকে পর্দা করা অতীব জরুরী----------৭১
পুরুষের সতর ----------৭২
নারীর সতর ----------৭২
সতরের মাসায়েল ----------৭২
নামায অবস্থায় সতর খুলে যাওয়া----------৭৩
সতরের জন্য কাপড় কতটুকু মোটা হওয়া জরুরি----------৭৪

বিবাহ ও সহবাসের বর্ণনা

বিবাহের আদাব সমূহ----------৭৬
বিবাহের শরয়ী বিধান----------৭৬
বিবাহের নিয়ত----------৭৮
পাত্রীর গুণাগুণ ও মাসায়েল----------৭৮
স্বামীর গুণাগুণ ও মাসায়েল----------৭৯
সহবাসের আদবসমূহ----------৮১
সহবাসের করণীয় ও বর্জনীয় মাসায়েল----------৮২
সহবাসে কনডম ও লোপ ব্যবহার করা ----------৮৪
সহবাস করা দেখে রোযাদার ব্যক্তির বীর্যপাত হলে----------৮৪
সহবাসের পরিবর্তে পিছনের রাস্তায় সঙ্গম করলে----------৮৫

আযল ও জন্ম নিয়ন্ত্রণের বর্ণনা

আযলের পরিচয় ও বিধান ----------৮৭
জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ও বিধান----------৮৭
সংসার ছোট রাখার জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা----------৮৭
অসুস্থতার দরুণ জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা ---------- ৮৮
যে সমস্ত কারণে বিরতিকরণ বৈধ---------- ৮৮

ইদ্দতের বর্ণনা

নির্জনবাসের পূর্বে তালাক দিলে ইদ্দত পালন করতে হয় না ----------৯০
খোলা তালাকে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলেও ইদ্দত পালন করতে হবে --------৯০
লিখিত তালাকেও ইদ্দত পালন করতে হয় ----------৯০

স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর ইদ্দতের সময়সীমা ----------৯১
গর্ভবতী মহিলার ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব ----------৯১
ইদ্দত চলাকালে যিনার দ্বারা গর্ভবতী হলে----------৯১
ইদ্দত পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর স্থান পরিবর্তন জায়েয নেই ----------৯২
ইদ্দতের ভিতর বিশেষ কোন কারণ থাকলেও অন্যত্র বিবাহ জায়েয নেই--৯২
গর্ভবস্থায় কোন মেয়েকে বিবাহ করলে ----------৯২
ইদ্দতের মাসায়েল----------৯৩

"হায়েয বা মাসিক ঋতুস্রাব-এর বর্ণনা"

মেয়ে বালেগ হওয়ার নিদর্শন

মাসআলা : নাবালিকা মেয়ে বালেগ হওয়ার নিদর্শন হল–

স্বপ্নদোষ বা মাসিক ঋতুস্রাব হওয়ার দ্বারা প্রমাণিত হবে। যদি তাদের মধ্যে এ ধরনের কোন নিদর্শন বা আলামত না পাওয়া যায়, তাহলে চন্দ্র মাসের হিসাবে পূর্ণ পনের বছর বয়সে উপনীত হওয়ার দ্বারা প্রাপ্ত বয়স্ক ধরা হবে। আর যদি উপরে উল্লেখিত কোন আলামত আ নিদর্শন পাওয়া যায় তাহলে যখন থেকে পাওয়া যাবে তখন থেকেই প্রাপ্ত বয়স্ক বলে গন্য হবে। চাই বয়স পনের হোক বা না হোক। তবে ৯ বৎসর বয়সের পুর্বে কোন মেয়ে বালেগ বা প্রাপ্ত বয়স্ক হয় না। তাই, এ বয়সের পূর্বে কোন নিদর্শন পাওয়া গেলে, তা রোগ হিসেবে গণ্য হবে। লক্ষনীয় মেয়ে বালেগা বা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার সাথে সাথেই শরীয়তের যাবতীয় হুকুম পূর্ণরূপে প্রযোজ্য হবে।

-(হেদায়া : ৩য় খণ্ড, ৩৪১ পৃষ্ঠা, ফতওয়ায়ে দারুল উলূম : ৪র্থ খণ্ড ২২৬ পৃষ্ঠা)

হায়েয বা মাসিক ঋতুস্রাবের পরিচয়

মাসআলা : প্রতি মাসে নির্দিষ্ট কয়েকদিন বালেগা মেয়েদের জরায়ু থেকে যোনী পথে যে রক্ত প্রবাহিত হয়, তাকে হায়েয বা মাসিক ঋতুস্রাব বলে।-

(ফতওয়ায়ে শামী : ১ম খণ্ড ৪৭৬ পৃষ্ঠা, আহকামে যিন্দেগী : ১৪৪ পৃষ্ঠা)

হায়েযের বয়স

মাসআলা : ৯ বছর বয়সের পূর্বে সাধারণত মেয়েদের হায়েয বা মাসিক ঋতুস্রাব আসে না। তাই ৯ বছর বয়সের পূর্বে এ ধরনের রক্ত দেখা গেলে তা হায়েয বা মাসিক ঋতুস্রাব এর রক্ত বলে গণ্য হবে না বরং ইস্তিহাযার রক্ত হিসেবে গণ্য হবে।

-(ফতওয়ায়ে শামী : ১ম খণ্ড ২০৮ পৃষ্ঠা,আহকামে যিন্দেগী : ১৪৪ পৃষ্ঠা , ফাতহুল কাদীর ১ম খণ্ড ১৪২-১৪৫ পৃষ্ঠা)

হায়েয বা মাসিক ঋতুস্রাব-এর সময়-সীমা

মাসআলা : হায়েয বা মাসিক ঋতুস্রাব এর সর্বনিম্ন সময়সীমা ৩ দিন ৩ রাত এবং সর্বোচ্চ সময়সীমা ১০ দিন ১০ রাত। একদিন ও একরাতে ২৪ ঘণ্টা

হয়, এ হিসেবে হায়েযের নিম্নতম সময় তিন দিন তিন রাতে ৭২ ঘণ্টা হয়। আর দশদিন দশ রাত হিসেবে ২৪০ ঘণ্টা হয়।

-(ফতওয়ায়ে শামী : ১ম খণ্ড ২০৮ পৃষ্ঠা, ফতওয়ায়ে আলমগিরী : ১ম খণ্ড ৩৬ পৃষ্ঠা, আহকামে যিন্দেগী : ১৪৫ পৃষ্ঠা)

রক্তস্রাব তিন দিন এর কম হলে অথবা দশ দিন এর বেশি হলে?

মাসআলা : যেহেতু হায়েয বা মাসিক ঋতুস্রাব এর সর্বনিম্ন সময়সীমা তিন দিন তিন রাত আর সর্বোচ্চ সময়সীমা দশদিন দশরাত। তাই যদি কোনো মহিলার তিনদিন তিনরাতের কম হায়েয বা মাসিক ঋতুস্রাব হয়, তাহলে তা মাসিক ঋতুস্রাব এর রক্ত বলে গণ্য হবে না বরং ইস্তিহাযার রক্ত বলে গণ্য হবে। এমনিভাবে দশদিন দশ রাতের অধিক বা মাসিক ঋতুস্রাব হলে সর্বশেষ যে মাসিক ঋতুস্রাব এসেছিল, তার চেয়ে যে কয়দিন বেশি হবে, সে কয়দিনের রক্ত মাসিক ঋতুস্রাব এর রক্ত বলে গণ্য হবে না বরং তাকে ইস্তি হাযার রক্ত ধরা হবে।

-(ফতওয়ায়ে শামী : ১ম খণ্ড ২০৮ পৃষ্ঠা, বেহেশতী জেওর : ২য় খণ্ড ৩৩৮ পৃষ্ঠা)

মাসিক ঋতুস্রাব- কে কখন থেকে ধরা হবে?

মাসআলা : রক্ত যোনীর ছিদ্রের বাইরে আসার পর থেকেই হায়েযের শুরু ধরা হবে। রক্ত ভিতরে থাকার কোনো ধর্তব্য নেই। যদি ছিদ্রের মুখে তুলা দিয়ে রাখে, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত বাইরের তুলায় রক্তের দাগ দেখা না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র থাকবে। যখন রক্তের চি" বাইরে ছড়িয়ে পড়বে অথবা ছিদ্রের তুলা সরিয়ে দেওয়ার পর রক্ত বের হতে শুরু করবে, তখন থেকে হায়েযের বা মাসিক ঋতুস্রাব এর শুরু ধরতে হবে।

-(আহকামুন নিসা : ৩৮৯ পৃষ্ঠা, বেহেশতী জেওর : ২খণ্ড ২৪৩ পৃষ্ঠা . আহকামে জিন্দেগী ১৪৫ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : পবিত্র অবস্থায় যোনির ভেতরে তুলা ঢুকিয়ে ঘুমিয়েছিল। সকালে উঠে তার মধ্যে রক্তের দাগ নজরে পড়ল, তাহলে যখন থেকে দাগ নজরে পড়েছে তখন থেকে হায়েযের হিসাব শুরু।

-(আহকামুন নিসা : ৩৮৯ পৃষ্ঠা, শরহে বিকায়া : ১/১০৯, বেহেশতী জেওর : ২য় খণ্ড ২৪৩ পৃষ্ঠা)

হায়েযের রক্ত সর্বক্ষণ আসা জরুরি নয়

মাসআলা : হায়েযের দিনগুলোতে সর্বক্ষণ রক্ত আসা জরুরি নয় বরং নিয়ম মতো রক্ত আসার পর অভ্যাসের দিনগুলোতে বা ১০ দিন ১০ রাতের ভিতরে মাঝে মধ্যে দুই চার ঘণ্টা বা একদিন, আধাদিন রক্ত বন্ধ থেকে আবার এলেও সেই মাঝখানের সময়কেও হায়েযের সময় ধরা হবে।

-(আহকামে যিন্দেগী : ১৪৫ পৃষ্ঠা, তুহফায়ে খাওয়াতিন : ৭০৯ পৃষ্ঠা)

হায়েযের রং

মাসআলা : হায়েযের সময় সীমার মধ্যে লাল, কালো, সবুজ, হলুদ, মেটে যে কোনো প্রকার রঙের রক্তকে হায়েযের রক্ত বলে গণ্য করা হবে। যখন সম্পূর্ণ সাদা রঙ দেখা দিবে, তখন মনে করতে হবে যে, হায়েয বন্ধ হয়েছে। সাদা রঙের পূর্বে সব ধরনের রঙই হায়েযের রঙ।

-(হিন্দিয়া : ১ম খণ্ড ৩৬ পৃষ্ঠা, আহকামে যিন্দেগী : ১৪৫পৃষ্ঠা)

হায়েযের বয়সের শেষসীমা

মাসআলা : ৫৫ বৎসর বয়সের পরে সাধারণত মহিলাদের হায়েয আসে না। তবে যদি এ বয়সের পর রক্ত আসে এবং তার রং লাল অথবা কালো হয়, তাহলে তাকে হায়েযই মনে করতে হবে। আর যদি রং হলুদ, সবুজ বা মেটে হয়, তাহলে তাকে হায়েয গণ্য করা হবে না বরং সেটা ইস্তিহাযা বলে গণ্য হবে। অবশ্য পূর্বেও যদি এ রঙের হায়েয আসার অভ্যাস থেকে থাকে, তাহলে ৫৫ বৎসর বয়সের পরও অনুরূপ বর্ণের রক্তকে হায়েয ধরা হবে।

-(হিন্দিয়া : ১ম খণ্ড ৩৬ পৃষ্ঠা, ফাতহুল কাদীর : ১ম খণ্ড ১৪২ পৃষ্ঠা)

জীবনের প্রথম রক্তস্রাব ১০ দিনের চেয়ে বেশি হলে?

মাসআলা : যদি কোনো মেয়ে লোকের জীবনের প্রথম রক্তস্রাব হয়েই ১০ দিনের চেয়ে বেশি হয়ে যায়, তাহলে তার ক্ষেত্রে মাসআলা হল, ১০ দিন ১০ রাত হায়েয গণ্য করবে, অবশিষ্ট দিনগুলো ইস্তিহাযা গণ্য করবে। আর যদি এরূপ মেয়ে লোকের রক্ত বারবার জারী থাকে; মোটেই বন্ধ না হয়, তাহলে প্রতি মাসে ১০ দিন ১০ রাত হায়েয এবং মাসের অবশিষ্ট দিনগুলো ইস্তিহাযা গণ্য করবে।

-(আহকামে যিন্দেগী : ১৪৬ পৃষ্ঠা, তুহফায়ে খাওয়াতিন : ৭০৮ পৃষ্ঠা)

নিয়মিত মেয়াদের পর রক্তস্রাব বন্ধ না হলে

প্রশ্ন : কোনো মহিলার মাসিক রক্তস্রাব নিয়মিতভাবে ৬ দিন ছিল। কোনো সময় এতে ব্যতিক্রম ঘটে নি। কিন্তু এখন হঠাৎ করে তার রক্তস্রাব ৮ দিন পর্যন্ত চলতে থাকে। এসময় মাঝে মধ্যে রক্ত দৃষ্টিগোচর না হওয়ার কারণে নামায আদায় করার পর আবারও রক্ত দেখা যায়। এমতাবস্থায় উক্ত মহিলার জন্য শরীয়তের নির্দেশ কী?

উত্তর : ৬ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর যখন রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যাবে, তখন থেকেই নামাযের একেবারে শেষ সময়ে গোসল করে নামায আদায় করে নিবে। পুনরায় যদি আবারও রক্ত প্রবাহিত হতে দেখা যায়, যখন রক্ত দেখা যাবে সে সময় থেমে নামায আদায় বন্ধ রাখবে।

-(আহসানুল ফাতাওয়া : ২য় খণ্ড ৬৮ পৃষ্ঠা, বিষয় ভিত্তিক মাসআলা : ১০৬ পৃষ্ঠা)

নিয়মধারী মহিলার হায়েযের সময় গড়মিল হলে

প্রশ্ন : এক মহিলার মাসিক রক্তস্রাবের যথারীতি নিয়ম ছিল ছয় দিন। পরবর্তী সময়ে দেখা গেল, তার মাসিক রক্তস্রাব তের দিন পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। এমতাবস্থায় ঐ মহিলা তার হায়েযের সময়সীমা কতদিন নির্ধারিত করবে? এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কি?

উত্তর : যদি ছয় দিন অতিক্রম করে দশ দিনের মাঝে রক্তস্রাব সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে পুরো সময়টাই হায়েযের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হবে। অবশ্য যদি দশ দিন অতিক্রম করে যায়— যেমন প্রশ্নে উল্লেখিত হয়েছে, তাহলে এমতাবস্থায় মহিলার রক্তস্রাবের পূর্বের নিয়ম অর্থাৎ ছয় দিন হায়েযের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হবে। আর অবশিষ্ট দিনগুলো ইস্তেহাযাহ হিসেবে গণ্য এবং এ সময়কার নামায রোযা আদায় করে নিতে হবে।

-(ইমদাদুল উলূম মুফতীন : ১ম খণ্ড ২৭৬ পৃষ্ঠা, ফাতাওয়াদোরুল উলূম : ১ম খণ্ড ১২০ পৃষ্ঠা)

হায়েযের অভ্যাস পরিবর্তন সংক্রান্ত মাসায়েল

মাসআলা : কোনো স্ত্রীলোকের সাধারণভাবে প্রত্যেক মাসে ৩ দিন রক্তস্রাব হয়, তার হায়েযের সময়সীমা ৩ দিন ধরে নিতে হবে—এটাই তার অভ্যাস। কোনো মাসে তার ৭ দিন রক্তস্রাব হলে সেটাকেও হায়েয মনে করতে হবে। কেননা হায়েযের সর্বোচ্চ সীমা ১০ দিন। তবে পরবর্তী কোনো মাসে তার

রক্তস্রাব ১০ দিনের বেশি হলে যেমন ১২ দিন অথবা ১৫ দিন হলে, তখন পূর্ববর্তী মাসে যে ক'দিন রক্ত এসেছিল ঐ দিনগুলো হায়েয হিসেবে পরিগণিত হবে। অবশিষ্ট দিনগুলোকে ইস্তিহাযা ধরে নিতে হবে।

-(আহকামে নিসা : ৩৯১ পৃষ্ঠা, হিন্দিয়া : ১ম খণ্ড ৩৭ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : কোনো স্ত্রীলোকের হায়েযের অভ্যাস ৩ দিন, কিন্তু এক মাসে তার ৪ দিন স্রাব হল। তার পরবর্তী মাসে ১৫ দিন স্রাব হল, এমতাবস্থায় যেহেতু এক মাসে ৪ দিন রক্ত এসেছিল, সে জন্য তার অভ্যাস ৪ দিনই মনে করে নিতে হবে। অবশিষ্ট দিনগুলোর নামায কাযা করতে হবে। তবে এ কাযা আদায় করার জন্য ১০ দিন বিলম্ব করতে হবে। কেননা ১০ দিন পর্যন্ত অভ্যাস পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু ১০ দিন চলে যাওয়ার পরও রক্ত বন্ধ না হওয়ায় পরিষ্কার ধনে নিতে হবে যে, ৪ দিনের চেয়ে যতগুলো দিন বেশি রক্ত স্রাব হয়েছে সেগুলো ইস্তিহাযার রক্ত। আর যে মাসে তার ৮ দিন অথবা ৯ দিন অথবা ১০ দিন রক্তস্রাব হয়, তখন পূর্ববর্তী অভ্যাস ধর্তব্য হবে না বরং এই ৮ অথবা ৯ অথবা ১০ দিনই তার হায়েয। কেননা ১০ দিন পর্যন্ত হায়েযের সর্বোচ্চ মেয়াদ। মনে করতে হবে অভ্যাস পরিবর্তন হয়েছে। অবশ্য ১০ দিনের বেশি রক্তস্রাব হলে পূর্বের মাসের ঐ ৪ দিনকেই তার অভ্যাসের দিন বলে মনে রাখতে হবে।

-(হিন্দিয়া : ১ম খণ্ড ৩৫ পৃষ্ঠা, বাহরুর রায়েক : ১ম খণ্ড ২১২ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : কারও অভ্যাস ৩ দিনের। হঠাৎ এক মাসে দেখা দেল ৩ দিনের পরও স্রাব বন্ধ হয় নি, তাহলে গোসল করার দরকার নেই। নামাযও পড়তে হবে না। যদি ১০ দিনের মধ্যে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে সেটা হায়েয এবং সব নামায মাফ। মনে করতে হবে অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটেছে। আর যদি ১০ দিনের পরে একাদশ দিনে বা দ্বাদশ দিনে বা আরও পরে রক্ত বন্ধ হয়, তাহলে মনে করতে হবে ৩ দিন বাদ দিয়ে বাকি ৭ দিনের নামায কাযা করতে হবে।

আহকামে নিসা : ৩৯১ পৃষ্ঠা, ফাতহুল কাদীর : ১ম খণ্ড ১৫৭ পৃষ্ঠা,)-
(বেহেশতী জেওর : ২য় খণ্ড ২৩৮ পৃষ্ঠা

সারকথা : ১০ দিন পার হয়ে গেলে অভ্যাসের অতিরিক্ত দিনগুলোর রক্তস্রাবকে নিঃসন্দেহে ইস্তিযাহা মনে করতে হবে। কিন্তু ১০ দিনের মধ্যে রক্তস্রাবের অভ্যাস সর্বদা পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন : সর্বদা

৪ দিন রক্তস্রাব হতো, মহররম মাসে ৫ দিন আসল আবার সফর মাসে ১২ দিন আসল, তখন ঐ ৫ দিনকেই তার অভ্যাস মনে করতে হবে। কিন্তু সফর মাসে ৯ দিন এসে থাকলে মনে করতে হবে যে, তার অভ্যাস পরিবর্তন হয়ে গেছে। কেননা ১০ দিনের মধ্যে অভ্যাস পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(–(আহকামে নিসা : ৩৯১ পৃষ্ঠা

দুই হায়েযের মধ্যবর্তী স্রাব বা পবিত্রতার মাসায়েল

মাসআলা : দুই হায়েযের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে কমপক্ষে ১৫ দিনে পবিত্র থাকার সময়। অতিরিক্ত কোনো সময়সীমা নির্দিষ্ট নেই। অতএব যদি কোনো মেয়েলোকের ১ অথবা ২ দিন রক্ত স্রাব দেখা দেয়ার পর ১৫ দিন পবিত্র থাকে এবং আবার ১ অথবা ২ দিন রক্ত দেখে, তাহলে মাঝখানের ১৫ দিন পবিত্রতার সময় আর এদিক ওদিক যে ১ বা ২ দিন রক্ত দেখেছে তা হায়েয নং বরং তা ইস্তেহাযা। কারণ, ৩ দিনের কম হায়েয হয় না।

(আহকামে নিসা : ৩৯০)-

মাসআলা : যদি কোনো মেয়ে লোকের ৩ দিন ৩ রাত রক্ত দেখা দেয়, তারপর ১৫ দিন পবিত্র থাকে আবার ৩ দিন ৩ রাত রক্ত দেখে, তাহলে পূর্বে ৩ দিন ৩ রাত এবং পরের ৩ দিন ৩ রাত হায়েয ধরা হবে আর মধ্যবর্তী দিনগুলো পবিত্র থাকার সময়।

(আহকামে নিসা : ৩৯০ ,বেহেশতী জেওর : ২/২৩৯)-

মাসআলা : কোনো স্ত্রী লোকের ৩ দিনের কম ১ অথবা ২ দিন রক্তস্রাব হয়ে পুনরায় ১ অথবা ২ দিন পবিত্র থাকার পর আবারও যদি রক্তস্রাব দেখা দেয়, সবগুলো হায়েয ধরে নিতে হবে।

(আহাকামে নিসা : ৩৯০)-

মাসআলা : কারও ১ অথবা ২ দিন রক্তস্রাব দেখা দেয়ার পর পুনরায় ১৫ দিনের কম অর্থাৎ ১০/১২ দিন রক্তস্রাব বন্ধ রইল, তারপর আবার রক্তস্রাব দেখা দিল, এমতাবস্থায় যতদিন অভ্যাসের দিন ছিল, ততদিন হায়েয গণ্য করা হবে। অবশিষ্ট দিনগুলো ইস্তিহাযা হিসেবে ধরে নিতে হবে।

(বাহরুর রায়েক : ১/২০৫, বেহেশতী জেওর : ২/২৪০)-

মাসআলা : যদি কোনো মেয়ে লোকের এক হায়েয শেষ হওয়ার পর ১৫ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আবার রক্ত দেখা দেয় এবং সে এটাকে হায়েয মনে

করে নামায ছেড়ে দিতে থাকে তারপর আবার ১৫/২০ দিন কোনো রক্ত না দেখা যায়, তাহলে বুঝতে হবে এই রক্ত হায়েযের রক্ত নয়, কেননা ৩ দিন ৩ রাতের কম হায়েয হয় না। অতএব হায়েয মনে করে যে নামাযগুলো ছেড়ে দিয়েছিল তার কাযা করতে হবে।

-(তুহফায়ে খাওয়াতিন : ৭৯০)

মাসআলা : দুই হায়েযের মধ্যবর্তী কয়েক মাস বা বছর পর্যন্ত রক্ত দেখা না দেয়, তবুও পুরো সময়কে পবিত্র ধরতে হবে।

-(আহকামে নিসা : ৩৯১, তুহফায়ে খাওয়াতেন : ৭০৯)

লিকুরিয়া বা সাদা স্রাবের মাসায়েল

মাসআলা : স্ত্রীলোকের জরায়ু প্রবাহণের ফলে যে রস বা সাদা স্রাব (লিকুরিয়া) নির্গত হয়, এতে উযু নষ্ট হয়; গোসল করা আবশ্যক হয় না। আজকাল অনেক মহিলাদেরই এরূপ দেখা যায়। তাই এর মাসায়েল ভালোভাবে বুঝে নেয়া উচিৎ।

(আহকামে নিসা : ৩৯১, বাদায়ে : ১/২৪, শামী : ১/৩১৬)-

মাসআলা : যদি সর্বক্ষণ এই স্রাব বের হতে থাকে এবং পুরো ওয়াক্তের মধ্যে এতটুকু সময়ও না পায়—যে সময়টুকুতে পবিত্র হয়ে নামায পড়ে নিতে পারে, তাহলে সে মাযূর বলে গণ্য হবে এমতাবস্থায় সে প্রত্যেক নামাযের সময় নতুন উযু করে নামায আদায় করে নিবে এবং উযুর পূর্বে স্রাব ধৌত করে নিবে। এমতাবস্থায় নামাযের মধ্যে স্রাব দেখা দিলেও সে অবস্থায় সে কাপড়েই নামায হয়ে যাবে। আর যদি মাঝে মধ্যে এই স্রাব দেখা দেয় এবং মাঝে মধ্যে বন্ধ থাকে, তাহলে সে বন্ধ থাকার সময়ে নামায পড়ে নিবে। এমতাবস্থায় নামাযের মধ্যে স্রাব দেখা দিলে নামায ছেড়ে দিবে পুনরায় উযু করে নামায পড়বে এবং কাপড়ে লেগে থাকলে কাপড়ও পরিবর্তন করে নিবে।

-(আহকামে নিসা : ৩৯১ পৃষ্ঠা, আহসানুল ফাতাওয়া : ২য় খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা)

হায়েয নেফাসের সাদা তরল পদার্থ পাক না নাপাক

প্রশ্ন : হায়েয ও নেফাসের রক্ত বন্ধ হওয়ার পর যে সাদা তরল পদার্থ বের হয়, তা কি পাক না নাপাক? কাপড় বা দেহে এই পদার্থ লেগে গেলে কি পাক থাকবে না নাপাক হয়ে যাবে?

উত্তর : বহিঃলজ্জাস্থানে তরল পদার্থ পাক। –(রাদ্দুল মুহতার : ১/২৮৮)
আর লজ্জাস্থানের ভিতরের তরল পদার্থ নাপাক।

হায়েয চলাকালীন ও হায়েয শেষে নামাযের মাসায়েল

মাসআলা : মহিলাদের হায়েযাবস্থায় যেমন নামায ফরয হয় না তেমনি পবিত্র হওয়ার পরও ঐ নামাযগুলো কাযা করতে হয় না।

(বুখারী শরীফ, হাদীস : ৩১৫ পৃষ্ঠা, আহকামে নিসা : ৩৯৩ পৃষ্ঠা)-

মাসআলা : ফরয নামায পড়াকালে যদি হায়েয দেখা দেয়, তাহলে সেই নামায ফাসেদ হয়ে যাবে এবং এই নামায মাফ হয়ে যাবে; হায়েয এর কাযা করতে হবে না।

(আহকামে যিন্দেগী : ১৪৯ পৃষ্ঠা, তুহফায়ে খাওয়াতিন : ৭০৯ পৃষ্ঠা)-

মাসআলা : নফল বা সুন্নাত নামায পড়াকালে হায়েয দেখা দিলে সে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে এবং সেটা পবিত্রতা অর্জনের পর কাযা পড়তে হবে।

–(আহকামে নিসা : ৩৯৩ পৃষ্ঠা, তুহফায়ে খাওয়াতিন : ৭০৯ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : যে নামাযের ওয়াক্তের মধ্যে হায়েয শুরু হয়েছে, সে ওয়াক্তের নামায আদায় না করে থাকলে তাও মাফ হয়ে যাবে; কাযা পড়তে হবে না।

-(তুহফায়ে খাওয়াতিন : ৭০৯)

মাসআলা : যদি কারো ১০ দিনের কম সময় স্রাব হয় এবং এমন সময় গিয়ে রক্ত বন্ধ হয়, যখন খুব তাড়াহুড়া করে গোসল করে নিলে এতটুকু সময় থাকবে, যে সময়ের মধ্যে একবার 'আল্লাহু আকবার' বলে নামাযের নিয়ত বাধা যায়, তাহলেও সে ওয়াক্তের নামায ওয়াজিব হবে। এমতাবস্থায় নামায শুরু করার পর যদি ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়, তবুও নামায পুরা করে নিবে। তবে ফজরের ওয়াক্ত হলে যদি নামায শুরু করার পর সূর্য উদিত হয়ে যায়, তাহলে সে নামায কাযা করতে হবে। আর যদি সময় তার চেয়ে কম হয় অর্থাৎ এমন সময়ে রক্ত বন্ধ হয়, যখন খুব তাড়াহুড়া করে গোসল করে এতটুকু সময় থাকবে না, যে সময়ে একবার 'আল্লাহু আকবার' বলে নামাযের নিয়ত বাধা যায়, তাহলে সেই ওয়াক্ত নামায মাফ; তার কাযা করতে হবে না।

-(আহকামে যিন্দেগী : ১৪৯ পৃষ্ঠা, তুহফায়ে খাওয়াতিন : ৭১০ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : যদি পরিপূর্ণ ১০ দিন ১০ রাত হায়েয হয় এবং এমন সময় রক্ত বন্ধ হয়, যে সময়ে শুধু একবার 'আল্লাহু আকবার' বলার সময় আছে; গোসলেরও সময় নেই। তবুও ঐ ওয়াক্তের নামায ওয়াজিব হবে। পরে কাযা পড়তে হবে।

-(আহকামে যিন্দেগী, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : ১/২ দিন হায়েয হওয়ার পর রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে গোসল ওয়াজিব হয় না। উযু করে নামায পড়তে থাকবে। তবে তখনই সহবাস করা ঠিক নয়। যদি ১০ দিনের মধ্যে আবার স্রাব শুরু হয়, তাহলে প্রমাণিত হবে সেটা হায়েযের সময় ছিল। এমতাবস্থায় হিসাব করে যতদিন হায়েযের, সেটাকে হায়েয মনে করবে এবং এখন গোসল করে নামায পড়তে শুরু করবে। আর যদি পূর্ণ ১৫ দিন রক্ত দেখা না যায়, তাহলে মনে করতে হবে সেটা ইস্তিহাযার রক্ত ছিল। সুতরাং সেই সময়ে বাদ পড়া নামাযগুলো কাযা পড়তে হবে।

–(আহকামে যিন্দেগী : ১৪৯ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : যদি কোনো মেয়ে লোকের এক হায়েয শেষ হওয়ার পর ১৫ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আবার রক্ত দেখা দেয় এবং সে এটাকে হায়েয মনে করে নামায ছেড়ে দিতে থাকে আর ৩ দিন ৩ রাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই সে রক্ত বন্ধ হয়ে যায় এবং তারপর আবার ১৫/২০ দিন কোনো রক্ত দেখা না যায়, তাহলে হায়েয মনে করে যে নামাযগুলো ছেড়ে দিয়েছিল, তার কাযা করতে হবে।

–(আহকামে যিন্দেগী : ১৫০ পৃষ্ঠা, তুহফায়ে খাওয়াতিন : ৭০৯ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : হায়েযের অবস্থায় যে কাপড় পরিহিত ছিল, সে কাপড়ে যদি হায়েযের নাপাক বা অন্য কোনো নাপাকী না লেগে থাকে, তাহলে সে কাপড় ব্যবহার করে নামায আদায় করতে কোনো অসুবিধা নেই। যদি কোনো স্থানে নাপাকী লেগে থাকে, তাহলে সে স্থানটুকু ধৌত করে তাতে নামায পড়া যাবে; পুরো কাপড় ধৌত করা জরুরি নয়। –(মিশকাত শরীফ : ৫২)

হায়েয অবস্থায় রোযা

মাসআলা : হায়েযের সময়গুলোতে রোযা রাখা নিষেধ। তবে হায়েয শেষে রোযার কাযা করতে হবে।

–(বেহেশতী জেওর : ২য় খণ্ড ২৪১ পৃষ্ঠা, আহকামে নিসা : ৩৯৩ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : পবিত্র অবস্থায় রোযা রাখার পর যদি হায়েয দেখা দেয়, তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং পরে তা কাযা করতে হবে; চাই সেটা ফরয বা নফল রোযা হোক।

(–(তাহারাতুন নিসাওয়ান : ১২ পৃষ্ঠা

মাসআলা : রামাযান মাসে সুবহে সাদিকের পর কোনো মহিলার হায়েয বন্ধ হয়ে গেলে এবং সে এ সময়ের মধ্যে কোনো কিছু পানাহার করে নাই, তবে এমতাবস্থায় নিয়ত করে ঐ দিনের রোযা রাখলে তা শুদ্ধ হবে না বরং পরবর্তীতে উক্ত রোযার কাযা করতে হবে। কারণ, সে দিনের শুরুলগ্নে অপবিত্র ছিল। –(নারীর শ্রেষ্ঠ উপহার : ১০২ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : যদি রমাযান মাসে দিনের বেলায় হায়েয বন্ধ হয়, তাহলে সন্ধ্যা পর্যন্ত রোযাদারের মতোই থাকতে হবে; পানাহার করতে পারবে না। অবশ্য পরে ঐ দিনটিরও কাযা করতে হবে।

–(শরহে বিকায়া : ১ম খণ্ড ১১৫ পৃষ্ঠা, আহকামে যিন্দেগী : ১৪৯ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : যদি কেউ পূর্ণ ১০ দিন ১০ রাত পর রাতের শেষ ভাগে গিয়ে পবিত্র হয়, যখন পাক হয়েছে তখন রাতের এতটুকু সময়ও হাতে নেই যার মধ্যে একবার 'আল্লাহু আকবার' বলতে পারে। তবুও পরের দিনের রোযা ওয়াজিব। আর যদি ১০ দিনের কমেই হায়েয বন্ধ হয় এবং এতটুকু রাত অবশিষ্ট থাকে, যার মধ্যে তাড়াহুড়া করে গোসল করে নিতে পারে, তবে একবার 'আল্লাহু আকবার'ও বলা যায় না, তবুও পরের দিনের রোযা ওয়াজিব হবে। এমতাবস্থায় গোসল না করে থাকলে গোসল ছাড়াই রোযার নিয়ত করে নিবে। সকাল বেলায় গোসল করে নিবে। আর যদি সময় তার চেয়েও কম থাকে অর্থাৎ গোসল করা পরিমাণ সময়ও না থাকে, তাহলে রোযা জায়েয হবে না। তাই সে রোযা রাখবে না। তবে সারাদিন তাকে রোযাদারের মতোই থাকতে হবে। পরে কাযা করতে হবে।

–(আহকামে যিন্দেগী : ১৫০ পৃষ্ঠা)

হায়েয আনয়নকারী ঔষধ ব্যবহার করা

হায়েয আনয়নকারী ঔষধ ব্যবহার করা দুই শর্তে জায়েয।

প্রথম শর্ত : কোনো ফরয বা ওয়াজিব কাজ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে ঔষধ ব্যবহার না করা। যদি এমনটি হয়ে থাকে এবং কোনো ফরয বা

ওয়াজিব পালন থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য ঔষধ ব্যবহার করতে চায়, তাহলে নাজায়েয হবে। যেমন– রমাযান মাস আরম্ভ হওয়ার পূর্বে হায়েয আনয়নের জন্য ঔষধ ব্যবহার করা, যেন নামায এবং রোযা আদায় করা থেকে বেঁচে যায়, তাহলে তা কখনোই জায়েয হবে না।

দ্বিতীয় শর্ত : স্বামীর অনুমতিক্রমে ব্যবহার করতে হবে। কেননা হায়েয এলে স্বামী পূর্ণাঙ্গরূপে স্ত্রী থেকে উপকৃত হতে পারে না বা নিজের কামভাব পূর্ণ করতে পারে না। সুতরাং স্বামীর অনুমতি ছাড়া এমন কিছু ব্যবহার করা স্ত্রীর জন্য জায়েয হবে না, যার কারণে স্বামী নিজ অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

যদি স্ত্রী তালাক প্রাপ্তও হয়ে থাকে, তবুও স্বামীর অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করতে পারবে না। কেননা স্বামীর যদি তালাক প্রত্যাহার করার ইচ্ছা থাকে, তাহলে স্ত্রী এ ধরনের ঔষধ ব্যবহার করে হায়েয নিয়ে আসলে স্বামীর অধিকার দ্রুত শেষ হয়ে যাবে। –(ইসলামী সমাধান : ১৮০ পৃষ্ঠা)

হায়েয প্রতিরোধকারী ঔষধ ব্যবহার করা

দু'টি শর্তে হায়েয প্রতিরোধ করে এমন ঔষধ ব্যবহার করা জায়েয।

প্রথম শর্ত : ঔষধ ব্যবহারে কোনো রকম ক্ষতির আশংকা না থাকা। যদি ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, তাহলে ব্যবহার করা জায়েয হবে না। কেননা পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : "তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে পতিত করো না"। –(সূরা আল বাকারাহ : ১৯৫ পৃষ্ঠা)

এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন : "তোমরা নিজেদের হত্যা করো না, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।"

–(সূরা আন-নিসা : ২৯ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয় শর্ত : হায়েয বা রক্তস্রাবের সাথে সাথে স্বামীর যদি কোনো হক সম্পৃক্ত থাকে, তাহলে অবশ্যই তার অনুমতি নিয়েই ঔষধ ব্যবহার করতে হবে। যেমন স্ত্রী তালাক প্রাপ্ত হওয়ার পর ইদ্দত পালন করে চলতে এবং ইদ্দত পালনকালে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ স্বামীর উপর ওয়াজিব। এমতাবস্থায় ইদ্দতকাল দীর্ঘ করে ভরণ-পোষণ বেশি পাওয়ার উদ্দেশ্যে যদি স্ত্রী হায়েয প্রতিরোধ করার জন্য ঔষধ ব্যবহার করতে চায়, তাহলে এক্ষেত্রে অবশ্যই স্বামীর অনুমতি নিতে হবে। স্বামী অনুমতি দিলে করতে পারবে, অন্যথায় পারবে না।

এমনিভাবে যখন প্রমাণিত হবে যে, হায়েয রোধ করলে স্ত্রীর গর্ভ ধারণ করা সম্ভব নয়, তাহলে তখনও ঔষধ ব্যবহারের জন্য স্বামীর অনুমতি নিতে হবে।

উপর্যুক্ত দুটি শর্ত মোতাবেক হায়েয প্রতিরোধক ঔষধ ব্যবহার করা জায়েয। মনে রাখতে হবে, জায়েয হওয়ার পরও বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে ব্যবহার না করাই উত্তম। কেননা প্রাকৃতিক বিষয়কে তার গতিতে ছেড়ে দেয়া শারীরিক সুস্থতার পক্ষে খুবই মঙ্গলজনক। –(ইসলামী সমাধান : ১৮০ পৃষ্ঠা)

রামাযানে ঔষধ খেয়ে স্রাব বন্ধ রাখা

মাসআলা : কোনো মহিলা যদি ঋতুরোধক ট্যাবলেট সেবন করে স্রাব বন্ধ রেখে রমাযান মাসের রোযা পূর্ণ করে, তবে স্বাস্থ্যের জন্য কোনোরূপ ক্ষতির কারণ না হলে এরূপ করা যদিও ঠিক হবে না, কিন্তু বড় কোনো উযর বা প্রয়োজন না থাকলে আল্লাহর দেওয়া স্বাভাবিক বিধানই যথাযথ মেনে সে অনুযায়ী আমল করার মধ্যেই খায়র-বরকত রয়েছে। এক্ষেত্রে রমাযানের পর কাযা করলে রমাযানের বরকত থেকেও মাহরূম হবে না। এতদ্বসত্ত্বেও যদি কোনো মহিলা ঔষধ খেয়ে হায়েয বন্ধ রেখে এক মাস রোযা পূর্ণ করে, তাহলে তার রোযা সহীহ হয়ে যাবে।

–(ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া : ৬ষ্ঠ খণ্ড ৪০৪ পৃষ্ঠা, হিন্দিয়া : ১ম খণ্ডর৩৮ পৃষ্ঠা)

রোযা অবস্থায় হায়েয এসে পড়লে বাকী সময় কি করবে?

প্রশ্ন : এক মহিলার রোযা রাখা অবস্থায় হায়েয এসে গিয়েছে। তখন বাকী সময় সে কিভাবে কাটাবে? পানাহার করবে নাকি এমনি রোযাদারের মতোই কাটাবে? যদি কিছু পানাহার করে ফেলে, তাহলে কি গুনাহ হবে?

উত্তর : হায়েয অবস্থায় মহিলাদের জন্য রোযাদারের মতোই থাকা জায়েয নেই বরং পানাহার করাই তার জন্য সমীচীন। তবে প্রকাশ্য পানাহার করবে না; গোপনে খাওয়া দাওয়া করবে।

–(ইমদাদুল আহকাম (নুরুল ঈযা) : ২/১৩৯ পৃষ্ঠা)

এহরামের সময় হায়েয নেফাস হলে কি করবে?

হায়েয কিংবা নেফাসের অবস্থা কোনোটিই মহিলাদের এহরাম বাঁধায় বাধা সৃষ্টি করে না। গোসল করত লেংটি পরে হজ্ব কিংবা উমরার নিয়ত করে আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক শেষ পর্যন্ত পড়ে নিবে। এরূপ করলে নারীর এহরাম বাধা হয়ে যাবে। তবে এহরামের দু'রাকাত নামায পড়বে না। কেননা

প্রত্যেক নামাযের জন্য পাক পবিত্র হওয়া শর্ত। এহরামের সময় যে গোসল করা হয়, তাতে কেবল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অর্জনের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। হায়েয ও নেফাস চলাকালে কোনো নারী গোসল করলে তাতে সে পাক হবে না। এ কারণে আসমা রাযি.-কে রাসূলুল্লাহ সা. গোসল করার নির্দেশ দেন। আরো জানা দরকার যে, এহরামের সময় গোসল করা ফরয ও ওয়াজিব নয়; সুন্নত। কেবল নারী-পুরুষ বিনা উযরে ও গোসল ছাড়া এহরাম বাধলে এহরাম শুদ্ধ হবে।

হজ্বে তাওয়াফ একমাত্র কাজ, যা হায়েয ও নেফাসের অবস্থায় হতে পারে না। এছাড়া আরাফাত, মুযদালেফা ও মিনায় যেসব কার্যক্রম করা হয় সেগুলোর জন্য পাক পবিত্র হওয়া শর্ত নয়। এগুলো হায়েয, নেফাস, জানাবত ও অযুহীন অবস্থায় আদায় হতে পারে। তবে শুধু তাওয়াফে যিয়ারত পাক-পবিত্র অবস্থায় করা শর্ত। ১২ তারিখের সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বে যদি মহিলা পাক হয়ে যায়, তবে গোসল করে তাওয়াফে যিয়ারত করবে। এই তাওয়াফ ফরয এবং ১২ তারিখের ভিতরে হওয়া ওয়াজিব। ১০, ১১ এবং ১২ এই তিনদিনের কোনো একদিন এই তাওয়াফ করে নেওয়া অপরিহার্য। যদি কোনো মহিলা এই তিন দিনের মধ্যে হায়েয কিংবা নেফাস থেকে পাক না হয়, তবে সে মক্কায় অবস্থান করবে এবং পাক হওয়ার পর তাওয়াফ করবে। এরপর বিদায়ী তাওয়াফ করে স্বদেশ অভিমুখে রওয়ানা হবে। শরীয়ত সম্মত উযরের কারণে তাওয়াফে যিয়ারতে এই বিলম্বের কারণে কোনো দম হওয়াজিব হবে না।

–(তুহফায়ে খাওয়াতিন : ২৭৬ পৃষ্ঠা)

হায়েযাবস্থায় হজ্ব ও উমরা আদায় করা

মাসআলা : হায়েযাবস্থায় মহিলাগণ হজ্বের সকল রুকন আদায় করতে পারবে, তবে বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করতে পারবে না। কারণ, তাওয়াফের জন্য পবিত্রতা শর্ত। আর তাওয়াফ মসজিদের মধ্যে হয়ে থাকে এবং হায়েযা মহিলাদের মসজিদে গমন করা জায়েয নেই। অনুরূপভাবে সে সাফা ও মারওয়াতে সায়ী করতে পারবে না।

–(মাসায়েলুন নিসওয়ান : ৩৯ পৃষ্ঠা, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম : ৬ষ্ঠ খণ্ড ৫৪৬ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : হায়েয নেফাস সম্পন্ন মহিলাদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ করা ওয়াজিব নয়। তবে মক্কা থেকে বের হওয়ার পূর্বে পবিত্র হয়ে গেলে ওয়াজিব হয়ে যায়।

–(আহকামে নিসা : ৫২৯ পৃষ্ঠা, তুহফায়ে খাওয়াতিন : ৭১৭ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : মহিলাগণ ১০ই জিলহজ্ব সুবহে সাদিক থেকে ১২ই জিলহজ্ব সূর্যাস্ত যাওয়া পর্যন্ত হায়েযাবস্থায় থাকার করণে তাওয়াফে যিয়ারত করতে না পারলে পরে করবে। তাতে তাদেরকে দম দিতে হবে না।

–(আহকামে নিসা : ৫২৬ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : মক্কা শরীফ থেকে বিদায় নেয়ার সময় কারো হায়েয শুরু হয়ে গেলে বিদায়ী তাওয়াফ মাফ হয়ে যাবে। –(মাসায়েলুন নিসওয়ান : ৪০ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : যদি কোনো মহিলার তাওয়াফের চারটি অথবা তদুর্ধ্ব চক্কর সম্পন্ন হয়ে যায়, তাহলে উক্ত তাওয়াফ আদায় হয়ে যাবে এবং যতগুলো চক্কর বাকী থেকে গেল তার পরিবর্তে সদকা দিবে। আর যদি চার চক্করের চেয়ে কম হয়ে থাকে, তবে তাওয়াফ আদায় হবে না। পবিত্রতা অর্জনের পর তা আদায় করতে হবে। –(মাসায়েলুন নিসওয়ান : ৪১ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : কোনো মহিলা সম্পূর্ণ অথবা অধিকাংশ তাওয়াফ পবিত্র অবস্থায় সম্পন্ন করার পর হায়েযে পতিত হলে এমতাবস্থায় সাফা ও মারওয়ার সায়ী করে নিবে। কারণ, সায়ীর জন্য পবিত্রতা শর্ত নয়। তবে তাহিয়্যাতুত তাওয়াফ দু'রাকাত নামায পড়তে পারবে না এবং তা মাফ হয়ে যাবে।

-(মাসায়েলুন নিসওয়ান : ৪১ পৃষ্ঠা)

হায়েয নেফাস অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারত করলে

মাসআলা : তাওয়াফে যিয়ারত পাক পবিত্র অবস্থায় করা ওয়াজিব।

–(শামী : ২য় খণ্ড ৫১৭ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : গোসল ফরয বা হায়েয নেফাস অবস্থায় কেউ এই তাওয়াফ করে নিলে উট বা গরু দম হিসেবে জবাই করতে হবে।

–(আহকামে হজ্ব : ৭৮০-৮১ পৃষ্ঠা, মুআল্লিমুল হুজ্জাজ : ১৭৭ পৃষ্ঠা)

হায়েয-নেফাসের কারণে তাওয়াফে যিয়ারত করতে দেরী হলে

মাসআলা : হায়েয বা নেফাস অবস্থায় তাওয়াফ করা জায়েয নেই। কেননা তাওয়াফ মসজিদেই হয়ে থাকে। কাজেই যদি কোনো মহিলা এ অবস্থায় থাকে এবং ১২ যিলহজ্ব সূর্যাস্ত পর্যন্ত পবিত্র না হয়, তবে পবিত্র হলেই তাওয়াফে যিয়ারত করবে। এই অনিচ্ছাকৃত দেরীর জন্য তার কোনো দম দিতে হবে না।

–(দুররে মুখতার : ২য় খণ্ড ৫১৯ পৃষ্ঠা, আল জাওহিরাতুন নায়্যিরাহ : ১ম খণ্ড ২০৬ পৃষ্ঠা)

হজ্বের মৌসুমে ঋতুস্রাব প্রতিবন্ধক ঔষধ ব্যবহার করা

মাসআলা : হজ্বের মৌসুমে হজ্বের সকল ক্রিয়াকর্ম অব্যাহত রাখতে ও সেগুলোকে তার নির্দিষ্ট সময়ে আঞ্জাম দেওয়ার জন্য যদি মহিলারা এমন ঔষধ ব্যবহার করে, যা হায়েযকে সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়, তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। –(ইসলামী সমাধান : ১৪০ (জাদীদ ফিকহী মাসায়েল)

মহিলারা একান্ত অপারগতায় কি করবে?

মাসআলা : যদি কোনো মহিলা হায়েয বা নেফাস অবস্থায় থাকার কারণে তাওয়াফ করতে না পারে, এদিকে তার জামাতের কাফেলা রওয়ানা হওয়ার সময় হয়ে যায় এবং কোনোভাবে সিট বাতিল বা দেরি করা সম্ভব না হয়, তবে এই একান্ত অপারগতার কারণে হায়েয বা নেফাস অবস্থায়ই তাওয়াফ করে নিবে এবং একটি উট বা গরু দম হিসেবে জবাই দিয়ে দিবে। তাওয়াফে যিয়ারত না করে কোনো অবস্থায়ই দেশে ফিরা যাবে না। যদি দেশে ফিরে যায়, তবে পুনরায় মক্কা মুকাররমা এসে তাওয়াফে যিয়ারত করে নিতে হবে। যতদিন এই তাওয়াফ না করবে ততদিন স্বামীর সাথে মিলনও বৈধ হবে না।

–(শামী : ২য় খণ্ড ৫১৮-১৯ পৃষ্ঠা, মাতৃ জাতির জীবন ব্যবস্থা : ৪৩৮ পৃষ্ঠা)

হায়েয অবস্থায় কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা

মাসআলা : হায়েযাবস্থায় কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা মুখস্ত হোক বা দেখে হোক জায়েয নেই।

–(তিরমিযী শরীফ : ১ম খণ্ড১৯ পৃষ্ঠা, ইলাউস সুনাল : ১ম খণ্ড ২৬৬ পৃষ্ঠা, বেহেশতী জেওর : ২য় খণ্ড ২৪৫ পৃষ্ঠা)

হাফেযা মেয়ে হায়েযাবস্থায় কি করবে?

মাসআলা : কোনো মেয়ে হেফয করা অবস্থায় হায়েয এসে গেলে এবং মুখস্ত করার জন্য তিলাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে বা কোনো হাফেযা মেয়ে হায়েযাবস্থায় কুরআন হেফয রাখার জন্য তিলাওয়াত জারী রাখতে চাইলে মনে মনে তিলাওয়াত করবে; মুখস্ত উচ্চারণ করবে না।

–(আহকামে যিন্দেগী : ১৫৪ পৃষ্ঠা)

কুরআনের শিক্ষিকা মেয়ে হায়েযাবস্থায় কি করবে?

মাসআলা : হায়েযা মহিলা বাচ্চাদেরকে কুরআন শরীফ বানান করে শিক্ষা দিতে পারবে। তবে রিডিং পড়ানোর সময় এক শ্বাসে পূর্ণ এক আয়াত পড়তে পারবে না বরং শ্বাস ভেঙ্গে এক-দুই শব্দ করে পড়াতে হবে।

–(শামী : ১ম খণ্ড২১৪ পৃষ্ঠা, বাহরুর রায়েক : ১ম খণ্ড ২০০ পৃষ্ঠা, বেহেশতী জেওর : ২য় খণ্ড ২৪৬ পৃষ্ঠা)

হায়েয চলাকালীন আয়াতে সিজদাহ্ শুনলে.

মাসআলা : কোনো মহিলা হায়েযাবস্থায় আয়াতে সিজদার তিলাওয়াত শুনলে তার উপর সিজদাহ করা ওয়াজিন নয়।

–(শামী : ১ম খণ্ড ৫৬৮ পৃষ্ঠা, বেহেশতী জেওর : ২য় খণ্ড ১৭৮ পৃষ্ঠা)

হায়েযাবস্থায় কুরআন শরীফ স্পর্শ করা

মাসআলা : হায়েযাবস্থায় কুরআন শরীফ স্পর্শ করা যেমন জায়েয নয়। অনুরূপভাবে কোথাও কুরআনের আয়াত লিখা থাকলে তাও স্পর্শ করা জায়েয নয়। তবে যদি এমন কোনো কিতাব হয়, যার মধ্যে কুরআনের আয়াত অপেক্ষা অন্য লিখা বেশি থাকে, তাতে হাত লাগানো যাবে। তবে আয়াতের উপর হাত লাগানো যাবে না।

–(বাহরুর রায়েক : ১ম খণ্ড ২০১ পৃষ্ঠা, তুহফায়ে খাওয়াতিন : ৭১৫ পৃষ্ঠা, শামী : ১ম খণ্ড ১৭৩ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : বর্তন-পিরিচ অথবা কাগজের উপর যদি শুধুমাত্র কুরআনের আয়াত লিখা থাকে, তাতে হাত লাগানো যাবে না। তবে পৃথক কোনো কাপড় দিয়ে তা ধরা যাবে।

–(বেহেশতী জেওর : ২/২৪৫, হিন্দিয়া : ১/৩৯, শামী : ১/২১৪, আল জাওহিরাতুন নায়্যিরাহ : ১/৩০, বাহরুর রায়েক : ১/২০১)

মাসআলা : কুরআন শরীফের গেলাপ (জুঝদান) যদি কুরআন শরীফ থেকে আলাদা হয়, তবে তা দ্বারা কুরআন শরীফ ধরা জায়েয আছে। অনুরূপভাবে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন কাপড় দ্বারাও কুরআন শরীফ ধরা জায়েয আছে।

–(শামী : ১ম খণ্ড ২১৩ পৃষ্ঠা, বেহেশতী জেওর : ২য় খণ্ড ২৪৫ পৃষ্ঠা, আল জাওহিরাতুন নায়্যিরাহ : ১ম খণ্ড ৩০ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : কুরআন শরীফের সাথে সংযুক্ত জুঝদান এবং যে কাপড় শরীরের সঙ্গে যুক্ত আছে যেমন মেয়েদের দোপাট্টা, উড়না বা কুর্তার আস্তিন ইত্যাদি দ্বারা কুরআন শরীফ স্পর্শ বা ধরা জায়েয নয়।

–(শামী : ১ম খণ্ড ২১৫ পৃষ্ঠা, হিন্দিয়া : ১ম খণ্ড ৩৯ পৃষ্ঠা, বেহেশতী জেওর : ২য় খণ্ড ২৪৫ পৃষ্ঠা)

হায়েযাবস্থায় ধর্মীয় কিতাব স্পর্শ করা ও পড়া

মাসআলা : হায়েযাবস্থায় ধর্মীয় কিতাব পাঠ করা এবং সেগুলোকে স্পর্শ করা (তাফসীর, হাদীস, ফেকাহের কিতাব ছাড়া) জায়েয আছে। তবে যেসব স্থানে কুরআনের আয়াত লিপিবদ্ধ আছে, তা পাঠ করা যাবে না এবং সেখানে যেন হাতের স্পর্শ না লাগে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে।

–(আলমগিরি : ১ম খণ্ড ৩৯ পৃষ্ঠা, বিষয় ভিত্তিক মাসআলা : ১০৮ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : যে কাগজের উপর দু'আর আয়াত লেখা থাকে, তাতে হাত লাগানো যাবে, তবে দু'আর আয়াত বা শব্দগুলোর উপর হাত রাখবে না।

–(আহসানুল ফাতাওয়া : ২য় খণ্ড ৭১ পৃষ্ঠা)

হায়েযাবস্থায় যিকির আযকার তাসবীহ ও দু'আ-দুরূদ পড়া

মাসআলা : হায়েয বা ঋতুস্রাবকালীন সময়ে কুরআন তেলাওয়াত ছাড়া যাবতীয় যিকির-আযকার, দু'আ-দুরূদ ও তাসবীহ-তাহলীল পাঠ করা জায়েয আছে। এমনকি দু'আর নিয়তে কুরআনের আয়াত পাঠ করাও জায়েয আছে।

–(শামী : ১ম খণ্ড ২১৫ পৃষ্ঠা, বাহরুর রায়েক : ১ম খণ্ড ২০০ পৃষ্ঠা, দারুল উলূম : ১ম খণ্ড ২১৭ পৃষ্ঠা, আহসানুল ফাতাওয়া : ২য় খণ্ড ৬৭ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : পানাহারের শুরুতে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম এবং খানার শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ, এতে কুরআন তেলাওয়াত উদ্দেশ্য নয় বরং দু'আ উদ্দেশ্য।

–(বেহেশতী জেওর : ২য় খণ্ড ২৪৫ পৃষ্ঠা)

হায়েযাবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা

মাসআলা : হায়েযাবস্থায় মহিলাদের মসজিদে প্রবেশ করা জায়েয নয়। মসজিদে অবস্থানকালে হায়েয আসলে মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসবে।

–(বাহরুর রায়েক : ১ম খণ্ড ১৯৫ পৃষ্ঠা, শামী : ১ম খণ্ড ২৯৩ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : হায়েযাবস্থায় কোনো জিনিস মসজিদ থেকে হাত বাড়িয়ে নেওয়া ও দেওয়া জায়েয আছে। –(নারীর ইসলামী জীবন : ২৭২ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : হায়েযাবস্থায় ঈদগাহ ইত্যাদি যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায হয় না, সেখানে প্রয়োজনে গমন করা জায়েয আছে।

মাসআলা : মসজিদের ছাদ ও মসজিদের তলাগুলোও মসজিদের হুকুমের অন্তর্ভূক্ত। –(নারীর ইসলামী জীবন : ২৭২ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : মসজিদে নয় বরং মসজিদের নিকটবর্তী কোনো স্থানে হায়েযাবস্থায় থাকতে কোনো অসুবিধা নেই। –(নারীর ইসলামী জীবন : ২৭২)

হায়েযাবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হারাম

হায়েযাবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হারাম। তদুপরি কোনো স্বামী তার হায়েযা স্ত্রীকে তালাক দিলে তা স্ত্রীর উপর পতিত হয়ে স্ত্রী তালাক প্রাপ্তা হয়ে যাবে। এরূপ স্ত্রীর ইদ্দত তিন হায়েয হবে। তবে যে হায়েযে তালা প্রাপ্তা হয়েছে, সে হায়েযকে ইদ্দতে গণ্য করা হবে না বরং এছাড়া তিন হায়েয ইদ্দত গণনা করবে। –(সূরা তালাক, তুহফায়ে খাওয়াতিন : ৪৮২ পৃষ্ঠা)

হায়েযাবস্থায় স্বামীর খেদমত

মাসআলা : হায়েযাবস্থায় স্বামীর সঙ্গে উঠা-বসা, চলাফেরা, খানা-পিনা ইত্যাদি সবকিছু জায়েয।

–(আহকামে যিন্দেগী : ১৫১ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : হায়েযাবস্থায় স্বামীর সঙ্গে শয়ন করা, আদর-সোহাগ করা এবং সহবাসে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত শরীর কাপড়

দ্বারা আবৃত রেখে বাকী শরীর অনাবৃত শরীরের সঙ্গে লাগানোও জায়েয আছে। তবে যদি সহবাসে লিপ্ত হওয়ার ভয় থাকে, তবে এ সমস্ত কার্য থেকে দূরে থাকাই জরুরি। কারণ, এ অবস্থায় সহবাস করা হারাম।

–(আহকামে যিন্দেগী : ১৫১ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : হায়েযাবস্থায় মহিলার শরীর ও মুখের লালা পবিত্র। হ্যাঁ যদি শরীরে রক্ত বা অন্য কোনো নাপাকী লাগে, তাহলে ভিন্ন কথা। তাহলে শরীর নাপাক হবে। অন্যথায় শুধু হায়েযের কারণে তার শরীর নাপাক বলে গণ্য হবে না। অতএব, হায়েযাবস্থায় তার শরীরের সাথে ছোয়া লাগালে বা স্বামী স্ত্রীর মুখের মধ্যে জিহ্বা প্রবেশ করালে তাতে কোনো ক্ষতি নেই।

–(মিশকাত শরীফ : ১৫৬ পৃষ্ঠা, তুহফায়ে খাওয়াতিন : ৭১০ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : হায়েযের ব্যাপারে স্বামীর জন্য স্ত্রীর কথা মেনে নেয়া জরুরি। যদিও স্ত্রী দ্বীনদার না হয়। –(নারীর ইসলামী জীবন : ২৭২ পৃষ্ঠা)

হায়েযা মহিলার সাথে সহবাস করা

মাসআলা : হায়েযাবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হারাম ও কবীরা গুনাহ। এ জাতীয় অপকর্মে লিপ্ত ব্যক্তির তাওবা ও ইস্তিগফার একান্ত জরুরি এবং সাথে সাথে এক অথবা আধা দীনার সদকা করে দেওয়াও মুস্তাহাব। –(বেহেশতী জেওর : ১ম খণ্ড৭১ পৃষ্ঠা, কোরআন শরীফ সূরা-বাকারা ২২২ নং আয়াত)

হায়েয শেষে সহবাসের মাসায়েল

মাসআলা : পূর্ণ ১০ দিন হায়েয চলার পর যদি বন্ধ হয়, তাহলে গোসল করার পূর্বেই সহবাস করা জায়েয। কিন্তু উত্তম হল, গোসল করার পর সহবাস করা। –(আহসানুল ফাতাওয়া : ২য় খণ্ড ৬৯ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : ১০ দিনের পূর্বে রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে গোসল না করা পর্যন্ত বা এক ওয়াক্তের নামায পরিমাণ সময় অতিক্রম না হওয়া পর্যন্ত সহবাস করা জায়েয নয়। তবে এক ওয়াক্ত নামায পরিমাণ সময় চলে গেলে গোসল ব্যতীতই তার সাথে সহবাস করা জায়েয।

–(আহসানুল ফাতাওয়া : ২য় খণ্ড ৬৯ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : যদি কারো ১০ দিনের মধ্যেই অভ্যাস মোতাবেক ৫ দিন, ৬ দিন, ৭ দিন, ৮ দিন অথবা ৯ দিনে হায়েয বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে গোসল না করা

পর্যন্ত তার সাথে সহবাস জায়েয হবে না। হ্যাঁ, যদি এক ওয়াক্ত নামাযের সময় চলে যায় (অর্থাৎ এতটুকু সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, যার মধ্যে গোসল সেরে তাকবীরে তাহরীমা বাধতে পারা যায়) এবং তার উপর এক ওয়াক্ত নামাযের কাযা ওয়াজিব হয়, তারপর গোসলের পূর্বেও সহবাস জায়েয হবে।

(তুহফায়ে খাওয়াতিন : ৭১৩ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : যদি কারো অভ্যাস অনুযায়ী হায়েযের যে কয়দিন ছিল তার পূর্বেই স্রাব বন্ধ হয়ে যায়, যেমন অভ্যাস ছিল ৫ দিনের ৪ দিনেই রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে, এমতাবস্থায় গোসল করে নামায পড়া ওয়াজিব। কিন্তু সহবাস জায়েয হবে না। কারণ, হতে পারে আবার স্রাব শুরু হয়ে যাবে। ৫ দিন পার হওয়ার পর সহবাস জায়েয হবে।

–(তুহফায়ে খাওয়াতিন : ৭১৩ পৃষ্ঠা, আহসানুল ফাতাওয়া : ২য় খণ্ড ৬৮ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : যদি পরিপূর্ণ ১০ দিন ১০ রাত হায়েয হয় এবং হায়েয বন্ধ হওয়ার পরও অলসতাবশত স্ত্রী গোসল না করে, তাহলে গোসলের পূর্বেও সহবাস জায়েয হবে। তবে গোসলের পূর্বে সহবাস থেকে বিরত থাকা উত্তম।

–(আহকামে যিন্দেগী : ১৫২ পৃষ্ঠা, বাহরুর রায়েক, তুহফায়ে খাওয়াতিন : ৭১৩ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : ১ বা ২ দিন হওয়ার পর রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে গোসল ওয়াজিব হয় না। উযু করে নামায পড়তে থাকবে। কেননা হায়েযের নিম্ন সময় ৩ দিন ৩ রাত। কম স্রাব হলে তা হায়েয গণ্য হয় না। তবে এখনই সহবাস করা ঠিক হবে না। কেননা যদি ১৫ দিনের মধ্যে আবার স্রাব শুরু হয়, তাহলে প্রমাণিত হবে সেটা হায়েযের সময় ছিল।

–(আহকামে যিন্দেগী : ১৫২ পৃষ্ঠা, বেহেশতী জেওর পৃষ্ঠা)

চার কারণে নারীর উপর গোসল ফরয

(এক) হায়েয বন্ধ হলে (দুই) নেফাস শেষ হলে (তিন) স্বপ্নে বীর্য নির্গত হলে (চাঁর) পুরুষের সাথে সহবাস করলে। বীর্য নির্গত হোক বা না হোক।

–(তুহফায়ে খাওয়াতিন : ৪৬৬ পৃষ্ঠা)

হায়েয, নেফাস ও জানাবতের গোসল

মাসআলা : হায়েয, নেফাস ও জানাবতের পর মহিলাদের গোসল করা ফরয।

–(বেহেশতী জেওর : ১/৬৯)

মাসআলা : হায়েয, নেফাস ও জানাবতের গোসলে সমস্ত শরীর খুব ভালো করে দৌত করতে হবে, যাতে শরীরের সামান্য স্থানও শুকনো না থাকে। তা না হলে শরীর পাক হবে না।

মাসআলা : গোসলের পদ্ধতি হল, প্রথমে হাত ধৌত করে শরীরের যে স্থানে নাপাকি রয়েছে তা পরিষ্কার করে সুন্নাত তরীকায় উযু করবে। তারপর সমস্ত শরীর ধৌত করবে।

মাসআলা : ফরয গোসলে কুলি করা, নাকের নরম স্থান পর্যন্ত পানি পৌঁছানো ও সমস্ত শরীর পানি দিয়ে ধৌত করা।

মাসআলা : মাথার চুল বাঁধা অবস্থায় থাকলে গোসলের সময় তা খোলার প্রয়োজন নেই বরং চুলের গোছাগুলো ভালোভাবে ভিজিয়ে ধুয়ে নিলেই যথেষ্ট। তবে বেনী খুলে ধুয়ে নেয়াই উত্তম।

মাসআলা : মাথার চুলের জটা ধৌত করার পর যদি উপরের চুল রাশিতে পানি ঢেলে তা চিপড়িয়ে দেওয়া হয়, তাও উত্তম।

মাসআলা : ফরয গোসলের আগে প্রসাব-পায়খানার কাজ সেরে নিয়ে লজ্জাস্থান ও তার আশেপাশের স্থানগুলো উত্তমরূপে ধৌত করে নিবে। অন্যথায় অনেক সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোসল করার সময় ঐ স্থানগুলো শুষ্ক থাকায় পরিপূর্ণ পবিত্রতা অর্জন হয় না।

মাসআলা : বসে বসে গোসল করা উত্তম।

–(আহকামে যিন্দেগী : ৩৭৮ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : নেফাসের রক্ত বন্ধ হওয়ার পর গোসল করলে যদি কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবল আশংকা থাকে, তাহলে গোসলের নিয়তে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করবে। পরে অসুস্থতার আংশকা কেটে গেলে গোসল করবে। –(তুহফায়ে খাওয়াতিন : ৭১৬ পৃষ্ঠা)

নেফাস ও গর্ভাবস্থার বর্ণনা

নেফাসের পরিচয়

মাসআলা : সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর যে রক্ত বের হয় (প্রবাহিত হয়), তাকে শরীয়তের পরিভাষায় নেফাস বলে।

–(মারাক্বিউল ফালাহ : ৭৫ পৃষ্ঠা, দুররে মুখতার : ১ম খণ্ড ২১৯ পৃষ্ঠা)

নেফাসের সময়সীমা

মাসআলা : নেফাসের সর্বোচ্চ সময়সীমা চল্লিশ দিন। এর চেয়ে বেশি দিন রক্ত আসলে তা নেফাস নয় বরং তা ইস্তিহাযা।

–(আহকামে যিন্দেগী : ১৫২ পৃষ্ঠা, মারাক্বিউল ফালাহ : ৭৫ পৃষ্ঠা, বেহেশতী জেওর : ২য় খণ্ড ২৪৩ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : নেফাসের সর্বনিম্ন সময়ের কোনো সীমা নেই। একদিন বা সামান্য সময়ের জন্যও তা আসতে পারে। এমনকি সন্তান জন্মের পর এক ফোঁটা রক্ত নাও আসতে পারে।

–(বেহেশতী জেওর : ২য় খণ্ড ২৪৩ পৃষ্ঠা, আহকামে যিন্দেগী : ১৫২ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : সন্তান প্রসবের পর সর্বাবস্থায় গোসল করা ওয়াজিব। রক্ত আসলে রক্ত বন্ধ হওয়ার পর আর রক্ত না আসলে নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পর।

–(বাহরুর রায়েক : ১ম খণ্ড ২১৮ পৃষ্ঠা, বেহেশত জেওর : ২য় খণ্ড ২৪৩ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : নেফাস বন্ধ হওয়ার পর যদি গোসল করলে রোগ বেড়ে যাওয়ার বা কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে, তাহলে গোসলের নিয়তে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করবে। পরে অসুস্থতার আশঙ্কা কেটে গেলে গোসল করবে।

–(শামী : ১ম খণ্ড ২২০ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : জমজ দু'সন্তান প্রসব হলে প্রথম বাচ্চা থেকেই নেফাস গণনা করা হবে।

–(শামী : ১ম খণ্ড ২২১ পৃষ্ঠা, পৃষ্ঠা, আহকামে যিন্দেগী : ১৫২ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : অস্ত্রপাচার করে বাচ্চা বের করা হলে যদি লজ্জাস্থান থেকেই রক্ত আসে, তবে তাকে নেফাসই মনে করা হবে। অন্যথায় তা নেফাস নয়।

–(নারীর ইসলামী জীবন : ২৭৪ পৃষ্ঠা, আহকামে যিন্দেগী : ১৫২ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : নেফাসের রক্ত বন্ধ হয়ে হায়েয শুরু হওয়ার মাঝে কমপক্ষে শরয়ী নিয়মানুযায়ী ১৫ দিন পবিত্র থাকা জরুরি। যদি ১৫ দিন পূর্ণ হওয়ার আগেই এসে পড়ে, তবে হায়েয নয় বরং ইস্তিহাযা।

–(নারীর ইসলামী জীবন : ২৭৪ পৃষ্ঠা, আহকামে যিন্দেগী : ১৫২ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : নেফাসের সময়সীমার মধ্যে সর্বক্ষণ রক্ত আসা জরুরি নয় বরং মেয়াদের ভিতরে মাঝে মধ্যে দুই-চার ঘণ্টা বা দুই-একদিন রক্ত বন্ধ থেকে আবার এলেও সেই মাঝখানের সময়কেও নেফাসের সময় ধরা হবে।

–(আহকামে যিন্দেগী : ১৫২ পৃষ্ঠা, আহকামে যিন্দেগী : ১৫২ পৃষ্ঠা)

নেফাস অবস্থায় নামায

মাসআলা : নেফাস চলাকালীন সময়ের নামায মাফ। তা আর কাযা লাগবে না।

–(বেহেশতী জেওর : ২য় খণ্ড ২৪৫ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : নেফাস বন্ধ হয়ে গেলেই গোসল করে নামায পড়ে নিবে। ওয়াক্ত থাকলে আদায় হিসেবে গণ্য হবে; নতুবা কাযা হবে।

–(নারীর ইসলামী জীবন : ২৭৪ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : নামাযের ওয়াক্ত সামান্য সময় বাকী থাকলে সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে শুধু ফরয নামায পড়ে নিবে।

মাসআলা : ফরয ও ওয়াজিব নামাযেরই কাযা আছে; সুন্নাতের কাযা নেই। তবে ফজরের কাযা হলে এবং তা সূর্য্য ডুবার পূর্বে কাযা করলে ফজরের সুন্নাতও পড়বে।

মাসআলা : নেফাসের অবস্থায় নামাযের সময়ে উযু করে নামাযের স্থানে নামায আদায় পরিমাণ বসে থেকে সুবহানাল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়তে থাকবে, যাতে ইবাদতের অভ্যাস বজায় থাকে। এটা মুস্তাহাব।

–(আহকামুন নিসা : ৩৩৯ পৃষ্ঠা)

নেফাস অবস্থায় রোযা

মাসআলা : নেফাস অবস্থায় রোযা রাখবে না। তবে নেফাস বন্ধ হওয়ার পর কাযা করা জরুরি।

–(শামী : ২য় খণ্ড ১১৫-১১৬ পৃষ্ঠা, ফাতহুল কাদীর : ২য় খণ্ড ২৮৯ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : রোযা অবস্থায় নেফাস আসলে রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং পরে তা কাযা করা আবশ্যক হবে।

–(ফাতহুল কাদীর : ২য় ২৮৯ পৃষ্ঠা, বেহেশতী জেওর : ২য় খণ্ড ২৮২ পৃষ্ঠা)

নেফাস অবস্থায় কুরআন শরীফ তিলাওয়াত ও স্পর্শ করা

মাসআলা : নেফাসের অবস্থায় কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে পারবে না এবং কুরআন শরীফ স্পর্শও করতে পারবে না।

–(আহকামে যিন্দেগী : ১৫৪ পৃষ্ঠা, শামী : ১ম খণ্ড ২৯৩ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : নেফাস অবস্থায় গায়ের জামা, উড়না এবং শাড়ী ইত্যাদি যা গায়ের সাথে মিলিত তা দ্বারা কুরআন শরীফ স্পর্শ করা বা উঠানো জায়েয নেই। হ্যাঁ গা থেকে আলাদা কাপড় দিয়ে ধরতে ও উঠাতে পারবে।

–(আহকামুন নিসা : ৩৯৮ পৃষ্ঠা, আহকামে যিন্দেগী : ১৫৪ পৃষ্ঠা)

নেফাস অবস্থায় আয়াতে সিজদা শুনলে

মাসআলা : কোনো মহিলা নেফাসের অবস্থায় আয়াতে সিজদার তিলাওয়াত শুনলে, তার উপর সিজদা করা ওয়াজিব নয়। তবে গোসল ফরয থাকা অবস্থায় শুনলে গোসলের পর সিজদা করা ওয়াজিব।

–(শরহে তানবীর : ১ম খণ্ড ৫৬৮ পৃষ্ঠা, বেহেশতী জেওর : ১ম খণ্ড ১৭৮ পৃষ্ঠা)

নেফাস অবস্থায় মসজিদে গমন

মাসআলা : নেফাস অবস্থায় মসজিদে গমন জায়েয নয়। তাই এমতাবস্থায় কা'বা শরীফের তাওয়াফও করতে পারবে না।

–(আহকামে যিন্দেগী : ৬৯৮ পৃষ্ঠা, বাহরুর রায়েক : ১ম খণ্ড ১৯৫ পৃষ্ঠা)

নেফাস অবস্থায় দু'আ-দুরূদ ও তাসবীহ পাঠ

মাসআলা : নেফাস অবস্থায় কালিমা, দুরূদ শরীফ, ইস্তিগফার, দু'আর আয়াত দু'আর নিয়তে পড়তে এবং আল্লাহর নাম নেয়া জায়েয আছে।

–(আহকামে যিন্দেগী : ১৫৪ পৃষ্ঠা, শামী : ১ম খণ্ড ২৭১ পৃষ্ঠা)

চল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নেফাসের রক্ত বন্ধ হলে

মাসআলা : অনেক জায়গায় মহিলাগণ নেফাসের ৪০ দিনের পূর্বে রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে ও নেফাসের দিনগুলোর পূর্ণ ৪০ দিন পর্যন্ত নেফাসের অবস্থায় কাটায় এবং নিজেকে নাপাক মনে করে। এটা একেবারেই অনুচিত। এভাবে থাকা নাজায়েয ও হারাম বরং যখনই রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে এবং পুনরায় আর রক্ত আসার সম্ভাবনা না থাকবে, তখনই গোসল করে নামায শুরু করবে। –(শামী : ১ম খণ্ড ২৭৬ পৃষ্ঠা)

নেফাসের সময় কতদিন ধরতে হবে

প্রশ্ন : কোনো এক মহিলার যথারীতি নিয়ম হচ্ছে, তার সন্তান প্রসব হওয়ার পর বিশ দিনের দিন নেফাসের রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ঐ মহিলা কি নেফাসের জন্য নির্দিষ্ট ৪০ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করে নামায রোযা আদায় করবে, না যেদিন থেকে তার রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যায় সেদিন থেকেই নামায রোযা আদায় করবে। ঐ মহিলা কি তার স্বামীর সাথে বিশ দিন পর সহবাস করতে পারবে?

উত্তর : যদি কোনো মহিলার যথারীতি নিয়ম এটিই হয়, তাহলে রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার পর গোসল করে নামায রোযা করে নিবে। যদি ঐ মহিলার সাথে স্বামী সহবাসে লিপ্ত হয়, তবে তাও তার জন্য জায়েয হবে।

–(ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম : ১ম খণ্ড ২১৮ পৃষ্ঠা, শামী : ১ম খণ্ড ২৭২ পৃষ্ঠা)

গর্ভ অপসারণের পর রক্ত নির্গত হওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : কোনো মহিলা নিজের গর্ভ অপসারণ করল। আর তা ছিল জমাট রক্ত বা একটি মাংসপিণ্ড। তাতে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোনো ছাপই ছিল না। এমতাবস্থায় ঐ মহিলার যে রক্তস্রাব হবে তা কি নেফাসের অন্তর্ভূক্ত হবে না ইস্তেহাযার অন্তর্ভূক্ত।

উত্তর : যে গর্ভে মানুষের আকৃতি প্রকৃতির কোনো চিহ্ন থাকবে না বরং কেবল তা রক্ত বা গোস্তপিণ্ডের মতো দেখা যাবে, তা অপসারণ করলে এবং তারপর মহিলার রক্তস্রাব হলে সেটি নেফাসের অন্তর্ভূক্ত হবে না। এ সময় দেখতে হবে যে, গর্ভাপসারণের কতদিন পর্বে সেই মহিলার হায়েয হয়েছিল। আর যদি গর্ভাপসারণের পর রক্তস্রাব কমপক্ষে তিনদিন অব্যাহত থাকে, তাহলে

তা হায়েযের অন্তর্ভুক্ত হবে। বর্ণিত শর্তের কোনো একটি না পাওয়া গেলে মনে করতে হবে তা ছিল ইস্তেহাযাহ। আর ইস্তেহাযাহ হলে নামায রোযাসহ সবকিছুই যথাযথভাবে আদায় করতে হবে।

–(ইমদাদুল ফাতাওয়া : ১ম খণ্ড ৮২-৮৪ পৃষ্ঠা)

নেফাসের মাসায়েল

মাসআলা : ৪০ দিনের পূর্বে নেফাস বন্ধ হয়ে গেলে গোসল করে নিতে হবে এবং নিজের পাক মনে করে নামায পড়তে হবে। নেফাস বন্ধ হওয়ার পর ৪০ দিন পর্যন্ত নামায থেকে বিরত থাকা ঠিক নয় বরং হারাম এবং কবীরা গুনাহ। –(আহকামে যিন্দেগী : ১৫৩ পৃষ্ঠা, তুহফায়ে খাওয়াতিন : ৭১৬ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : ৪০ দিনেও নেফাস বন্ধ না হলে এবং এটা মহিলার জীবনের প্রথম নেফাস হয়ে থাকলে ৪০ দিনে নেফাস শেষ ধরা হবে এবং গোসল করে নামায পড়া শুরু করতে হবে। ৪০ দিনের অতিরিক্ত দিনগুলোর রক্তস্রাব ইস্তি হাযা হিসেবে ধরে নিতে হবে। সেমতে ইস্তিহাযার মাসায়েল অনুযায়ী প্রতি ওয়াক্তে উযু করে নামায পড়তে থাকবে। আর এটা মহিলার জীবনে প্রথম নেফাস না হয়ে থাকলে পর্ববর্তী নেফাসে যে কয়দিন রক্তস্রাব এসেছিল, সে কয়দিন পরই তাকে পবিত্র ধরা হবে। তার চেয়ে অতিরিক্ত সব দিনগুলোকে ইস্তিহাযা ধরে নিতে হবে। অভ্যাসের অতিরিক্ত যে কয়দিনকে সে নেফাস মনে করে নামায ছেড়ে দিয়েছে, তার কাযা করতে হবে। –(আহকামে নিসা : ৩৯৭ পৃষ্ঠা, আহকামে যিন্দেগী : ১৫৩ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : কোনো মেয়েলোকের হয়তো ৩০ দিন রক্ত যাওয়ার অভ্যাস ছিল, কিন্তু একবার ৩০ দিন অতিক্রম হওয়ার পরও রক্ত বন্ধ হল না। এমতাবস্থায় ঐ মেয়েলোক এখন গোসল না করে অপেক্ষা করবে। এরপর যদি পূর্ণ ৪০ দিন শেষে বা ৪০ দিনের ভিতর রক্ত বন্ধ হয়, তাহলে এইসব কয়দিনই নেফাসের মধ্যে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি ৪০ দিনের বেশি রক্ত জারী থাকে, তাহলে পূর্বের অভ্যাস মোতাবেক ৩০ দিন নেফাসের মধ্যে গণ্য হবে এবং অবশিষ্ট্য দিনগুলো ইস্তিহাযা বলে গণ্য হবে। ৪০ দিন পর গোসল করে নামায পড়তে থাকবে এবং ৩০ দিনের নামাযের কাযা করবে।

–(আহকামে যিন্দেগী : ১৫৩ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : প্রসবের পর যদি কারো একেবারেই রক্ত না যায়, তবুও তাকে গোসল করতে হবে। এই গোসল ফরয। –(আহকামে যিন্দেগী : ৩৯৭ পৃষ্ঠা)

নেফাস অবস্থায় স্বামীর খেদমত

মাসআলা : নেফাসের অবস্থায় সহবাস ও হাটু থেকে নাভী পর্যন্ত স্থান ভোগ করা জায়েয নয়; হারাম। তবে এক সাথে খানা-পিনা বিশ্রাস ও শয্যা গ্রহণ সবই জায়েয। –(বাহরুর রায়েক : ১ম খণ্ড ২০০ পৃষ্ঠা, বেহেশতী জেওর : ১ম খণ্ড ৭১ পৃষ্ঠা)

গর্ভবতী অবস্থায় রোযা

মাসআলা : গর্ভবতী রোযাদার মহিলার যদি রোযা রাখার কারণে বাচ্চার জীবনাশংকা হয়, তবে রোযা ভেঙ্গে ফেলা জায়েয। অন্যথায় জায়েয হবে না। –(শামী : ২য় খণ্ড ১২৬ পৃষ্ঠা, বেহেশতী জেওর : ২য় খণ্ড ২৮২ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : গর্ভবতী অথবা দুগ্ধ পানকারিনী মহিলারা নিজের বা স্বীয় বাচ্চার জীবনাশংকা থাকলে রোযা রাখবে না; পরে কাযা করবে।

–(শামী : ২য় খণ্ড ১২৬ পৃষ্ঠা, বেহেশতী জেওর : ২য় খণ্ড ২৮২ পৃষ্ঠা)

কোনো গর্ভবতী মহিলা মারা গেলে তার গর্ভের সন্তানের হুকুম

প্রশ্ন : কোনো গর্ভবতী মহিলা যদি মৃত্যুবরণ করে, তাহলে কি তার গর্ভস্থিত সন্তানসহ এভাবেই দাফন করা হবে? নাকি তার পেট কেটে সন্তান বের করতে হবে?

উত্তর : গর্ভবতী মহিলা মৃত্যুবরণ করলে দেখতে হবে, যদি সন্তান পরিপূর্ণ হয়ে থাকে, পেটের ভিতর জীবিত থাকে আর তার নড়াচড়া অনুভব করা যায়, তাহলে মহিলার পেট কেটে সন্তান বের করতে হবে। আর যদি সন্তানের প্রাণই না এসে থাকে অথবা প্রাণ এসেছে; কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে, সে মারা গিয়েছে—পেটের ভিতর তার কোনো নড়াচড়া পাওয়া যায় না, তখন সেই গর্ভবতী মহিলাকে তার গর্ভস্থিত সন্তানসহই দাফন করতে হবে।

–(ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী : ১ম খণ্ড ১৫৭ পৃষ্ঠা)

গর্ভরোধক ঔষধ সেবন করা

মাসআলা : কোনো উযর-আপত্তি ব্যতিরেকে শুধুমাত্র সন্তান না নেওয়ার উদ্দেশ্যে গর্ভরোধক ঔষধ সেবন করা স্বামী-স্ত্রী কারো জন্য জায়েয নয়।

–(ইসলামী সমাধান : ১৮০ পৃষ্ঠা)

গর্ভপাতের মাসায়েল

মাসআলা : কোনো অপরিহার্য উযর-আপত্তি ছাড়া কোনো স্তরেই গর্ভপাত করা জায়েয নয়। -(শামী : ৫ম খণ্ড ৫১৯ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : দৈব কোনো কারণে গর্ভ পড়ে গেলে তার জন্য গুনাহ হয় না। –(আহকামে নিসা : ৪০৩ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : গর্ভের সন্তানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিদর্শন প্রকাশ পাওয়ার পর (যার মেয়াদ ১২০ দিন) গর্ভ ফেলে দেওয়া হারাম এ ব্যাপারে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো ধরনের মন্তব্য করার অবকাশ নেই। –(আহকামুন নিসা : ৪০৩ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : সন্তান গর্ভে আসার পর গর্ভপাত হলে বা যান্ত্রিক উপায়ে গর্ভপাত করালে যদি সন্তানের মধ্যে হাত, পা, নখ ইত্যাদি মানবের কোনো অঙ্গ তৈরি হয়ে থাকে, তাহলে সেটাকে বাচ্চা ধরা হবে এবং যে রক্ত বের হবে সেটাকে নেফাসের রক্ত বলে গণ্য করা হবে। এ অবস্থায় নেফাসের আহকাম চালু হবে এবং সন্তানকে গোসল ও কাফন-দাফন দিতে হবে। আর যদি কোনো অঙ্গ প্রকাশ না হয়ে থাকে, তাহলে সেটার গোসল ও কাফনের প্রয়োজন নেই বা নিয়ম মতো দাফনও করা হবে না। তবে যেহেতু সেটা মানুষের অঙ্গ, তাই সম্মানের সাথে কোথাও মাটিতে গেড়ে দেওয়া উচিৎ। আর এ অবস্থায় যে রক্ত বের হবে সেটা নেফাসের রক্ত বলে গণ্য হবে না।

–(আহকামে নিসা : ৪০২ পৃষ্ঠা, ইমদাদুল ফাতাওয়া : ১ পৃষ্ঠা)

সন্তান প্রসবকালীন সময়ের নামায

মাসআলা : কোনো মহিলার বাচ্চা প্রসব হচ্ছে। কিছু (অর্ধেকের কম) বের হয়েছে। এমন অবস্থায় যদি হুশ থাকে, বিবেক সুস্থ থাকে, তাহলে নামায পড়া ওয়াজিব; কাযা করতে পারবে না। আর যদি বাচ্চার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে নামায পড়বে না; পরে কাযা পড়বে। অনুরূপভাবে ধাত্রী বা নার্স যদি মনে করে সে নামায পড়তে গেলে সদ্য প্রসূত শিশুটির ক্ষতি হবে, তাহলে সেও নামায কাযা করতে পারবে। সিজারকারী ডাক্তার এই মাসআলা অনুযায়ী আমল করবেন।

-(আহকামে যিন্দেগী : ১৫৫ পৃষ্ঠা)

সন্তান প্রসবের সময় মহিলাদের নামায

প্রশ্ন : প্রসব বেদনায় কোনো এক মহিলা কাতর হওয়া সত্ত্বেও এখনও হুশ-জ্ঞান আছে। নামায আদায় করলে বাচ্চা নষ্ট হওয়ারও কোনো আশংকা নেই।

কিন্তু তরল রক্ত জাতীয় বের হয়ে যাচ্ছে এবং সন্তানের কিছু অংশ এখনও বের হতে বাকী রয়েছে। এদিকে নামাযের সময়ও শেষ হয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় কি রক্ত বের হওয়ার কারণে কিংবা এ সময় নামায হারাম হওয়ার আশংকায় নামায ছেড়ে দিতে পারবে? না এ অবস্থাতেও নামায আদায় করতে হবে?

উত্তর : এমতাবস্থায় যদি নামাযের সময় শেষ হয়ে যাওয়ার আশংকা হয়, তাহলে সম্ভব হলে উযু করে আর সম্ভব না হলে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করে নিতে হবে। আর রক্ত বের হওয়ার অজুহাতে নামায তরক করতে পারবে না। কারণ, তখন যে রক্ত বের হচ্ছে তা হল এস্তেহাযার রক্ত। আর এস্তেহাযার রক্ত বের হওয়া নামায তরকের কারণ নয়।

-(ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম : ৪র্থ খণ্ড ৪৪১ পৃষ্ঠা)

সন্তান জন্মগ্রহণের সময় পুরুষের সহযোগিতা নেওয়া

কেউ কেউ সন্তান জন্মগ্রহণের সময় কিংবা এ ধরনের ক্ষেত্রে পুরুষ ডাক্তার বা পুরুষ সহযোগী থাকলে আপত্তিকর মনে করে না। অথচ মহিলা ডাক্তার মহিলা সহযোগী ও ধাত্রীর ব্যবস্থা করা সম্ভব হলে এ কাজে পুরুষের সরাসরি সাহায্য নেওয়া সম্পূর্ণ নাজায়েয। হ্যাঁ, স্বামী একা সহযোগিতা করতে পারে। এছাড়া অন্য কোনো পুরুষ নয়। এটা শরীয়ত বিরোধী হওয়া ছাড়াও মানবীয় রুচিরও পরিপন্থী। আজকাল আধুনিক হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোতে সিজারের জন্য মহিলা ডাক্তারের পাশাপাশি পুরুষ ডাক্তারও থাকে। কখনো বা ডাক্তার মহিলা থাকলে সহযোগী থাকে পুরুষ তাই ভর্তি করার পূর্বেই পূর্ণ মহিলা সার্ভিস আছে কিনা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া জরুরি। -(বাহরুর রায়েক : ৮ম খণ্ড ১৯২ পৃষ্ঠা, তাহতাভী আলদ্দুর : ৪র্থ খণ্ড ১৮৫ পৃষ্ঠা)

সন্তান প্রসবকালীন সময়ের মাসায়েল

মাসআলা : প্রসবের সময় প্রসব কাজে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত ধাত্রী বা নার্সের সামনে শরীরের এতটুকু খোলা জায়েয, যতটুকু না খুললে নয়। এমনিভাবে প্রসবের সময় বা অন্য কোনো সময় ঔষধ লাগানোর স্বার্থেও ততটুকু পরিমাণই খোলা জায়েয। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হওয়া জায়েয নয়। এর জন্য উত্তম সুরত হল, চাদর দ্বারা প্রসূতির শরীর ঢেকে দিয়ে শুধু প্রয়োজনীয় স্থানটুকু ধাত্রী খুলে প্রয়োজন সেরে নিবে। -(আহকামে নিসা : ৪০২ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : প্রসব কাজে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়, এমন কারো সামনে শরীর খোলা জায়েয নয়। অন্যান্য মহিলাদের জন্যও সামনে এসে তার সতর দেখা হারাম। –(আহকামে নিসা : ৪০২ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : ধাত্রীর দ্বারা পেট মর্দন করাতে হলে চাদর বা কাপড়ের নিচ দিয়ে হাত প্রবেশ করিয়ে মর্দন করাবে। নাভীর নিচে কাপড় উন্মুক্ত করে দেওয়া জায়েয নয়। –(আহকামে নিসা : ৪০২ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : ধাত্রী বা নার্স যদি অমুসলিম হয়, তাহলে অমুসলিম মহিলাদের সামনে যেহেতু মুখ, হাতের কবজি পর্যন্ত এবং পায়ের টাখনু পর্যন্ত ব্যতীত শরীরের অন্য স্থান খোলা জায়েয নয়, তাই প্রসবের প্রয়োজনে যতটুকু না খুললে নয় তা ব্যতীত মাথা, হাত, চুল প্রভৃতি কোনো অঙ্গ পর্দামুক্ত করা জায়েয হবে না। –(আহকামে নিসা : ৪০২ পৃষ্ঠা)

সন্তান জন্মের কত দিন পর পর্যন্ত সহবাস নিষেধ এবং নিষিদ্ধ সময়ে সহবাস করলে

প্রশ্ন : যে মহিলার সন্তান প্রসব হয়েছে, তার সাথে কতদিন পর্যন্ত সহবাস নিষেধ? কেউ যদি নিষিদ্ধ সময়ে স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলে, তাহলে তার ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কি?

উত্তর : যে মহিলার সন্তান প্রসব হয়েছে, তার নেফাসের সর্বোচ্চ সময়সীমা হচ্ছে চল্লিশ দিন। অতএব, যদি কোনো মহিলার এই চল্লিশ দিন পর্যন্ত কমবেশী রক্তস্রাব অব্যাহত থাকে, তাহলে তার স্বামী এই চল্লিশ দিন তার সাথে সহবাস করতে পারবে না। চল্লিশ দিন অতিবাহিত হলেই সহবাস করতে পারবে। অবশ্য নেফাসের সর্বনিম্ন কোনো সময়সীমা নির্দিষ্ট নেই। এজন্য চল্লিশ দিনের পূর্বে রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে গেলে গোসল করার পর স্ত্রীর সাথে সহবাস করা জায়েয আছে। যদি কেউ নিষিদ্ধ সময়ে স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়, তাহলে এজন্য তাকে তাওবা ইস্তেগফার করতে হবে এবং ভবিষ্যতে এ জাতীয় কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। এক দিনার অথবা অর্ধ দিনার আল্লাহর রাস্তায় ছদকা করে দেওয়া মুস্তাহাব।

–(ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী : ১ম খণ্ড ৩৭-৩৯ পৃষ্ঠা)

ইস্তিহাযা ও যানাবতের বর্ণনা

ইস্তিহাযার পরিচয়

মাসআলা : স্ত্রীলোকের যৌনাঙ্গ থেকে হায়েযের সর্বনিম্ন সময় ৩ দিন থেকে কম অথবা অভ্যাসের অতিরিক্ত ১০ দিনের চেয়ে বেশি যে রক্তস্রাব হয়, তাকে ইস্তিহাযা বলে। –(আহকামে যিন্দেগী : ১৫৬ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : ৯ বৎসরের পূর্বে যদি কোনো মেয়ের রক্ত আসে, সেটাও ইস্তিহাযা বলে গণ্য হবে। –(আহকামে যিন্দেগী : ১৫৬ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : গর্ভাবস্থায় রক্ত বের হলে তাও ইস্তিহাযা।

–(আহকামে যিন্দেগী : ১৫৬ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : প্রসবকালীন সময়ে বাচ্চা প্রসবের পূর্বে যে রক্ত বা পানি বের হয়, সেটা ইস্তিহাযা। বাচ্চা অর্ধেকটা বের হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যে রক্ত বের হয়, সেটাও ইস্তিহাযা।

–(শামী : ১ম খণ্ড ২০৮ পৃষ্ঠা, আল জাওহিরাতুন নায়্যিরাহ : ৩৪ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : নেফাসের সর্বোচ্চ সময় ৪০ দিন পার হওয়ার পরও রক্ত আসতে থাকলে সেই রক্তকেও ইস্তিহাযা বলে গণ্য করা হবে।

–(আহকামে যিন্দেগী : ১৫৬ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : ৫৫ বছরের পরে যদি কোনো মহিলার রক্ত আসে এবং সেটা লাল ও কালো না হয়, তাহলে সেটাও ইস্তিহাযা।

–(মাসায়েলুন নিসওয়ান : ৫৬ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : যদি কোনো মহিলার নেফাসের নির্দিষ্ট অভ্যাস থাকে এবং নেফাসের সর্বোচ্চ সময় ৪০ দিন পার হওয়ার পরও রক্ত আসতে থাকে, অভ্যাসের অতিরিক্ত দিনগুলোর রক্ত ইস্তিহাযা। উদাহরণ স্বরূপ কারো নেফাসের অভ্যাস ২৫ দিন ছিল আর এখন ৪৫ দিন রক্ত এসে থাকে, তাহলে অতিরিক্ত ২০ দিনের রক্ত ইস্তিহাযার রক্ত গণ্য হবে।

–(মাসায়েলুন নিসওয়ান : ৫৬ পৃষ্ঠা)

ইস্তিহাযা অবস্থায় নামায

মাসআলা : ইস্তিহাযাবস্থায় সমস্ত ইবাদত বন্দেগী করাই সহীহ আছে। নামায রোযা মাফ হয় না। তাই ইস্তিহাযার কারণে নামায রোযা কাযা করা যাবে না। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং : ৩০৪, শরহে বেকায়া : ১/১২০)

মাসআলা : ইস্তিহাযার রক্ত লাগাতার আসতে থাকলে, প্রত্যেক ফরয নামাযের ওয়াক্তে নতুন করে উযু করে নামায পড়তে হবে।

–(মাসায়েলুন নিসওয়ান : ৬০ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : নামায চলাকালীন সময় ইস্তিহাযার রক্ত এসে শরীর, কাপড় বা জায়নামাযে লাগলে সে অবস্থাই নামায পড়ে নিবে। তবে অন্য ওয়াক্তের নামাযের জন্য উক্ত কাপড় ও শরীর ধৌত করা জরুরি।

–(মাসায়েলুন নিসওয়ান : ৬০ পৃষ্ঠা, আহকামে যিন্দেগী : ১৫৬ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : রক্ত আসার কারণে কাপড় নাপাক হয়ে গেলে নামাযের জন্য আলাদা কাপড় রাখবে এবং নামায শেষে খুলে ফেলবে।

–(মাসায়েলুন নিসওয়ান : ৬০ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : এক উযু দ্বারা কয়েক ওয়াক্তের নামায পড়তে পারবে না। তবে কয়েক ওয়াক্তের কাযা নামায এক উযু দ্বারা আদায় করা যাবে।

–(আহকামে যিন্দেগী : ১৫৬ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : এক উযু দ্বারা এক ওয়াক্তের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল নামায আদায় করতে পারবে।

মাসআলা : ইস্তিহাযার রক্ত সর্বক্ষণ না আসে বরং মাঝেমধ্যে আসে, মাঝেমধ্যে বন্ধও থাকে, তাহলে ওয়াক্ত আসার পর অপেক্ষা করবে, যখন রক্ত বন্ধ থাকবে, সে সময় উযু করে নামায পড়ে নিতে হবে।

–(আহকামে যিন্দেগী : ১৫৬ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : ইস্তিহাযাগ্রস্থ মহিলা নামায পড়ার সময় রক্ত বের হওয়ার স্থানে তুলা বা অন্য কিছু রেখে নামায পড়লে এতক্ষণ পর্যন্ত যদি রক্ত না আসে, যতক্ষণ পর্যন্ত নামায পড়তে থাকে, তাহলে তুলা ইত্যাদি রাখা জরুরি।

–(সামাইলুন নিসওয়ান : ৬১ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : ইস্তিযাহাগ্রস্থ মহিলা দাঁড়িয়ে নামায পড়লে যদি রক্ত আসে আর বসে নামায পড়লে রক্ত না আসে, তাহলে বসে নামায পড়া জরুরি।

–(মাসায়েলুন নিসওয়ান : ৬১ পৃষ্ঠা)

ইস্তিহাযা অবস্থায় রোযা

মাসআলা : ইস্তিহাযাবস্থায় রোযা রাখা সহীহ এবং জরুরি; রোযা না রাখার অনুমতি নেই। রোযা ভাঙ্গা হারাম।

–(শামী : ১ম খণ্ড ২১৮ পৃষ্ঠা, মারাকিউল ফালাহ : ৭৯ পৃষ্ঠা, আহকামুন নিসা : ৪০১ পৃষ্ঠা)

ইস্তিহাযাবস্থায় হজ্ব ও উমরা আদায় করা

মাসআলা : ইস্তিহাযাবস্থায় হজ্ব ও উমরার সমস্ত কার্যাবলী আদায় করতে কোনো অসুবিধা নেই। তাই উযু করে কা'বা শরীফের তাওয়াফ, সাফা ও মারওয়ার সায়ী' ইত্যাদি সব করতে পারবে। –(মাসায়েলুন নিসওয়ান : ৬১ পৃষ্ঠা, আহকামুন নিসা : ৪০১ পৃষ্ঠা)

ইস্তিহাযা অবস্থায় মসজিদে গমন

মাসআলা : ইস্তিহাযাবস্থায় যেহেতু শরীয়তে মহিলাদেরকে পবিত্র হিসেবে গণ্য করা হয়, তাই প্রয়োজনে তাদের মসজিদে প্রবেশ করা জায়েয আছে। অবশ্য সতর্ক দৃষ্টি রাখবে, যেন মসজিদে রক্তের ফোঁটা না পড়ে। তাই এজন্য রক্ত বের হওয়ার স্থানে তুলা ইত্যাদি রেখে বা ল্যাংটি পরিধান করে মসজিদে গমন করবে। কারণ, মসজিদকে নাপাকী থেকে রক্ষা করা খুবই জরুরি।

–(মাসায়েলুন নিসওয়ান : ৬১-৬২ পৃষ্ঠা)

ইস্তিহাযা অবস্থায় ই'তিকাফ করা

মাসআলা : ইস্তিহাযাবস্থায় মহিলারা নিজ ঘরে ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল ই'তিকাফ করতে পারবে। তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

–(নারীর ইসলামী জীবন : ২৭৬ পৃষ্ঠা)

ইস্তিহাযা অবস্থায় কুরআন শরীফ স্পর্শ ও তিলাওয়াত করা

মাসআলা : ইস্তিহাযাবস্থায় মহিলারা কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে ও উযু করে কুরআন শরীফকে স্পর্শ করতে পারবে।

–(আহকামুন নিসা : ৪০১ পৃষ্ঠা)

ইস্তিহাযা অবস্থায় স্বামীর খিদমত

মাসআলা : ইস্তিহাযাবস্থায় রক্ত চালু থাকলেও স্বামীর জন্য সহবাস করা জায়েয আছে। এতে কোনো ক্ষতি বা গুনাহ্ নেই।

–(আহকামে যিন্দেগী : ১৫৬ পৃষ্ঠা)

ছয় ধরনের রক্তকে ইস্তিহাযার রক্ত বলা হয়

(এক) তিন দিনের কম যে রক্ত আসে। (দুই) দশ দিনের বেশি যে রক্ত বের হয়। (তিন) বালেগা হওয়ার পূর্বে যে রক্তক্ষরণ হয়। (চার) গর্ভবতীর রক্তপাত। (পাঁচ) অতি বয়স্কর ঋতুস্রাব এবং (ছয়) প্রসূতি নারীর ৪০ দিনের উপরে যে রক্তস্রাব হয়।

ইস্তিহাযা রোগিনীর নামায, রোযা ও যৌন সঙ্গম নিষিদ্ধ নয়। তবে তাদেরকে প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য নতুন করে উযু করতে হবে।

–(আনওয়ারুল মিশকাত : ১/৪১১ পৃষ্ঠা)

জানাবতের পরিচয়

মাসআলা : স্বামী স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে গোসল ফরয হয়ে যায়। অনুরূপভাবে স্বপ্নে মনি বের হলে অথবা অন্য কোনো উপায়ে উত্তেজনার সাথে মনি বের হলে গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়। এ অবস্থাটিকে জানাবতের অবস্থা বলে।

জানাবত অবস্থায় খানা-পিনা ও শয়ন করা

মাসআলা : জানাবত অবস্থায় খানা-পিনা ও শয়ন করা জায়েয আছে। তবে উত্তম হল, লজ্জাস্থান ধৌত করে এবং উযু করে খানা-পিনা ও শয়ন করা।

–(মিশকাত শরীফ : ১ম খণ্ড ৪৯ পৃষ্ঠা)

জানাবত অবস্থায় সহবাস করা

মাসআলা : একবার সহবাস করার পর দ্বিতীয় বার সহবাস করার জন্য সমস্ত লজ্জাস্থান ধুনে নেয়া ও উযু করা উত্তম।

–(মাতৃ জাতির জীবন ব্যবস্থা : ৫২৩ পৃষ্ঠা)

জানাবত অবস্থায় কুরআন শরীফ পাঠ করা

মাসআলা : জানাবত অবস্থায় কুরআন শরীফ পড়া এবং স্পর্শ করা জায়েয নয়, হারাম। –(আহসানুল ফাতাওয়া : ২য় খণ্ড ৩৮ পৃষ্ঠা)

জানাবত অবস্থায় ধর্মীয় বই-পুস্তক, অজীফা ও দু'আ পড়া

মাসআলা : জানাবত অবস্থায় ধর্মীয় বই-পুস্তক, অজীযা ও দু'আ-দুরূদ পাঠ করা জায়েয আছে। তবে গোসল করে পাঠ করা উত্তম। হ্যাঁ ঘুমানোর দু'আ ও ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার দু'আ পড়তে কোনো অসুবিধা নেই।

–(আহসানুল ফাতাওয়া : ২য় খণ্ড ৩৮ পৃষ্ঠা)

জানাবত অবস্থায় মসজিদে গমন

মাসআলা : জানাবত অবস্থায় মসজিদ ও মসজিদের ছাদ ও তলাগুলোতে গমন করা, মসজিদ দিয়ে যাতায়াত করা ও অবস্থান করা জায়েয নয়। –(শামী : ১ম খণ্ড ২৯৩ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : মসজিদে থাকাকালীন কারো গোসল ফরয হয়ে গেলে, তায়াম্মুম করে বেরিয়ে আসা জরুরি। এমতাবস্থায় এ'তেকাফকারীও মসজিদে অবস্থান করা উচিৎ নয়।

উযু ও ফরয গোসলের বর্ণনা

লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে বা দেখলে উযুর হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের দেশে একথা প্রসিদ্ধ আছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি নিজের বা স্ত্রীর লজ্জাস্থান স্পর্শ করে বা দেখে, তাহলে তার উযু নষ্ট হয়ে যাবে। এমনকি হাটুর উপরে কাপড় উঠালেও উযু থাকে না বলে অনেকেই বলে থাকেন। এ ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশ কি?

উত্তর : এটি একটি প্রসিদ্ধ ভুর ধারণা। কোনো মহিলার সতর খোলার দ্বারা উযু নষ্ট হয় না। এমনকি লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে কিংবা দেখলেও উযু নষ্ট হবে না। –(ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম : ১ম খণ্ড ১০৬ পৃষ্ঠা)

আসক্ত হয়ে স্ত্রীকে স্পর্শ করলে

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি উযু করার পর যদি স্বীয় স্ত্রীকে আসক্ত হয়ে স্পর্শ করে, তাহলে কি তার উযু ভেঙ্গে যাবে?

উত্তর : উযু করার পর যদি আসক্ত হয়ে স্ত্রীকে স্পর্শ করা হয় এবং স্পর্শ করার আগে ও পরে পুরুষাঙ্গ দিয়ে তরল পদার্থ জাতীয় কোনো কিছু বের হয়, তাহলে উযু নষ্ট হবে –ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী : ১ম খণ্ড ১৩ পৃষ্ঠা, বিষয় ভিত্তিক মাসআলা : ৪৯ পৃষ্ঠা)

উযুর মাসায়েল

মাসআলা : মযী ও অদী বের হলে উযু ভেঙ্গে যায়।

–(আহকামুন নিসা : ৩৭৫ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : পেশাব অথবা মযীর ফোঁটা পেশাবের স্থান থেকে বের হয়ে যদি ছিদ্রের বাহিরে চলে আসে, তাহলে উযু ভেঙ্গে যাবে। যদিও পেশাব উপরের চামড়ার ভিতরেই থেকে যায়। উযু ভঙ্গের জন্য পেশাব চামড়ার বাহিরে আসা জরুরি নয়। –(নারীর ইসলামী জীবন : ২৫০ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : উযু করার পর অনিচ্ছাকৃতভাবে গুপ্তাঙ্গ খুলে গেলে কিংবা গুপ্তাঙ্গে দৃষ্টি পড়লে উযু নষ্ট হবে না।–(ফাতওয়ায়ে দারুল উলূম : ১ম খণ্ড ১৩ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : উযু করার পর পেশাবের জায়গা স্পর্শ করলে উযু নষ্ট হবে না। –(আহকামুন নিসা : ৩৭৪ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : উযু করার পর নখ কাটলে কিংবা জখমের উপর থেকে চামড়া উঠিয়ে ফেললে উযু ভঙ্গ হয় না। এমনকি সেই জায়াগায় পুনরায় পানি দেওয়ারও প্রয়োজন নেই। –(বেহেশতী জেওর : ১ম খণ্ড ৩২ পৃষ্ঠা, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম : ১ম খণ্ড ১৩৬ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : কারো পায়খানার রাস্তার ভিতর থেকে গোশতের টুকরা বের হয়ে আসলে উযু ভেঙ্গে যাবে। চাই পরে তা ভিতরে চলে যাক কিংবা কোনো কিছুর সাহায্যে ভিতরে প্রবেশ করানো হোক। –(মাসায়েলুন নিসওয়ান : ১২)

মাসআলা : পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বের হলে উযু ভেঙ্গে যায়। যেমন : পেশাব, পায়খানা, মযী, মনী, অদী, পোকা-মাকড়, পাথর, কাঁচ ও বায়ু ইত্যাদি। –(আহকামুন নিসা : ৩৭৪ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : পুরুষের স্পর্শে কিংবা কুচিন্তার কারণে মহিলার সামনের রাস্তা দিয়ে পানি বের হলে উযু ভেঙ্গে যাবে।

–(বেহেশতী জেওর : ১ম খণ্ড ৩১ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : পেশাব বের হওয়ার আশংকায় পেশাবের রাস্তায় তুলা রাখলে, যে পর্যন্ত তুলায় পেশাবের চিহ্ন প্রকাশ না পাবে উযু ভঙ্গ হবে না।

–(মাসায়েলুন নিসওয়ান : ১১ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : উযুর মধ্যে যেসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধৌত করা ফরয তার এক চুল পরিমাণ জায়গা শুকনা থাকলেও উযু সহীহ হবে না। সুতরাং কেউ হাত পায়ে নেইল পালিশ ব্যবহার করে উযু করলে তার উযু হবে না।

–(আহসানুল ফাতওয়া : ২য় খণ্ড ২৭, রদ্দুল মুহতার : ১ম খণ্ড ১৫০ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : উযু করার পর টিভি দেখলে কিংবা কাউকে গালি দিলে উযু নষ্ট হবে না তবে এর দ্বারা উযুর নূর কমে যাবে। এ ক্ষেত্রে পুনরায় উযু করে নেয়া উত্তম। –(ইমদাদুল আহকাম : ১ম খণ্ড ৩৫৭ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : কৃত্রিম চুল ব্যবহার করা জায়েয নয়। তথাপি যদি কেউ ব্যবহার করে, তাহলে উযুর সময় তা খুলে ফেলে মাথা মাসেহ করা জরুরি। সুতরাং যদি কেউ উযুর মধ্যে কৃত্রিম চুলের উপর দিয়ে মাথা মাসেহ করে, তাহলে তার উযু শুদ্ধ হবে না। – (সহীহ বুখারী শরীফ : ২য় খণ্ড ৮৭৮ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : উযুর সময় বিনা প্রয়োজনে কথা বলা মাকরূহ বরং এ সময় মাসনুন দু'আগুলো পাঠ করা উত্তম। তবে কেউ যদি কোনো প্রশ্ন করে, তাহলে সংক্ষিপ্তভাবে তার জবাব দেওয়া জায়েয আছে।

–(ইমদাদুল আহকাম : ১ম খণ্ড ৩৪৭ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : উযু করার পর সন্তানকে দুধ পান করালে এর দ্বারা উযুর কোনো ক্ষতি হবে না। –(দারুল উলূম : ৫ম খণ্ড ৪০৮ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : উযুর মধ্যে হাত-পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। সুতরাং উযর ব্যতীত তা ছেড়ে দেওয়া মাকরূহে তাহরীমি।

–(হিন্দিয়া : ১ম খণ্ড ৭ পৃষ্ঠা, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম : ২য় খণ্ড ১৩ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : যদি দাড়ী হালকা-পাতলা হয় এবং তার ভিতর দিয়ে চেহারা দেখা যায়, তাহলে ঐ দাড়ীর চামড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছানো জরুরি। আর যদি বেশি ঘন হয়, তাহলে চামড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছানো জরুরি নয়।

–(ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম : ১ম ৯৮ পৃষ্ঠা, রাদ্দুল মুহতার : ১ম খণ্ড ৮৬ পৃষ্ঠা)

মনী, মযী ও অদীর পরিচয়

মনী : পুরুষ বা স্ত্রীর কামভাবের সাথে যৌনাঙ্গ হতে যে তরল পদার্থ বের হয়, তাকে মনী বলে। এটা বের হওয়ার পর যৌনাঙ্গ নিস্তেজ হয়ে যায়।

–(নারীর ইসলামী জীবন : ২৫০ পৃষ্ঠা)

মযী : কামভাবের প্রাথমিক উত্তেজনায় যে পিচ্ছিল পদার্থ বের হয়, তাকে মযী বলে। এটা বের হওয়ার পর আরো উত্তেজনা বাড়ে।

–(নারীর ইসলামী জীবন ব্যবস্থা : ২৫০ পৃষ্ঠা)

অদী : আর কামভাব ছাড়া কোনো রোগের কারণে রোঝা বহনের ফলে কিংবা পেশাব-পায়খানার পূর্বে যৌনাঙ্গ দিয়ে যে পদার্থ বের হয়, তাকে অদী বলা হয়। –(আনওয়ারুল মিশকাত : ১ম খণ্ড ৩৩৮ পৃষ্ঠা)

মনী, মযী ও অদীর মাসায়েল

মাসআলা : স্ত্রী সঙ্গম, স্বপ্নদোষ, কল্পনা প্রসূত কামোত্তেজনা যে কোনো কারণেই মনী নির্গত হোক না কেন, তার জন্য গোসল করা ওয়াজিব হবে।

–(নারীর ইসলামী জীবন ব্যবস্থা : ২৫০ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : মযী বের হলে পুরুষাঙ্গ এবং কাপড়ে বা শরীরের অন্য কোনো স্থানে লাগলে তা ধৌত করে নিলেই তা পবিত্র হয়ে যায়।

–(নারীর ইসলামী জীবন ব্যবস্থা : ২৫০ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : অদী বের হওয়ার ফলে ও গোসল ওয়াজিব হয় না। শুধুমাত্র উযু ভঙ্গ হয়। পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ ধৌত করে উযু করে নিলেই পবিত্রতা অর্জিত হয়। (আনওয়ারুল মিশকাত : ২৬০ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : মযী বা অদী বের হলে উযু ভঙ্গ হয়; গোসল ওয়াজিব হয় না। (বেহেশতী জেওর : ১ম খণ্ড ৬৮ পৃষ্ঠা

মানুষের বীর্য পাক না নাপাক

প্রশ্ন : আশরাফুল মাখলুকাত মানুষ। তাদের বীর্য পাক না নাপাক। ইমাম গাযালী রহ. একটি বইয়ে লিখেছেন, মানুষের বীর্য পাক। এখন প্রশ্ন হচ্ছে মানুষের বীর্য যদি পাকই হয়, তাহলে সহবাসের পর গোসল করতে হবে কেন?

উত্তর : হানাফী মাযহাব অনুসারে মানুষের বীর্য নাপাক।

–(রাদ্দুল মুহতার : ১ম খণ্ড ২৮৭ পৃষ্ঠা)

ইমাম গাযালী রহ. শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। এজন্যই তিনি এ কথা লিখেছেন। আর গোসল ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মহানবী সা. ঘোষণা দিয়ে গেছেন। (ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম : ১ম খণ্ড ২৩৬ পৃষ্ঠা)

কনডম ব্যবহারেও গোসল ওয়াজিব হয়

মৌলিকভাবে দুই কারণে গোসল ওয়াজিব হয়ে থাকে।

এক. কামভাব উত্তেজনার সঙ্গে বীর্যপাত হওয়া।

দুই. পুরুষাঙ্গের সুপারী পরিমাণ মহিলার বিশেষ অঙ্গে প্রবিষ্ট হওয়া।

তবে যদি পুরুষাঙ্গ এমনভাবে কাপড় দ্বারা পেঁচিয়ে প্রবিষ্ট করানো হয় যে, এর দরুণ একজনের দৈহিক উত্তাপ ও উত্তেজনা অন্যজনের অনুভব না হয় এবং সে মেলামেশার স্বাদ লাভও না হয় এবং বীর্যপাতও না ঘটে, তবে গোসল ওয়াজিব হয় না। –নুরুল ইযাহ (মারাকিউল ফালাহ)

কিন্তু কনডম এ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, তাতে আবরণ এতই পাতলা-সরু হয়ে থাকে যে, তা থাকা সত্ত্বেও উভয় পক্ষ সম্ভোগ লাভ করে এবং তা তৈরির লক্ষ্যই এটা থাকে যে, যৌন উত্তেজনার স্বাদও যেন উপভোগ করা যায়, সন্তানের বোঝাও বহন করতে না হয়। কাজেই কনডম ব্যবহার করে সহবাস করলেও গোসল ওয়াজিব হয়ে যাবে।

–(ইসলামী সমাধান : ৩৩ পৃষ্ঠা)

টেস্ট টিউব করালে গোসল ওয়াজিব হয় না

টেস্ট টিউবের মধ্যে নিষ্কাশিত বীর্য সংরক্ষিত রাখা হয়। পরে তা ইনজেকশনের সূচ কিংবা টিউবের মাধ্যমেই ভিতরে প্রবেশ করানো হয়। এ পদ্ধতি টিউবের মাধ্যমে মহিলার জরায়ুতে বীর্য প্রবেশ করালে গোসল ওয়াজিব হয় না। ঐ সূচ কিংবা টিউব প্রবিষ্ট করানো এমনই, যেমন মহিলার যৌনাঙ্গে আঙ্গুল প্রবিষ্ট করানো। কাজেই আঙ্গুল প্রবিষ্ট করানো যেমন গোসলের কারণ নয়, তেমনি টিউব প্রবেশ করানো গোসলের কারণ হবে না।

–(রদ্দুল মুহতার : ১/১৫৩ পৃষ্ঠা)

এ ব্যাপারে ইসলামী আইনবিদগণের নিম্নোক্ত মাসআলা সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে। যদি কেউ আপন স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসের নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে সহবাস করে আর তার বীর্য কোনোক্রমে স্ত্রীর লজ্জাস্থানে প্রবেশ পূর্বক বেরিয়ে আসে কিংবা নির্দিষ্ট স্থান দিয়ে সহবাস করার পর স্ত্রী গোসল করল, পরে ঐ পুরুষের বীর্য মহিলার লজ্জাস্থান থেকে বেরিয়ে এলে মহিলার উপর পুনঃ গোসল ওয়াজিব হবে না।

–(আল মুগনী : ১ম খণ্ড ১৩০ পৃষ্ঠা)

আসল কথা হল, শুধু সন্তান উৎপাদনের বীর্য প্রবেশ ও বের হওয়াই গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণ নয় বরং উক্ত ক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ যে যৌন উত্তেজনার স্বাদ ও আনন্দ অনুভব করে থাকে এবং যে আনন্দ সারা দেহে বিস্তৃত হয়ে পড়ে, শরীয়ত উক্ত গোসলের মাধ্যমে তা থেকেই পবিত্র করতে চায়।

এখন টেস্ট টিউবের মাধ্যমে অথবা ইনজেকশন ইত্যাদির মাধ্যমে যেই বীর্য যান্ত্রিক পদ্ধতিতে মহিলার জরায়ুতে প্রবেশ করানো হয়ে থাকে, তা অতি স্পষ্ট যে, এর মাধ্যমে মহিলার সেই প্রশান্তি অর্জিত হয় না—যা স্বামীর সাথে মিলনের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

–(ইসলামী সমাধান : ২য় খণ্ড ৩৩ পৃষ্ঠা)

মহিলার লজ্জাস্থানে আঙ্গুল প্রবেশ করালে গোসল করতে হবে কি

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর লজ্জাস্থানে উভয়ের কামোত্তেজনা অবস্থায় অথবা কামোত্তেজনাহীন অবস্থায় নিজের হাতের আঙ্গুলী ঢুকিয়ে দিল, এই অবস্থায় উভয়ের জন্য বা শুধু স্ত্রীর জন্য কি গোসল করা ফরয হবে?

উত্তর : স্ত্রীর লজ্জাস্থানে আঙ্গুলী প্রবেশ করানোর সময় যদি সে কামোত্তেজিত অবস্থায় থাকে, তাহলে এক বর্ণনা মতে স্ত্রীর উপর গোসল করা ফরয। আবার অন্য এক বর্ণনানুসারে গোসল করা ফরয নয়। অবশ্য স্ত্রীর বীর্যপাত না ঘটলেও সতর্কতামূলক গোসল করে নেয়াই উত্তম। আর যদি স্ত্রীর কামোত্তেজনা না থাকে, তবে কারও মতেই তার জন্য গোসল করা ফরয নয়। এছাড়া স্ত্রী যদি নিজের লজ্জাস্থানে নিজেই আঙ্গুল প্রবেশ করায় তাহলে গোসল করা ফরয নয়।

(ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম : ১ম খণ্ড ১৩০ পৃষ্ঠা)

গোসল ফরয অবস্থায় কুরআন লিপিবদ্ধ করা

জানাবতের অবস্থায় কুরআন মাজীদ লেখা ঠিক নয়। এমনকি যদি কাগজ হস্ত রাখার প্রয়োজনীতা দেখা না দেয় তবুও ঠিক নয়। যদিও তা এক আয়াত অপেক্ষা কম হোক না কেন। –(হিন্দিয়া : ১ম খণ্ড ২০ পৃষ্ঠা)

এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, গোসল ফরয অবস্থায় কম্পোজ তথা মুদ্রাক্ষর বিন্যাস করা বা টাইপ করাও ঠিক নয়। –আদ দুররুল মুখতার : ১/১৮

অবশ্য যদি উযু না থাকে তাহলে এভাবে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে না, কাগজে হাত স্পর্শ করবে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের উপরোক্ত বিধান যেমনিভাবে লেখার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনিভাবে টাইপও কম্পোজের ব্যাপারে প্রযোজ্য। –(ইসলামী সমাধান : ৩৫ পৃষ্ঠা)

গোসলে মহিলাদের চুলের হুকুম

প্রশ্ন : মহিলাদের গোসলের ক্ষেত্রে তাদের মাথার চুল কি পুরোপুরিভাবে ভিজাতে হবে? যদি কিছু চুল শুষ্ক থাকে, তাহলে কি তাদের গোসলের ফরয আদায় হবে না?

উত্তর : মহিলাদের মাথার চুল যদি খুলা থাকে, তাহলে চুল ভিজানো ফরয এবং চুলের গোড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছানো জরুরি। অবশ্য যদি মহিলাদের চুলে বেনি বাঁধা থাকে, তাহলে বেনী খোলা জরুরি নয়। শুধু গোড়া ভিজিয়ে দেওয়া ফরয। হ্যাঁ, যদি বেনী খোলা ব্যতীত চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছানো সম্ভব না হয়, তাহলে এমন আবস্থায় বেনী খোলে সমুদয় চুল ধৌত করা ফরয। (দারুল উলূম : ১ম খণ্ড ১২০, শামী : ১ম খণ্ড ১১৫)

গোসলের জরুরি মাসায়েল

মাসআলা : পানি ঢালার পূর্বে সমস্ত শরীর উত্তমরূপে ভিজা হাত দ্বারা মলবে। তারপর পানি ঢালবে। এতে সমস্ত শরীর ভালোভাবে পানি পৌঁছে যাবে ও শরীরের কোথাও শুকনো থাকবে না।

–(তিরমিযী শরীফ, হাদীস : ১০৭ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : গোসল করার সময় কেবলার দিকে মুখ করবে না আর পানি খুব বেশি খরচ করবে না এবং এত কমও খরচ করবে না যে, ভালো করে গোসল-ই না হয়। এমন স্থানে গোসল করবে যেন কেউ দেখতে না পায়। গোসল করার সময় কথা বলবে না এবং গোসল শেষে কোনো কাপড় দ্বারা শরীর মুছে ফেলবে আর অতি দ্রুত শরীর ঢেকে নিবে।

(ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম : ১ম খণ্ড ১৪৮ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : শরীরের পশম পরিমাণ স্থানও যদি শুকনো থেকে যায়, তবে গোসল হবে না। তেমিনভাবে কেউ গোসল করার সময় কুলি করতে ভুলে গেলে বা নাকে পানি দিতে ভুলে গেলে গোসল হবে না।

–(বেহেশতী জেওর : ১ম খণ্ড ৫৭ পৃষ্ঠা, আবু দাউদ শরীফ, হাদীস : ২৪৯ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : গোসলের পরে যদি স্মরণ হয় যে, অমুক জায়গা শুকনো রয়ে গেছে, তবে পুনরায় পুনরায় গোসল করা ওয়াজিব নয় বরং যে স্থান শুকনো রয়ে গেছে ঐ স্থানটুকু ধুয়ে নিলেই গোসল হয়ে যাবে। আর যদি কুলি করতে ভুলে গিয়ে থাকে তবে শুধু কুলি করে নিবে। যদি নাকে পানি না দিয়ে থাকে, তবে শুধু নাকে পানি দিলেই হবে।

মোটকথা, যে কাজটি বাদ পড়ে গেছে, শুধু তাই সেরে নিবে; পুনরায় সম্পূর্ণ গোসল করতে হবে না। –(বেহেশতী জেওর : ১ম খণ্ড ৫৭ পৃষ্ঠা, আহসানুল ফাতাওয়া : ২য় খণ্ড ৩৩ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : রোগের কারণে কোনো মহিলার মাথায় পানি ঢাললে যদি ক্ষতি হয়, তাহলে মাথা বাকি রেখে সমস্ত শরীর ধুয়ে নিলেও গোসল হয়ে যাবে। সুস্থ হওয়ার পর মাথা ধুয়ে নিবে। পুনরায় গোসল করার প্রয়োজন নেই।

মাসআলা : মহিলারা তাদের নথ, বালা, আংটি এবং নাকফুল-কানফুল খুব ভালো করে নেড়েচেড়ে নেবে যাতে ছিদ্রের মধ্যে পানি পৌঁছে যায়। যদি বালা ইত্যাদি নাও থাকে তথাপি সতর্কতার জন্য ইচ্ছা করে তার ছিদ্রের মধ্যে পানি প্রবেশ করিয়ে নেবে। যেন এমন না হয় যে, পানি না পৌঁছার কারণে গোসল-ই আদায় হল না। –(বেহেশতী জেওর : ১ম খণ্ড ৫৭ পৃষ্ঠা, হিন্দিয়া : ১ম খণ্ড ১৯)

মাসআলা : যদি নখের মধ্যে আটা লেগে শুকিয়ে যাওয়ার কারণে তার নীচে পানি না পৌঁছে, তাহলে গোসল হবে না। আটার কথা স্মরণ হলে এবং তা দেখা মাত্র বের করে পানি দ্বারা ওই জায়গাটুকু ভিজিয়ে দিবে। আর যদি পানি পৌঁছানোর পূর্বে কোনো নামায আদায় করে থাকে, তবে তা পুনরায় আদায় করবে। –(হিন্দিয়া : ১ম খণ্ড ১৯ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : হাত পা ফেটে যাওয়ার পর সেখানে মোম, ক্রিম বা অন্য কোনো ঔষধ দেওয়া হলে তার উপর পানি ঢেলে দেওয়া জায়েয আছে।

–(হিন্দিয়া : ১ম খণ্ড ১৯ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : কান এবং নাভিতেও খেয়াল করে পানি পৌঁছাতে হবে; পানি না পৌঁছালে গোসল হবে না। –(বেহেশতী জেওর : ১ম খণ্ড ৫৭ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : মাথার চুল অথবা হাত-পায়ে (বা অন্য কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ) যদি এমনভাবে তৈল লাগানো থাকে যে, শরীরের উপর ভালোভাবে পানি পৌঁছাতে পারে না বরং পানি পড়া মাত্রই গড়িয়ে যায়, তবে এতে কোনো অসুবিধা নেই; গোসল হয়ে যাবে। –(বেহেশতী জেওর : ১ম খণ্ড ৫৭ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : দাঁতের ফাঁকে যদি সুপারি বা অন্য কিছুর টুকরা ঢুকে যায়, তবে খেয়াল করে তা বের করে ফেলবে। যদি ওই কারণে দাঁতের গোড়ায় পানি না পৌঁছে, তবে গোসল হবে না। –(বেহেশতী জেওর : ১ম খণ্ড ৫৮ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : কারো চোখ অসুস্থ থাকায় চোখ থেকে পিচুটি বের হয়ে এমনভাবে শুকিয়ে যায় যে, তা না ছাড়িয়ে নিলে তার নিচে পানি পৌঁছবে না, তাহলে তা উঠিয়ে ফেলা ওয়াজিব। না উঠালে উযু গোসল কোনোটিই শুদ্ধ হবে না।

মাসআলা : গোসল ওয়াজিব হয়েছে এমন ব্যক্তি যদি গোসল করার পূর্বে কোনো কিছু পানাহার করতে চায়, তাহলে প্রথমে স্বীয় হাত মুখ ধুয়ে নেবে এবং কুলি করবে। তারপর পানাহার করবে।

(বেহেশতী জেওর : ১ম খণ্ড ৫৮ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : ফরয গোসলের সময় পেশাবের জায়গার অগ্রভাগের চামড়ার ভিতরে পানি পৌঁছানো ফরয। যদি পানি না পৌঁছে, তাহলে ফরয গোসল শুদ্ধ হবে না। তদ্রুপ পুরুষের খৎনা করানোর পূর্বে পেশাবের জায়গায় চামড়ার ভিতর পানি না পৌঁছালে ফরয গোসল আদায় হবে না। –(নারীর ইসলামি জীবন : ২৫৭ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : পুরুষ কিংবা মহিলার জাগ্রত বা ঘুমন্ত অবস্থায় কামোত্তজনার সঙ্গে মনী (বীর্য) বের হওয়ার ফলে গোসল ফরয হয়। –(আহকামুন নিসা : ৩৮০ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর কাপড় কিংবা শরীরে মনী তথা বীর্য বের হওয়ার চিহ্ন দেখা গেলে গোসল ফরয হয়ে যাবে। স্বপ্নে কিছু দেখে থাকুক কিংবা না দেখে থাকুক। –(মুনইয়া : ৩৩ পৃষ্ঠা, শামী : ১২০-১২১ পৃষ্ঠা, বেহেশতি জেওর : ১ম খণ্ড ৪১ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : পুরুষাঙ্গের সুপারী মহিলার যৌনাঙ্গের ভেতর প্রবেশ করলে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের ওপর গোসল ফরয হয়ে যায়। যদিও মনী বের না হয়। –(আহকামুন নিসা : ৩৮০ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : হায়েয ও নেফাস বন্ধ হওয়ার পর গোসল করা ফরয। –(আহকামুন নিসা : ৩৮০ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : নাবালেগ মেয়ের সাথে সহবাস করলে মেয়ের ওপর গোসল ফরয হয় না। কিন্তু অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য গোসল করানো উচিত। –(আহকামুন নিসা : ৩৮০ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : গোসলের পর যদি কোনো মহিলার লজ্জাস্থান থেকে পুরুষের মনী বের হয়ে আসে তবুও গোসল হয়ে যাবে। পুনরায় গোসল করা জরুরি নয়। (বেহেশতি জেওর : ১ম খণ্ড ৪১ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : গোসলের পর যদি নিজের যৌনাঙ্গ হতে মনী বের হয়, তাহলে পুনরায় গোসল করা ফরয। –(আহকামুন নিসা : ৩৮০ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : পুরুষ বা মহিলার কামোত্তেজনা ছাড়া অন্য কোনো কারণে বীর্যপাত হলে গোসল ফরয হয় না। তবে উযু নষ্ট হয়ে যাবে। –(আহকামুন নিসা : ৩৮০)

মাসআলা : যার ওপর গোসল ফরয সে যদি গোসলের পূর্বে খানা-পিনা করতে চায়, তাহলে হাত-মুখ ধৌত করে ও কুলি করে খানা-পিনা করা ভালো। না করলে কোনো গুনাহ হবে না। –(আহকামুন নিসা : ৩৮১ পৃষ্ঠা

মাসআলা : যার উপর গোসল ফরয হয়, তার জন্য কুরআন শরীফ স্পর্শ করা, পড়া এবং মসজিদে প্রবেশ করা জায়েয নয়। আল্লাহর নাম উচ্চারন করা, কালেমা ও দুরুদ শরীফ পাঠ করা জায়েয আছে।

–নারীর ইসলামী জীবন : ২৫৮

মাসআলা : তাফসীরের কিতাব গোসল ও উযু ছাড়া স্পর্শ করা মাকরুহ এবং কুরআন শরীফ স্পর্শ করা হারাম। –(নারীর ইসলামী জীবন : ২৫৮ পৃষ্ঠা)

পর্দা ও সতরের বর্ণনা

মেয়েদের পর্দা করার সময় ও পরিমাণ

মাসআলা : মেয়েরা যখন কারীবুল বুলুগ বা বালেগা হওয়ার কাছাকাছি পর্যায়ে পৌঁছে অর্থাৎ তারা নিজেরা কামভাব অনুধাবন করতে পারে এবং তাদের দিকে তাকালে পুরুষের মনে কামভাব সৃষ্টি হয়, তখন থেকেই তাদের জন্য পর্দা করা জরুরি হয়ে পড়ে। –(আহসানুল ফাতাওয়া : ৮ম খণ্ড ৩৭)

হাকীমুল উম্মাত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন, গায়ের মাহরাম অনাত্মীয় হলে তাদের থেকে সাত বছরের আগে থেকেই পর্দা করা উচিৎ এবং গায়ের মাহরাম আত্মীয় হলে সাত বৎসর থেকেই পর্দা করা উচিৎ। কারণ, অনেক ক্ষেত্রে সাবালিকা মহিলা সামনে আসা-যাওয়া করাতে এ পরিমাণ ফিৎনার আশংকা নেই, যে পরিমাণ আশংকা থাকে কারীবুল বুলুগ মেয়েদের সামনে আসা-যাওয়া করাতে। –(ইসলাহে খাওয়াতীন : ৩৭২ পৃষ্ঠা, তা'লীকাতে রশীদিয়া : ১৮৫ পৃষ্ঠা)

মেয়েদের পর্দার পরিমাণ বা ক্ষেত্র দুটি

এক. মাহরাম পুরুষ যথা– বাপ, ভাই ইত্যাদি হতে পর্দা করা।

দুই. গায়ের মাহরাম পুরুষ যথা– চাচাতো ভাই, খালাতো ভাই ইত্যাদি থেকে পর্দা করা।

মাসআলা : মেয়েদের পরস্পর পর্দা বা সতর যতটুকু তথা নাভী হতে হাটু পর্যন্ত, মাহরাম পুরুষদের ক্ষেত্রে ততটুকুসহ পেট ও পিঠ ঢেকে রাখতে হবে অর্থাৎ মাহরাম পুরুষ বাপ, ভাই, ছেলে ইত্যাদি হতে পুরো শরীর ঢাকা যেমন ফরয নয়, তেমনিভাবে পূর্ণ শরীর খোলারও অবকাশ নেই বরং পেট পিঠসহ নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা জরুরি। অবশিষ্ট অংশ মাহরাম থেকে ঢাকা জরুরি নয়। –ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া : ৬ষ্ঠ খণ্ড ৩৭৪ পৃষ্ঠা ও ৫ম খণ্ড ২১২ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : আর গায়র মাহরাম বা বেগানা পুরুষ তথা যাদের সাথে বিবাহ বৈধ তাদের সামনে সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে পর্দা করা জরুরি। শরীরের কোনো অংশ তাদের সামনে প্রদর্শন করা জায়েয নয়।

–(কিফায়াতুল মুফতী : ৫ম খণ্ড ৩৮৭ পৃষ্ঠা, ৩৮৯ পৃষ্ঠা)

উল্লেখ্য যে, প্রথম যমানায় প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মহিলাদের মুখমণ্ডল ও দু'হাতের কব্জি, পায়ে পাতা খোলা রাখা তথা পর্দা না করারও অবকাশ ছিল;

কিন্তু ফিৎনার যামানা হিসেবে উলামায়ে মুতাআখখিরীনের ফাতাওয়া অনুযায়ী পর পুরুষদের সামনে মহিলাদের সম্পূর্ণ শরীর ভালোভাবে ঢেকে রাখা জরুরি। – (ফাতাওয়ায়ে রহিমিয়া : ৪র্থ খণ্ড ১০৬ পৃষ্ঠা)

মেয়েদের মুখমণ্ডলসহ সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে পর্দা করা জরুরি

মাসআলা : আল্লামা শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. লিখেন, নারীর মুখমণ্ডল দেখলে কু-খেয়াল ও কামভাব সৃষ্টি হতে পারে। এজন্য নারীর কোনো অঙ্গের দিকেই দৃষ্টিপাত করা জায়েয নয়। –আল মাবসূত : ১০ম খণ্ড ১৬০ পৃষ্ঠা)

আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী রহ. লিখেন, বর্তমান ফিৎনার যুগে কোনো অবস্থাতেই নারীর কোনো অঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়েয নয়। তবে অপরিহার্য কোনো কারণে দৃষ্টিপাত করা ভিন্ন কথা। যেমন– চিকিৎসক, বিচারক বা সাক্ষী, যারা কোনো ব্যাপারে নারীকে দেখে সাক্ষ্য বা ফয়সালা দিতে বাধ্য হয়। –(ফাতাওয়ায়ে শামী : ৬ষ্ঠ খণ্ড ৩৭০ পৃষ্ঠা)

উক্ত কিতাবের নামায অধ্যায়ে বলা হয়েছে, নারীদের মুখমণ্ডল বেগানা পুরুষের সামনে খোলা নিষিদ্ধ। –(ফাতাওয়ায়ে শামী : ১ম খণ্ড ৪০৬ পৃষ্ঠা)

হযরত মুফতী শফী রহ. বলেন, চার মাযহাবের সকল ইমামের ঐক্যমতে মহিলাদের জন্য পর্দার কাপড়, বোরকা, বড় চাদর ইত্যাদির দ্বারা সমস্ত দেহ ও মুখমণ্ডল আবৃত করে রাখা অপরিহার্য।

–(মা'আরিফুল কুরআন : ৭ম খণ্ড ২২০ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : মহিলাদের জন্য গায়ের মাহরাম পুরুষদের সামনে বা রাস্তা-ঘাটে চলার সময় চেহারা খোলা রাখা নাজায়েয। তেমনিভাবে উভয় হাতে মোজা পরিধান করে বের হওয়া জরুরি এবং উত্তম হল পায়েও মোজা পরিধান করা; পা খোলা না রাখা। (ইমদাদুল ফাতাওয়া : ৪র্থ খণ্ড ১২৪ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : মহিলাদের নির্জনে নামায পড়ার সময় তার মুখমণ্ডল, হাতের কব্জি ও পায়ের পাতা সতর নয়। সুতরাং নামাযে তা ঢাকা জরুরি নয়।

–(কিফায়াতুল মুফতী : ৫ম খণ্ড ৪৩১ পৃষ্ঠা)

পর্দার স্তর বিন্যাস

হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী রহ. কুরআন ও সুন্নাহ এর ভিত্তিতে মুসলিম মহিলাদের জন্য পর্দাকে তিনটি স্তরে বিন্যাস করেছেন, চাই সে যুবতী হোক অথবা বৃদ্ধা।

সর্বনিম্ন স্তর : মুখমণ্ডল, হাতের কব্জি এবং পায়ের পাতা ব্যতীত নারীর সমুদয় দেহ পর্দাবৃত রাখা।

মাধ্যমিক স্তর : মুখমণ্ডল, হাত এবং পাসহ সবকিছুই বোরকা দ্বারা আবৃত রাখা।

সর্বোচ্চ স্তর : নারী তার শরীর আবৃত রাখার সাথে সাথে নিজেও পর্দার আড়ালে এমনভাবে থাকা যে, গায়ের মাহরাম পুরুষদের দৃষ্টি তার পরিধেয় বস্ত্রের উপরও পতিত না হয়।

প্রত্যেক স্তর কুরআন-হাদসি দ্বারা প্রমাণিত ও অনুমোদিত। নিম্নে তার কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হল।

প্রথম স্তর সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

"মুমিন নারীরা যেন সাধারণত যা প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আবরণ প্রদর্শন না করে।" –(সূরা নূর : ৩১)

উল্লেখিত আয়াতের তাফসীরে মুফাসসিরগণ লিখেছেন– এর মর্ত হল, মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত উভয় হাত অর্থাৎ মহিলারা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত খোলা রাখতে পারবে। শরীরের অন্য কোনো অংশ খোলা রাখতে পারবে না। ফুকাহায়ে কিরাম কিয়াস করে নারীদের উভয় পায়ের পাতাকেও এই দু'অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

–(তাফসীরে মাযহারী : ৬ষ্ঠ খণ্ড ৪৯৩ পৃষ্ঠা)

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

"হে আসমা! কোনো মেয়ে যখন সাবালিকা হয়, তখন বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া তার মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জি ব্যতীত অন্য কোনো অঙ্গ প্রকাশ করা জায়েয নেই।" –(আবূ দাউদ : ২য় খণ্ড ৫৬৭ পৃষ্ঠা

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মহিলাদের মুখমণ্ডল, উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত এবং পায়ের পাতা ব্যতীত সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে রাখা ফরয বা জরুরি, যা পর্দার সর্বনিম্ন স্তর।

দ্বিতীয় স্তর সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

"মহিলারা যেন নিজেদের উপর চাদর টেনে নেয়।" সূরা আহযাব : ৫৯

উল্লেখিত আয়াতে বিশেষ ধরনের লম্বা চওড়া চাদরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই চাদরের আকার আকৃতি সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, এই চাদর উড়নার উপর পরিধান করা হয়।

–(তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৩য় খণ্ড ৫২৬ পৃষ্ঠা)

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীন রহ. বলেন, আমি হযরত উবায়দা সালমানী রহ.-কে এই আয়াতের উদ্দেশ্য এবং বড় চাদরের আকার আকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি মস্তকের উপর দিক থেকে চাদর মুখমণ্ডলের উপর লটকিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন এবং আয়াতের তাফসীর বাস্তবে দেখিয়ে দিলেন।

উক্ত আয়াত পরিষ্কারভাবে মুখমণ্ডল আবৃত করার আদেশ ব্যক্ত করেছে। তবে রাস্তা দেখার জন্যে এক্ষেত্রে এক চোখ খোলা রাখার অবকাশ আছে। অবশ্য কালো জরজেটের নেকাব হলে কোনো চোখ খোলার প্রয়োজন নেই।

–(মা'আরিফুল কুরআন : ৭ম খণ্ড ২৩৩ পৃষ্ঠা)

হাদীস শরীফে আছে– জনৈক মহিলা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে কারো যদি বড় চাদর না থাকে, তখন ঈদের নামাযের জন্য কীভাবে ঈদগাহে যাবে?[১] রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, উক্ত মহিলার সাথী যেন স্বীয় চাদর দ্বারা তাকে আবৃত করে নেয়। –বুখারী শরীফ : ১ম খণ্ড৪০, ১৩৪ পৃষ্ঠা

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসের দ্বারা পর্দার দ্বিতীয় স্তর প্রমাণিত হল। অর্থাৎ প্রয়োজনের তাগিদে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বড় চাদর বা বোরকা ইত্যাদি দ্বারা সমস্ত শরীর ঢেকে বের হওয়া। এ ব্যাপারে আরো কতিপয় শর্ত সামনে উল্লেখ করা হচ্ছে।

পর্দার তৃতীয় স্তর সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

"তোমরা (মুসলিম মহিলাগণ) নিজ গৃহে অবস্থান করবে, বর্বর যুগের মহিলাদের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বের হবে না।" –(সূরা আহযাব : ৩৩)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

"যখন তোমরা মহিলাদের নিকট কোনো খাদ্য সামগ্রী ইত্যাদি চাইবে, তখন পর্দার আড়াল থেকে চাও।" –(সূরা আহযাব : ৫৩)

হাদীস শরীফে আছে–

"মহিলারা গোপন বস্তু, পর্দায় থাকার যোগ্য। তারা যখন ঘর থেকে বের হয়, তখন শয়তান তার দিকে দৃষ্টি উঁচু করে তাকাতে থাকে। অর্থাৎ তার পিছনে লেগে যায় এবং বেগানা পুরুষদের সামনে তাকে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন

---

[১] তখন মহিলাদের ঈদের জামা'আতে যাওয়ার অনুমতি ছিল। বর্তমানে ফিৎনার কারণে ওয়াক্তিয়া জুমু'আ ও ঈদের জামা'আতে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। –কিফায়াতুল মুফতি : ৫/৩৮৮

করে।" –(তিরমিযী শরীফ : ১ম খণ্ড ২২২ পৃষ্ঠা)

উল্লেখিত আয়াতদ্বয় ও হাদীসের দ্বারা পর্দার তৃতীয় স্তর প্রমাণিত হল। অর্থাৎ মহিলারা ঘরে অবস্থান করবে, কথার প্রযোজন হরে আড়াল থেকে কর্কশ ভাষায় বলবে, যাতে না মাহরাম পুরুষের দৃষ্টি মহিলাদের কাপড়ে পড়তে না পারে এবং তাদের দিলের মধ্যে কু-লোভ সৃষ্টি না হতে পারে।

কুরআন সুন্নাহর আলোকে পর্দার ক্ষেত্রে মূল এবং শরীআতের মুখ্য উদ্দেশ্য পর্দার তৃতীয় স্তরই। পর্দার তৃতীয় স্তরকে (মুখমণ্ডল ও হাত-পা ঢেকে বের হওয়া) ফুকহায়ে কিরাম জরুরী প্রয়োজনের সময় জায়েয বলেছেন। কিন্তু বিভিন্ন হাদীসে এ ব্যাপারে আরো কয়েকটি নির্দেশও বর্ণিত হয়েছে। যথা- সমস্ত শরীর আবৃত করে বের হওয়ার সময় উন্নতমানের আর্কণীয় লেবাস পরিধান করবেনা; খুশবু ব্যবহার না করা, আওয়াজ সম্পন্ন অলংকারাদী ব্যবহার না করা, রাস্তার কিনারা ঘেঁষে চলা ইত্যাদি। তবে বিশেষ প্রয়োজন ও ঠেকার ক্ষেত্রে ফিৎনার আশংকা না থাকলে অর্থাৎঅতিশয় বৃদ্ধাদের ব্যাপারে পর্দার নিম্ন স্তরেরও অবকাশ রয়েছে। (মা'আরিফুল কুরআন, ৭খণ্ড ২১৩ পৃষ্ঠা, ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৪র্থ খণ্ড ১৮১ পৃষ্ঠা)

অবশ্য ফিৎনার আশংকা কোথায় আছে আর কোথায় নেই, তা নির্ধারণের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর ছেড়ে দেননি। বরং তিনি নিজেই তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে–

"বৃদ্ধ নারী যারা বিবাহের আশা রাখে না, যদি তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করতঃ তাদের আলাদা পর্দার বস্ত্র খুলে রাখে, তাতে তাদের কোন দোষ নেই। তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা নূর : ৬০)

অর্থাৎ যে সব নারীর ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে এবং তারা আর বিবাহের উপযুক্ত নয়, বা বিবাহের আশা রাখে না। তারাই এই আয়াতের আলোচ্য নারী সমাজ। সেক্ষেত্রে তারা যদি তাদের পরিধেয় বস্ত্রের উপরের বড় চাদর বা বোরখা খুলে রাখে, তাহলে তাদের কোন ক্ষতি নেই।

উক্ত আয়াতের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, ফিৎনার আশংকা শুধু ঐসব বৃদ্ধা মহিলাদের মধ্যে নেই, যারা রূপ-লাবণ্য হারা হয়ে বিবাহের উপযুক্ত নয়। তারা ব্যতীত যুবতী কিংবা মাঝবয়সী নারীদের মধ্যে ফিৎনার পূর্ণ আশংকা রয়েছে। আর এই ফিৎনার কারণেই তাদের জন্য মাধ্যমিক ও সর্বোচ্চ স্তরের পর্দা জরুরী হওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে। শরীআতের দৃষ্টিতে যুবতী এবং

মাঝবয়সী মহিলাদের ব্যাপারে ফিৎনার আশংকা সুস্পষ্ট। সুতরাং, এ কথা বলার কোন অবকাশ নেই যে তাদের মধ্যে ফিৎনার আশংকা নেই।

কারণ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

"আল্লাহ ও তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসা) কোন কাজের আদেশ করলে বা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণের অবকাশ নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ অমান্য করবে"। (সূরা আযহাব, ৩৬) মোদ্দাকথা, সর্বনিম্ন স্তরের পর্দা ফরয বা জরুরী হওয়ার জন্য ফিৎনার আশংকা কোন শর্ত নেই, বরং সর্বাবস্থায়ই যুবতী ও মাঝবয়সী মহিলাদের জন্য তা ফরয।

আর মাধ্যমিক ও সর্বোচ্চ স্তরের পর্দা ফরয হওার জন্য ফিৎনার আশংকা হওয়ার শর্ত রয়েছে। আর ফিৎনার আশংকা শুধু অতিশয় বৃদ্ধা মহিলাদের মধ্যে নেই। বরং যুবতী ও মাঝবয়সী নারীদের মধ্যে ফিৎনার আশংকা রয়েছে। সুতরাং, যুবতী এবং মাঝবয়সী নারীদের সম্পূর্ণ শরীর ঢেকেই পর্দা ফরয। –(ইসলাহে খাওয়াতীন-৩৪১-৩৪ পৃষ্ঠা)

পর্দার শর্তাবলী

পর্দার উদ্দেশ্য হল সম্পূর্ণ শরীরকে পরপুরুষ থেকে আড়ালে বা ঢেকে রাখা, যাতে পর পুরুষের মনে নারীদের সৌন্দর্য দেখে কু-কামনা-বাসনা সৃষ্টি না হয়। এ উদ্দেশ্যে সফলতা লাভের জন্য নিম্নে পর্দার কয়েকটি শর্ত প্রদত্ত হলঃ

প্রথম শর্ত ঃ মহিলাদের এ ধরণের কাপর পরা উচিৎ, যা সম্পূর্ণ শরীরকে আবৃত করে নেয়, যাতে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোন অংশই দৃষ্টিগোচর হয় না। হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে যে, রাসুলূল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আসমা (রাযিঃ) কে পাতলা কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখে বলেছিলেন, হে আসমা! মহিলারা বালিগ হওয়ার পর শরীরর কোন অংশ দৃষ্টিগোচর না হওয়াই সমীচীন। –(আবু দাউদ, ২য় খণ্ড ৫৬৭ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয় শর্ত ঃ পর্দার কাপড় বা বোরকা ইত্যাদি ডিজাইন ও ফ্যাশন সম্পন্ন না হওয়া। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

"মহিলারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে"।(সূরা নুর-৩১) অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে– "মহিলারা যে নিজ গৃহে অবস্থান কর। বর্বর যুগের ন্যায় নিজেদেরকে প্রদর্শন করে চলাফেরা না করে"। (সূরা আযহাব-৩৩)

তৃতীয় শর্ত ঃ তাদের পরিহিত কাপড় মোটা হওয়া চাই। পাতলা না হওয়া চাই যে, শরীরের গঠন আকৃতি দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন- আমার উম্মতের শেষ পর্বে কিছু মহিলার আবির্ভাব হবে যারা পোষাক পরেও উলঙ্গ থাকবে। তাদের মস্তক উটের পীঠের কুজের মত হবে। তারা জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। –(মুসলিম শরীফ-২য় খণ্ড ২০৫ পৃষ্ঠা)

চতুর্থ শর্ত ঃ কাপড় বা বোরকা ঢিলেঢালা হওয়া উচিৎ। শরীরের সাথে আঁটসাঁট হয়ে লেগে থাকার দরুণ শরীরের কাঠামো প্রদর্শিত হয়। এমন কাপড় পরা নিষেধ। –(আহসানুল ফাতাওয়া-৮ম খণ্ড ২৮ পৃষ্ঠা)

পঞ্চম শর্ত ঃ কোন আতর, সেন্ট, লিপস্টিক মেখে অলংকার ও জাকজমকপূর্ণ পোষাক ব্যবহার করে বের হওয়া নিষেধ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করন, মহিলারা যখন সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করে কোন সমাবেশের নিকট দিয়ে যাতায়াত করে, তখন সে ব্যভিচারীনী মহিলা বলে বিবেচিত হবে। –(তিরমিযী-২য় খণ্ড ১০৭ পৃষ্ঠা)

ষষ্ঠ শর্ত ঃ মহিলারা পুরুষ সাদৃশ্য পোষাক পরিধান করবে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, ঐসব পুরুষ আমার দলভূক্ত নয়, যারা মহিলা সাদৃশ্য পোষাক পরে এবং ঐসব মহিলা আমার দলভূক্ত নয়, যারা পুরুষ সাদৃশ্য পোষাক ব্যবহার করে।–(বুখারী শরীফ-২য় খণ্ড ৮৭৪ পৃষ্ঠা)

সপ্তম শর্ত ঃ মু'মিন মহিলাদের কাফের মহিলাদের আকার আকৃতি বা তাদের গঠন প্রকৃতির অনুগামী না হওয়া। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যারা যে সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করে তারা তাদের দলভূক্ত। –(আবু দাউদ-২য় খণ্ড ৫৫৯ খণ্ড)

অষ্টম শর্ত ঃ রিয়া বা লোক দেখানোর জন্য কোন কোন পোষাক ব্যবহার করবে না। হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে- যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধি লাভের আশায় কোন পোষাক পরিধান করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে বেইযয্তীর পোষাক পরিধান করাবেন এবং তার দ্বারা আগুন প্রজ্জ্বলিত করবেন। (আবু দাউদ-২য় খণ্ড ৫৫৮ পৃষ্ঠা, ইবনে মাজাহ-২৫৭ পৃষ্ঠা)

পুরুষরা যে ধরনের মহিলার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবে

পুরুষগণ নিম্নে বর্ণিত ১৪ শ্রেণীর মহিলাদের সাথে দেখা করতে পারবে এবং তাদেরকে বিবাহ করা হারাম।

১. আপন মা।

২. আপন দাদী, নানী ও তাদের উর্ধ্বতন মহিলাগণ।

৩. সহোদর বোন, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোন।

৪. আপন মেয়ে, ছেলের মেয়ে, মেয়ের মেয়ে, এবং তাদের গর্ভজাত যেকোন কন্যা সন্তান ও আপন ছেলে সন্তানদের স্ত্রী।

৫. যে স্ত্রীর সঙ্গে দৈহিক মিলন সংঘটিত হয়েছে তার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী স্বামীর কন্যা সন্তান এবং স্ত্রীর মা অর্থাৎ শাশুড়ী, নানী শাশুড়ী, দাদী শাশুড়ী।

৬. ফুফু অর্থাৎ পিতার সহোদর, বৈমাত্রেয়, বৈপিত্রেয় বোন।

৭. খালা অর্থাৎ মায়ের সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোন।

৮. ভাতিজী অর্থাৎ সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাইয়ের মেয়ে ও তাদের অধঃস্তন কন্যা সন্তান।

৯. ভাগনী অর্থাৎ সহোদর, বৈমাত্রেয় বৈপিত্রেয় বোনের মেয়ে ও তাদের অধঃস্তন কন্যা সন্তান।

১০. দুধ সম্পর্কীয় মেয়ে, মেয়ের মেয়ে, ছেলের মেয়ে ও তাদের অধঃস্তন কোন কন্যা সন্তান এবং দুধ সম্পর্কীত ছেলের স্ত্রী।

১১. দুধ সম্পর্কীয় মা, খালা, ফুফু, নানী দাদী ও তাদের উর্ধ্বতন মহিলাগণ।

১২. দুধ সম্পর্কীয় মা, খালা, ফুফু, নানী দাদী ও তাদের উর্ধ্বতন মহিলাগণ।

১৩. যৌন শক্তিহীন এমন বৃদ্ধা, যার প্রতি পুরুষের কোন প্রকার আকর্ষণ নেই।

১৪. অপ্রাপ্ত বয়স্ক এমন বালিকা, যার প্রতি পুরুষদের এখনো যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি হয়নি। উল্লেখ্য ১৩ ও ১৪ নং বর্ণিত মেয়ের সাথে বিবাহ যায়েয আছে।

উপরোক্ত মহিলাগণ ব্যতীত পুরুষের জন্য অন্য কোন মহিলার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ মোটেও জায়েয নয়, বরং সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম। সুতরাং, মহিলাদের জন্য চাচাতো ভাই, খালাতো ভাই, ফুফাতো ভাই, মামতো ভাই, দেবর, ভাশুর, খালু, ফুফা, চাচাতো শ্বশুর, উকিল বাপ, ধর্মবাপ, ধর্মভাই, দুলভাই, বেয়াই, ননদের জামাই ইত্যাদির সাথে দেখা সাক্ষাৎ করা হারাম এবং তাদের সাথে বিবাহ শাদী জায়েয।

–(সূরা-নিসা, ২৩, তাফসীরে মাযহারী-২য় খণ্ড ২৫৪ পৃষ্ঠা, মা'আরিফুল কুরআন, ২য় খণ্ড ৩৫৬-৩৬১ পৃষ্ঠা)

মহিলারা যে ধরনের পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবে

মহিলাগণ নিম্নে বর্ণিত ১৪ শ্রেণীর পুরুষদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবে এবং তাদের সাথে বিবাহ হারাম।

১. পিতা, দাদা, নানা ও তাদের উর্ধ্বতন পুরুষগণ।

২. সহোদর ভাই, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাই।

৩. শ্বশুর, আপন দাদা শ্বশুর ও নানা শ্বশুর এবং তাদের উর্ধ্বতন পুরুষগণ।

৪. আপন ছেলে, ছেলের ছেলে, মেয়ের ছেলে এবং তাদের ঔরসজাত পুত্র সন্তান।

৫. স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র।

৬. ভাতিজা অর্থাৎ সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাইয়ের ছেলে ও তাদের অধঃস্তন কোন ছেলে।

৭. ভাগনা অর্থাৎ সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোনের ছেলে ও তাদের অধঃস্তন কোন ছেলে।

৮. আপন চাচা অর্থাৎ বাপের সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাই।

৯. আপন মামা অর্থাৎ, মায়ের সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাই।

১০. দুধ সম্পর্কীয় ছেলে, উক্ত ছেলের ছেলে, দুধ সম্পর্কীয় মেয়ের ছেলে ও তাদের ঔরসজাত যেকোন পুত্র সন্তান এবং দুধ সম্পর্কীয় মেয়েদের স্বামী।

১১. দুধ সম্পর্কীয় বাপ, চাচা , মামা, দাদা, নানা ও তাদের উর্ধ্বতন পুরুষগণ।

১২. দুধ সম্পর্কীয় ভাই, দুধ ভইয়ের ছেলে, দুধ বোনের ছেলে এবং ঔরসজাত যেকোন পুত্র সন্তান।

১৩. যৌন শক্তিহীন এবং বৃদ্ধ, যার মহিলাদের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই এবং তার প্রতি মহিলাদেরও কোন আকর্ষণ নেই।

১৪. অপ্রাপ্ত বয়স্ক এমন বালক যার এখনও যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি হয়নি।

উল্লেখ্য ১৩ ও ১৪ নং বর্ণিত পুরুষদের সাথে বিবাহ জায়েয। মহিলার জন্য উপরোক্ত পুরুষগণ ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ কারা যায়েয নেই, বরং তা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম।

সুতরাং, পুরুষদের জন্য চাচাতো বোন, খালাতো বোন, মামাতো বোন, ফুফাতো বোন, ভাবী, মামী, চাচী, ধর্মবোন, শ্যালিকা ইত্যাদির সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হারাম এবং তাদের সাথে বিবাহ শাদী জায়েয।

উল্লেখ্য স্ত্রীর বর্তমানে বা তার ইদ্দতের সময় তার বোনকে বিবাহ করা হারাম। –(বাদায়ে ২য় খণ্ড ২৫৭ পৃষ্ঠা, হিন্দিয়া ১ম খণ্ড ২৭৩ পৃষ্ঠা, জালালাইন শরীফ ১ম খণ্ড ৭৩ পৃষ্ঠা, সূরা নূর-৩১ পৃষ্ঠা)

শ্বশুরালয়ের পুরুষদের থেকে পর্দা করা অতীব জরুরি

মাসআলা ঃ হাদিস শরীফে নবী করীম (সা.) নারীর শ্বশুরালয়ের পুরুষদেরকে মৃতের সাথে তুলনা করেছেন। এর উদ্দেশ্য এই যে, নারী তার জেট, দেবর ও শ্বশুরালয়ের অন্যান্য পুরুষ থেকে এমনভাবে বেঁচে থাকবে, যেমন মৃত্যু থেকে বেঁচে থাকাকে জরুরি মনে করা হয়, কারণ এসব লোককে আপন মনে করে অন্দর মহলে ডেকে আনা হয়। তারাও বিনা দ্বিধায় যে কোন সময় অন্দরে চলে যায়। ফলে অধিক মেলামেশা হয়। এমনকি ইয়ার্কি-আড্ডা, ঢং-তামাশাও হয়। স্বামী মনে করে যে এরা তো আপনজন। এদের কাছে যেতে বাধা কি? কিন্তু যখন উভয় তরফে একাত্বতা হয়, বেশী পরিমাণে আনাগোনা হয় এবং স্বামী অনুপস্থিত থাকে, তখন অশুভ ঘটনা সংঘটিত হয়ে যায়। একজন প্রতিবেশী কোন নারীকে এতদ্রুত ও সহজে অপহরণ করতে পারে না। যতটুকু দ্রুত ও সহজে দেবর তার ভাবীকে অপহরণ করার অথবা নির্লজ্জ কাজে সম্মত করার ক্ষমতা রাখে।

এহেন পরিস্থিতির পরিপেক্ষিতে রাসূল আকরাম (সা.) শ্বশুরালয়ের পুরুষদের থেকে বেঁচে থাকার এবং পর্দা করার জন্য কঠোর তাগীদ করেছেন। তিনি

তাদেরকে মৃত্যু বলে অভিহিত করে বলেছেন যে, তাদের কাছ থেকে মৃত্যুর মত বেঁচে থাক।

কোন কোন নারী দেবরকে শৈশবে লালন পালন করে । এরপর বড় হয়ে গেলে তার থেকে পর্দা করাকে খারাপ মনে করে। এটা ভুল। শরীয়তের আদেশকে খারাপ মনে করার অধিকার মুসলমানের নেই। এহেন শরীয়ত বিরোধী মনোভাবের কারণে প্রায়ই দেবর-ভাবীর মধ্যে অঘটন ঘটে যাওয়ার কথা শোনা যায়।

পর্দা শরীয়তের হক স্বামীর নয়। অনেক নারী মনে করে যে, স্বামী যার কাছে থেকে পর্দা করাবে, তার কাছ থেকেই পর্দা করতে হবে এবং স্বামী যার সামনে যেতে বলে, তার সামনে যেতে বাধা নেই। এটাও জাজ্বল্যমান ভ্রান্তি। স্বামী হোক কিংবা অন্য কেউ, তার কথায় গোনাহ করা জায়েয হবে না। –(বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তুহফায়ে খাওয়াতিন ৪৪২,৪৪৩ পৃষ্ঠা)

পুরুষের সতর

পুরুষের সতর নাভির নীচ থেকে হাটুর শেষ সীমা পর্যন্ত। অতএব, হাটু সতর, কিন্তু নাভি সতর নয়। –(হিন্দিয়া : ১ম খণ্ড ৫৮ পৃষ্ঠা)

নারীর সতর

নারীর সতর সমস্ত শরীর। কিন্তু চেহারা, হাতের পাতা, পায়ের পাতা সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। –(হিন্দিয়া : ১ম খণ্ড ৫৮ পৃষ্ঠা)

সতরের মাসায়েল

মাসাআলা : পুরুষ তার মাহরাম মহিলার শুধু মাথা, চেহারা, গর্দান, দুই বাহু ও পায়ের নলা দেখতে পারে। –(হিন্দিয়া : ১ম খণ্ড ৫৮ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : পাতলা যে কাপড়ে শরীর দেখা যায়, সে কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করলে নামায হবে না। যেমন– ফিনফিনে পাতলা এবং জালিদার কাপড়ের ওড়না পরিধান করে নামায জায়েয হবে না।

–(বেহেশতী জেওর : ২য় খণ্ড ১০৪ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : নাবালেগ মেয়ে নামায পড়ার সময় তার মাথার ঘোমটা মাথা থেকে পড়ে গেলে নামায ভঙ্গ হবে না। কিন্তু যদি মেয়ে বালেগ হয় তবে নামায ভেঙ্গে যাবে। –(বেহেশীত জেওর : ২য় খণ্ড ১০৪ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : নামায আদায়ের সময় যদি অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য উযরবশত সতর ঢাকা সম্ভব না হয়, তাহলে উক্ত অবস্থাতেই নামায আদায় করবে। যেমন– জেলের মধ্যে পুলিশ সতর ঢাকার পরিমাণ কাপড় না দেয় অথবা কোনো জালিম লোক কাপড় পরিধান করলে হত্যার হুমকি দেয়, তাহলে উক্ত অবস্থায় নামায ত্যাগ করা যাবে না। নামায আদায় করতেই হবে। কিন্তু এ কারণ দূর হয়ে গেলে ঐ নামায পুনরায় পড়তে হবে। আর সতর ঢাকতে না পারার কারণের উৎপত্তি কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে না হলে যেমন– তার নিকট বস্ত্র বলতে কিছুই নেই, তথাপি উলঙ্গ অবস্থায় নামায আদায় করতে হবে। পরে বস্ত্র পেলে ঐ নামায পুনরায় পড়তে হবে না।

–(বেহেশতী জেওর : ২য় খণ্ড ১০৬ পৃষ্ঠা)

মাসআলা : যদি নামায আরম্ভ করার সময় সতরের অঙ্গগুলোর কোনো একটি অঙ্গের এক চতুর্থাংশ খোলা থাকে, তাহলে নামাযের শুরুই জায়েয হবে না। উক্ত স্থান ঢেকে পুনরায় নামায শুরু করতে হবে। আরম্ভ করার সময় ঢাকা ছিল কিন্তু পরে নামাযের মাঝে খুলে গিয়ে এ পরিমাণ সময় খোলা থাকে যে, তাতে তিন বার সুবহানাল্লাহ্ পড়া যায়, তবে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে, আবার নামায পড়তে হবে। কিন্তু যদি খোলা মাত্রই ঢেকে নেওয়া হয়, তবে নামায হয়ে যাবে। এটা হল নিয়ম। এ নিয়ম মাফিক মহিলাদের পায়ের নলার চার ভাগের এক ভাগ, হাতের বাজুর চার ভাগের এক ভাগ, এক কানের এক চতুর্থাংশ, চুলের চার ভাগের এক ভাগ, পেট, পিঠ, ঘাড়, বুক অথবা স্তনের এক চতুর্থাংশ খোলা থাকলে নামায হবে না এবং গোপন অঙ্গগুলোর যে কোনো একটি যেমন, রানের বার ভাগের এক ভাগ খোলা থাকলে নারী-পুরুষ কারোই নামায আদায় হবে না। –(বেহেশতী জেওর : ২য় খণ্ড ১০৪ পৃষ্ঠা)

নামায অবস্থায় সতর খুলে যাওয়া

প্রশ্ন : নামাযরত অবস্থায় মেয়ে লোকের সতরের অংশ কতটুকু এবং কতক্ষণ খোলা থাকলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে?

উত্তর : নামাযের মধ্যে মহিলাদের মুখমণ্ডল, দু'হাত কব্জি পর্যন্ত ও দু'পায়ের পাতা ও অঙ্গগুলো খোলা থাকলে কোনো অসুবিধা হবে না। এসব ব্যতীত সমস্ত শরীর সতরের মধ্যে গণ্য। সুতরাং তা ঢেকে রাখা ফরয। আর ফরয তরক হলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। তবে ফরয তরকের ব্যাপারে বিস্তারিত ইলম থাকা দরকার। সতরের অন্তর্ভুক্ত অঙ্গের এক চতুর্থাংশের কম যদি

ইচ্ছাপূর্বক বা ভুলে খুলে যায় এবং তিন তাসবীহ বা তার চেয়ে বেশি সময় খুলা অবস্থায় থাকে, তাতেও নামায নষ্ট হবে না। কিন্তু যদি ইচ্ছাপূর্বক এক চতুর্থাংশ সতর সামান্য সময়ের জন্য খুলে রাখে, তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে এবং নামায পুনরায় পড়তে হবে। আর অনিচ্ছাকৃত ভুলে সতরের যে কোনো অঙ্গের এক চতুর্থাংশ বা তার চেয়ে বেশি খুলে গেলে, তৎক্ষণাৎ ঢেকে নিলে যদি সতর খোলা অবস্থায় নামাযের রুকন সমূহ হতে কোনো একটি রুকন আদায় করে অথবা সতর খোলা অবস্থায় এতটুকু সময় নামাযেরত থাকে, যে সময়ে নামাযের কোনো একটি সংক্ষিপ্ত রুকন আদায় করা যায়, তাহলে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে এবং সে নামায পুনরায় পড়া জরুরি। –(ফাতওয়ায়ে রাহমানিয়া : ১ম খণ্ড ২০৮ পৃষ্ঠা)

সতরের জন্য কাপড় কতটুকু মোটা হওয়া জরুরি

প্রশ্ন : নামাযের জন্য সতর ঢাকা শর্ত। প্রশ্ন হচ্ছে, কাপড় কতটুকু মোটা হওয়া জরুরি। ফিনফিনে পাতলা কাপড় পরিধান করার কারণে যদি শরীর দেখা যায়, তবে চামড়ার রং যদি আঁচ না করা যায়, তাহলে এ জাতীয় কাপড় পড়ে নামায আদায় করলে নামায আদায় হবে কি?

উত্তর : চামড়ার রং দৃষ্টিগোচর না হলে সতরের শর্ত পূরণ হয়ে যাবে। অতএব এ জাতীয় কাপড় পরে নামায আদায় করে থাকলে নামায আদায় হয়ে যায়। –(ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম : ২য় খণ্ড ১৪৪ পৃষ্ঠা, বিষয় ভিত্তিক মাসআলা : ১৪৫ পৃষ্ঠা)

[illegible]

বিবাহের আদাব সমূহ

☆ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, "যে সব মেয়েদের মধ্য হতে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও, দুই, তিন, কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যটি এরূপ আশংকা করে যে, তাদের মধ্যে ন্যায় সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটি কর"। (সূরায়ে নিছা)।

☆ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'বিবাহ আমার সুন্নাত (তরীকা)। যে আমার সুন্নাতের উপর (অলসতা বা অন্য তরীকাকে প্রাধান্য দিয়ে) আমল করল না, সে আমার উম্মত থেকে নয়' –(বুখারী শরীফ-২য় খণ্ড ৭৫৭ পৃষ্ঠা)

☆ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে বিবাহ করে, সে তার অর্ধেক ঈমানকে পুরা করল। অপর অর্ধেকের জন্য আল্লাহকে ভয় করাই যথেষ্ট। –(মিশকাত শরীফ-২য় খণ্ড ২৬৮ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হে যুব-সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ রাখে, সে যেন বিবাহ করে। কেননা, ইহা চক্ষুকে নিচু রাখে এবং লজ্জাস্থানকে রক্ষা করে। আর যে সামর্থ রাখে না, সে যেন রোযা রাখে। রোযা হল তার জন্য খোজা হওয়া, অর্থাৎ রোযার উপবাস সহবাসের প্রবৃত্তিকে দমন করে। –(মিশকাত শরীফ-২য় খণ্ড ২৬৭ পৃষ্ঠা, ইলাউস্ সুনান-১১তম খণ্ড ২ পৃষ্ঠা)

বিবাহের শরয়ী বিধান

মাসআলা ঃ যার স্ত্রীর মহর, খরপোষ আদায় এবং সহবাসসহ স্ত্রীর সর্বপ্রকার হক আদায়ের সামর্থ আছে এবং বিবাহ না করলে তার গুলাহে লিপ্ত হওয়ার আশংকা প্রবল, এমতাবস্থায় তার জন্য বিবাহকরা ফরয। (শামী-৩য় খণ্ড ৬ পৃষ্ঠা)

মাসআলা ঃ যার স্ত্রীর মহর, খোরপোষ, সহবাস ইত্যাদির সামর্থ আছে, কিন্তু বিয়ে না করলে জৈবিক চাহিদার ব্যাঘাত এবং গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশংকা না থাকে, তার জন্য বিবাহ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। *(শামী-৩/৭ পৃঃ)*

মাসআলা ঃ আর যার বিবাহ করলে স্ত্রীর উপর জুলুম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তার জন্য বিবাহ করা মাকরূহে তাহরীমী। (শামী-৩য় খণ্ড ৭ পৃষ্ঠা)

মাসআলা ঃ বিবাহ প্রকাশ্য ও বড় মজমায় (বেশী মানুষের সমাগমে) হওয়া মুস্তাহাব। আর কমপক্ষে দুই জন পুরুষ বা একজন মুসলিম পুরুষ ও দুই জন মহিলার সামনে (সাক্ষ্য রেখে) বিবাহ করা ফরয। এ ছাড়া বিবাহ হবে না। –(হিদায়া-২য় খণ্ড ৩০৬ পৃষ্ঠা)

মাসআলা ঃ শুক্রবার এবং মসজিদে বিয়ে হওয়া মুস্তাহাব।–(শামী-৩য় খণ্ড ৮ পৃষ্ঠা,)

মাসআলা ঃ বিবাহের পূর্বে খুৎবা পাঠ করা এবং দ্বীনদার সমঝদার লোকদের মাধ্যমে বিয়ে সম্পাদন করা মুস্তাহাব। –(ফাতাওয়ায়ে শামী-৩য় খণ্ড ৮ পৃষ্ঠা)

মাসআলা ঃ বিবাহের পর খেজুর ছিটানো বা মিষ্টি ইত্যাদি বিতরণ করা মুস্ত াহাব। মসজিদের পবিত্রতা ও হুরমতের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। (শামী-৩য় খণ্ড ৮ পৃষ্ঠা)

মাসআলা ঃ বিবাহের প্রস্তাবের পূর্বে পাত্রকে পাত্রীর বংশ, দ্বীনদারী, সুন্দরী ও পেশা ইত্যাদিতে সাদৃশ্য বা পাত্রী তার মর্যাদা মত হওয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। আর সঠিক দ্বীনি ইলম ও দ্বীনদারী যে কোন পাত্রীর কুফু (সমান দৃম্য) হতে পারে। তাছাড়া পাত্রকে স্ত্রীর মহর ও খোরপোষ আদায় করার মত সম্পদের অধিকারী হতে হবে। (ফাতাওয়ায়ে শামী-৩/৯ পৃঃ)

মাসআলা ঃ বিবাহের জন্য পাত্র নিজে সরাসরি প্রস্তাব দেওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণ আছে বা অন্য কারো মাধ্যমেও দিতে পারে, পাত্রীর পক্ষ থেকেও ছেলেকে প্রস্তাব দিতে পারে। (কিতাবুল ফিক্বাহ আলা মাযাহিবিল আরবাআ-৪র্থ খণ্ড ৪২ পৃষ্ঠা)

মাসআলা ঃ প্রস্তাবিত পাত্রী সম্পর্কে যদি জানা না থাকে তবে পাত্রের প্রতিনিধি কোন মহিলা বা পাত্র নিজে দেখা বা খবরা-খবর নেওয়া মুস্তাহাব, কিন্তু ঐ অনুষ্ঠানে পাত্রে সাথে অন্য পুরুষ বা যে মহিলাকে পাত্র দেখা দেওয়া হারাম। (ভাবী ইত্যাদি) তাদেরকে পর্দা বিহীন সাথে নিয়ে যাওয়া বা পাত্রের পক্ষ থেকে পাত্রের ভাই, ভগ্নিপতি, পিতা, দাদা প্রমূখের দেখা হারাম ও নাজায়েয।

মাসআলা ঃ পাত্র-পাত্রী দেখার সময় দীর্ঘক্ষণ ধরে গল্প করা বা একসাথে বসে খাওয়া-দাওয়া করা বা একে অপরকে স্পর্শ করা জায়েয নেই।

মাসআলা ঃ পাত্রী দেখার পর হাদিয়া হিসেবে কিছু দেওয়া জায়েয আছে, তবে রসম বা লজ্জায় পড়ে এমন বস্তু দেওয়া জায়েয নেই। হাদিয়া হিসেবে

দিলে সেটার মালিক যাকে দেওয়া হয়েছে সেই হয়ে যাবে, পরবর্তীতে বিবাহ না হলেও তা আর ফেরত নেওয়া যাবে না। হ্যাঁ, দেশের রসম হিসেবে দিয়ে থাকলে এবং দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার রেওয়াজ থাকলে, তবে ফিরিয়ে নিতে পারবে। –(রাসূল (সা.) এর সুন্নাত ৫৮-৫৯ পৃষ্ঠা)

বিবাহের নিয়ত

১। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ।

২। গুনাহ থেকে বাঁচার নিয়ত।

৩। নিজ চক্ষু ও লজ্জাস্থান হিফাযত করা।

৪। দ্বীনদার সন্তান অর্জন করা। –(শামী-৩য় খণ্ড ৮ পৃষ্ঠা)

পাত্রীর গুণাগুণ ও মাসায়েল

১। দ্বীনদার পাত্রী দেখে প্রস্তাব দেওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, চারটি গুণের প্রতি লক্ষ্য রেখে মহিলাদেরকে বিবাহ করা হয়। সম্পদ, বংশ, সৌন্দর্য ও দ্বীনদারী। অতএব, দ্বীনদার মহিলার সাথে সফল কাম হও। –(মিশকাত শরীফ-২/২৬৭ পৃষ্ঠা)

২। নবী করীম (সা.) আরও ইরশাদ করেন, তোমরা মহিলাদেরকে (শুধুমাত্র) তাদের সৌন্দর্য দেখে বিয়ে করিও না। কেননা, তাদের ওসৌন্দর্য তাদেরকে বিনষ্ট করার সম্ভাবনা রয়েছে। এবং মহিলাদেরকে তাদের স্বামীর অবাধ্য বানাতে পারে। কিন্তু তোমরা শাদী কর দ্বীনদারী দেখে। –(কিতাবুল ফিক্বাহ আলা মাযাহেবে আরবাআ-৪র্থ খণ্ড ৮ পৃষ্ঠা)

৩। নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে তার সম্মানের দিকে লক্ষ্য করে বিয়ে করল, আল্লাহ তা'য়ালা তার উপর অসম্মানী বৃদ্ধি করে দিবেন। এবং যে ব্যক্তি তার সম্পদের দিকে লক্ষ্য করে বিয়ে করল, আল্লাহ তা'য়ালা তার উপর দারিদ্রতা বৃদ্ধি করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি তার বংশের দিকে লক্ষ্য করে বিবাহ করল, আল্লাহ তা'য়ালা তাদের উপর হীনতা বৃদ্ধি করে দিবেন। (শামী-৩য় খণ্ড ৮ পৃষ্ঠা)

৪। যে ব্যক্তি কেবল এ উদ্দেশ্যে বিবাহ করবে যে, সে আপন চক্ষুকে সংযত রাখবে, যৌনাঙ্গকে হেফাজত করবে, আত্মীয়তা বজায় রাখবে, আল্লাহ তা'য়ালা উক্ত স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পরের জন্য বরকতময় করবেন। –(ফাতাওয়ায়ে শামী-৩য় খণ্ড ৮ পৃষ্ঠা)

৫। পর্দাশীন ও গুনাহ হতে পবিত্র, চক্ষু হেফাযতকারী পাত্রী দেখে বিয়ে করবে। যে স্ত্রী পরপুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করে, সে স্বামীর হক্বকে নষ্ট করল এবং যে স্বামীর হক্ব নষ্ট করবে, সে স্বামীর মালের মধ্যেও খিয়ানত করবে।

৬। সৎ ও চরিত্রবান মহিলাকে বিবাহ করা। করণ, অসৎ চরিত্র ও বদ মেজাজী মহিলার দ্বারা সংসার নষ্ট হওয়ার আশংকা বেশী। –(ফাতাওয়ায়ে শামী-৩ খণ্ড ৯ পৃষ্টা)

৭। সৌন্দর্য দেখে বিবাহ করা। তবে সৌন্দর্য যাচাইয়ের পূর্বে পাত্রীর দ্বীনদারীকে প্রাধান্য দিতে হবে। –(মিশকাত শরীফ-২ খণ্ড ২৬৭ পৃষ্ঠা)

৮। মহর কমওয়ালা মহিলাকে বিবাহ করা, যাতে মহর আদায় করতে গিয়ে স্বামীর ঋণগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। –(উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম-৫৬০ পৃষ্ঠা)

৯। সন্তান অধিক হয়, এ রকম বংশী মেয়ে দেখে বিবাহ করা । রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, অধিক সন্তানওয়ালা খান্দান (জাত) দেখে বিবাহ কর। কারণ, কিয়ামতের দিন আমি বেশী উম্মত নিয়ে গর্ব করব। (মিশকাত শরীফ-২ খণ্ড ২৬৭ পৃষ্ঠা)

১০। বাকেরা (কুমারী) দেখে বিবাহ কর। –(মিশকাত শরীফ-২ খণ্ড ২৬৭ পৃষ্ঠা)

১১। ভাল বংশ দেখে বিবাহ কর। বংশ বা সম্পদ স্বামীর সমান বা কম হওয়া, কিন্তু চরিত্র, আদব, দ্বীনদারী ও সৌন্দর্যের মধ্যে স্বামী হতে উত্তম হওয়া। –(বাহরুর রায়েক-৩ খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা)

স্বামীর গুণাগুণ ও মাসায়েল

১। সৎচরিত্র, দ্বীনদার, মহর ও খোরপোষের সামর্থ হওয়া এবং প্রয়োজনীয় রোযগারের শক্তি ও যোগ্যতা আছে এরকম ছেলে দেখে বিবাহ দেওয়া চাই। (কিতাবুল ফিক্বাহ আলা মাযাহিবিল আরবাআ-৪/৯ পৃষ্ঠা)

২। বিবাহ সম্পাদন হওয়ার শর্ত সমূহ হতে কমপক্ষে দুইজন সাক্ষীর সামনে বিবাহ হওয়া। –(শামী-৩ খণ্ড ২১ পৃষ্ঠা)

৩। ইযাব কবুল হওয়া, অর্থাৎ একপক্ষ বলা, আমি আপনার সাথে বিবাহ বসলাম বা অমুককে আপনার সাথে বিবাহ দিলাম, অপরজন বলবে আমি কবুল করলাম। (হিদায়া-২ খণ্ড ৩০৫ পৃষ্ঠা)

৪। বিবাহের প্রতি মেয়ের সমর্থন থাকা, মেয়ে নাবালেগা হলে পিতা বা দাদার সমর্থনে বিবাহ হওয়া। –(হিদায়া-২ খণ্ড ৩০৫)

৫। বিবাহে মহর নির্দিষ্ট করা। মহর তিন প্রকার (১) মহরে ফতেমী, যা সুন্নাত অর্থাৎ ফতেমা (রাযি,) এর যে পরিমাণের মহর ছিল (১৫০ তোলা চান্দি বা তার মূল্য), তার সমপরিমাণ মহর নির্দিষ্ট করা সুন্নাত। (২) মহর বিল এস্তেতাত অর্থাৎসামর্থ অনুযায়ী। তা পৌনে তিন তোলা চান্দি থেকে শুরু করে উপরে যতটুকুর সামর্থ হয়। তবে আদায় না করার নিয়াতে বেশী মহর নির্দিষ্ট করা ঠিক নয়। বরং তাতে বিয়ে সহীহ হবে না, যেনায় পরিণত হবে। (৩) মহরে মিসিল, মেয়ের বা বংশের মেয়েদের যে পরিমাণ, সেই পরিমাণ মহর দেওয়া।

মাসআলা ঃ পাত্রীর পিতা নিজে ইজাব করানো সুন্নাত।

মাসআলা ঃ ইজাব-কবুলের এই দোয়া পাঠ করা-"বারাকাল্লাহু লাকা ওয়া বারাকা আলাইকুমা ওয়া জামা বাইনাকুমা বিল খাইর"। (ইলাউস্ সুনান-১১ খণ্ড ৫ পৃষ্ঠা)

মাসআলা ঃ রোখসতীর পর (বাসরের) পর বরের ঘরে ওলিমা করা সুন্নাত। ওলিমার আয়োজনে অতিরিক্ত বাহুল্য খরচ এবং গরীবদেরকে বাদ দিয়ে শুধু প্রাচুর্যশালীদেরকে দাওয়াত দেওয়ার প্রবণতা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। রাসূলুল্লাহ (সা.) সে খানাকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট আয়োজন বলে ঘোষনা দিয়েছেন। –(মিশকাত শরীফ-২য় খণ্ড ২৭৮ পৃষ্ঠা)

মাসআলা ঃ রোখসতীর সময় পিতার সামর্থ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কিছু আসবাবপত্র জরুরত হিসেবে কনের সাথে দিতে পারে, ইহা সুন্নাত। তবে বরের পক্ষ হতে দাবী করে নেওয়া (সামান্য জিনিস হলেও) যৌতুকের অন্ত র্ভূক্ত। তবে পিতার সামর্থ না থাকলে ঋণ করে দেওয়া ঠিক নয়।

মাসআলা ঃ রোখসতীর সময় বরের বাড়ীতে কনেকে তার পিতা দিয়ে আসা সুন্নাত। অথবা বর নিজে গিয়েও নিয়ে আসতে পারে। তবে বরযাত্রী নিয়ে যাওয়া শরীয়তে নিষেধ।

◆ হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ফতেমা (রাযি.) কে হযরত আলী (রাযি.) এর সাথে বিবাহ দেওয়ার পর তাদের ঘরে তাশরিফ নিলেন এবং হযরত ফাতেমা (রাযি.) কে বললেন, কিছু পানি নিয়ে আস। তখন ফাতেমা (রাযি.) একটি পাত্রে করে পানি নিয়ে আসলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) কিছু পানি নিয়ে সেই

পাত্রে কুলি করলেন। তারপর হযরত ফাতেমা (রাযি.) কে বললেন, সামনে আস। হযরত ফাতেমা (রাযি.) সামনে আসলেন। তখন ঐ পানিগুলিতার মাথায়ও সীনার উপর ছিটিয়ে দিলেন। আর দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ! আমি তাকে আর তার অনাগত সন্তানকে শয়তানে মারদুদ হইতে তোমার পানাহ (রক্ষায়) দিলাম।" –(হিসনে হাসীন-২৭০ পৃষ্ঠা)

তারপর ফাতেমা (রাযি.) কে বললেন, তুমি আমার দিকে পিঠ ফিরাও, তখন হযরত ফাতেমা (রাযি.) এর দুই কাঁধের মাঝখানে পানি ছিটিয়ে দিলেন এবং পূর্বের ন্যায় দোয়া করলেন।

এরপর হযরত আলী (রাযি.) কে ডাকলেন এবং পানি আনতে বললেন। অতঃপর হযরত আলী (রাযি.) এর সাথেও একই নিয়ম প্রয়োগ করলেন। তারপর ইরশাদ করলেন, আল্লাহর নাম ও তার বরকত নিয়ে তোমার পরিবারের নিকট যাও। সুতরাং বাসর রাত্রে কিছু পানি নিয়ে এই দু'আ " আল্লাহুম্মা ইন্নি উয়ীযুহা বিকা ওয়া যুররিয়াতিহা মিনাশ্ শায়তানির রাযমি" পড়ে স্ত্রীর গায়ে পানি ছিটিয়ে দিবে। অপর দিকে স্বামী। এই দু'আ "আল্লাহুম্মা ইন্নি আয়ুযুবীকা ওয়া যুররীয়াতী মিনাশ্ শায়তানির রাযীম" পড়ে নিজ গায়ে পানি ছিটিয়ে দেওয়া সুন্নাত। –(হিসনে হাসীন-২৭০)

মাসআলা ঃ বাসর রাত্রে স্বামী-স্ত্রী সাক্ষাতের জন্য অন্য মহিলা বা পুরুষ একত্রিত হওয়া হারাম। –(ফাতাওয়ায়ে শামী-৩ খণ্ড ৯ পৃষ্ঠা)

মাসআলা ঃ বউ নিয়ে আসার পর প্রাপ্তবয়স্ক গায়রে মাহরাম পুরুষ ভগ্নিপতি ইত্যাদিকে দেখানো হারাম। মুখ দেখিয়ে টাকা-পয়সা নেওয়া বা দেওয়া এগুলো রুসুমে পরিণত। তাই এসব থেকে বেঁচে থাকা জরুরী।

মাসআলা ঃ বিয়েতে বর্তমানে প্রচলিত উপহার দেওয়াটাও রুসুম ও মুখ লজ্জায় হয় বিধায় তা অবশ্যই বর্জনীয়।

মাসআলা ঃ বাসর রাত্রে সর্বপ্রথম স্বামী-স্ত্রী সাক্ষাত হলে স্বামী-স্ত্রীর সামনের চুল ধরে এই দু'আ পাঠ করবে, "আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা খাইরাহা ওয়া খাইরা মা ফীহা ওয়া আউযুবিকা মিন শাররিহা ওয়াশাররি মা ফীহা"।

–(আল ফিক্বহুল ইসলামী-৩ খণ্ড ৫৫৬ পৃষ্ঠা)

সহবাসের আদবসমূহ

✳ রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, স্বামী-স্ত্রীর সহবাসে সদকার সওয়াব পাওয়া যায়। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)!

সহবাসের নিজেদের যৌনক্ষুধা মিটানো হয়, তাতেও সওয়াব পাওয়া যাবে? রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন, যদি যৌনক্ষুধা হারাম রাস্তায় পুরা করতো তখন কি গুনাহ হতনা? অতএব, হালাল জায়গায় পুরা করলে সাওয়াব পাওয়া যাবে না কেন? –(মিশকাত-১ খণ্ড ১৬৮ পৃষ্ঠা)

✳ শায়খুল মাশায়েখ আব্দুল কাদের জীলানী (রা.) এক রেওয়ায়েতে নকল করেন, যে স্বামী তার স্ত্রীর (সন্তুষ্টির জন্যে) হাত ধরে চলে, তার জন্য এক নেকী লেখা হয়। আর যখন স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, এটা দুনিয়ার সবকিছু থেকে উত্তম। এবং যখন গোসল করে তার শরীরের যত পশমে পানি পৌছবে প্রত্যেক পশমে এক এক নেকী দেওয়া হবে। একটি গুনাহ মাফ করা হবে। এবং একটি দরজা বুলন্দ করা হবে। আর বান্দা যখন রাত্রে উঠে ফরয গোসল করতে যায়, তখন আল্লাহ তা'য়ালা ফেরেশতাদের উপর গর্ব করে বলেন, দেখ, আমার বান্দা ঠাণ্ডার সময় রাত্রে ফরয গোসলের জন্য উঠেছে এবং আমি পরওয়ার দিগারের উপর বিশ্বাস রেখেছে। তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাকে মাফ করে দিয়েছি।

সহবাসের করণীয় ও বর্জনীয় মাসায়েল

মাসআলা ঃ সঙ্গম শুরু করার পূর্বে নিয়ত সহীহ করে নেয়া অর্থাৎ হালাল পন্থায় যৌন চাহিদা পুর্ণ করার দ্বারা হারামে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার নিয়ত করা। (আহকামে যিন্দেগী-৪৮৪ পৃষ্ঠা)

মাসআলা ঃ বীর্যপাতের পরই স্বামীর নেমে যাওয়া ঠিক নয়, বরং স্ত্রীর উপর অপেক্ষা করবে যেন স্ত্রীও তার যৌন চাহিদা পূর্ণ মাত্রায় মিটিয়ে নিতে পারে। –(আহকামে যিন্দেগী ৪৮৫-পৃষ্ঠা: জীবন ব্যবস্থা-৫২৩ পৃষ্ঠা)

মাসআলা ঃ সঙ্গমের পর অন্ততঃ কিছুক্ষণ ঘুমানো উত্তম। –(আহকামে যিন্দেগী-৪৮৫ পৃষ্ঠা)

মাসআলা ঃ সঙ্গম শুরু করার আগে স্ত্রীকে চুম্বন ও স্তন মর্দন ইত্যাদি করা ভাল। –(আহকামে যিন্দেগী-৪৮৪ পৃষ্ঠা)

মাসআলা ঃ বীর্য, যৌনাঙ্গের রস ইত্যাদি মুছার জন্য এক টুকরা কাপড় রাখবে।

মাসআলা ঃ স্বামী-স্ত্রীর গোপন কথা কারো সাথে আলোচনা না করা। (আল ফিক্বহুল ইসলামী-৩ খণ্ড ৫৫৬ পৃষ্ঠা)

মাসআলা ঃ বাসর রাতের আলোচনা অন্যের (সাথী সঙ্গীর) নিকট প্রকাশ না করা। –(মিশকাত-২ খণ্ড ২৭৬)

মাসআলা ঃ সহবাসের সময় একেবারে উলঙ্গ না হওয়া। সহবাসের প্রথমে স্ত্রীর উত্তেজনা বাড়ানোর পন্থা অবলম্বন করা। –(আল ফিক্বহুল ইসলামী-৩ খণ্ড ৫৫৫ পৃষ্ঠা)

মাসআলা ঃ সহবাসের পূর্বক্ষণে এই দোয়া পড়বে, "বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিবনিশ্ শায়তানা ওয়া জান্নিবিশ্ শায়তানা মা রাযাক্বতানা" (বুখারী-২ খণ্ড ৭৭৬ পৃষ্ঠা)

মাসআলা ঃ সহবাসের কিছুক্ষণ পর গোসল করে নেওয়া। গোসল ফরয অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করার দ্বারা ফেরেশতা অভিশাপ দিতে থাকে। আর গোসলের সুযোগ না থাকলে ভিন্ন কথা।

মাসআলা ঃ সহবাসের সময় কেবলামুখী না হওয়া উত্তম। সহবাসের পূর্বে উভয়ের মুখ ইত্যাদি পরিস্কার করে নেওয়া। –(আল ফিক্বহুল ইসলামী-৩ খণ্ড ৫৫৫ পৃষ্ঠা)

মাসআলা ঃ সহবাস করার জায়গায় অন্য কেউ না থাকা, এমনকি অবুঝ শিশুকেও না রাখা চাই।

মাসআলা ঃ কুরআন মাজিদ বা দ্বীনি কিতাব ইত্যাদি থাকলে তার উপর কাপড় ইত্যাদি দিয়ে রাখা।

মাসআলা ঃ দিন থেকে রাত্রে সহবাস করা উত্তম। প্রথম রাত্র হতে শেষ রাত্রে উত্তম।

মাসআলা ঃ একবার সহবাসের পর দ্বিতীয়বার সহবাস করতে চাইলে কমপক্ষে প্রথম সহবাসের পর উযু করে নিবে। (আল ফিক্বহুল ইসলামী-৩ খণ্ড ৫৫৬ পৃষ্ঠা)

মাসআলা ঃ সহবাসের পর গোসলের পূর্বে ঘুমাতে চাইলে অথবা আহার বা পানাহার করতে চাইলে কমপক্ষে উযু করে নিবে।

মাসআলা ঃ দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায়, শয়ন অবস্থায় যেভাবে খুশী সহবাস করতে পারে। তবে দাঁড়িয়ে সহবাস করলে শারীরিক ক্ষতির আশংকা থাকে। –(মিশকাত-৬ খণ্ড ৩৪২ পৃষ্ঠা)

মাসআলা ঃ সহবাসের পর পেশাব করে নেওয়া এবং লজ্জাস্থানকে ধৌত করা জরুরি।

মাসআলা ঃ হায়েয বা নেফাস অবস্থায় সহবাস করা হারাম। –(মিশকাত-২ খণ্ড ২৭৬, আল ফিক্বহুল ইসলামী-৩ খণ্ড ৫৫৬)

মাসআলা ঃ গর্ভবতী অবস্থায় সহবাস করা জায়েয হলেও সতর্কতা অবলম্বন জরুরী।

মাসআলা ঃ কমপক্ষে সাড়ে চার মাসে একবার স্ত্রী সহবাস করা চাই। চাহিদা থাকলে মাসে বা ১৫ দিনে অথবা সপ্তায় ১/২ বার করা যেতে পারে। প্রতিদিন একবার অথবা কয়েকবার সহবার করা জায়েয হলেও এতে শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। –(রাসূল (সা.) এর সুন্নাত ৬৪-৬৫ পৃষ্ঠা)

সহবাসে কনডম ও লোপ ব্যবহার করা

মাসআলা ঃ পুরুষ তার বীর্য স্ত্রীর জরায়ুতে না যাওয়ার জন্য যে রাবার পুরুষাঙ্গে ব্যবহার করে থাকে, তাকে কনডম বলা হয়। আবার এমন কিছু আছে যা মহিলার জরায়ুর মুখে পরানো হয়ে থাকে, যেন বীর্য ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে এটাকে লোপ বলা হয়। –(ইসলামী সমাধান-১৭৮)

মাসআলা ঃ সহবাসে নিরোধ বা কনডম ও লোপ ব্যবহার করা মাকরুহ। বিশেষত: যখন তা অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তার উপর ভিত্তি করে হয়। অবশ্য কোন উযরের ভিত্তিতে তা হলে অনুমতি আছে। –(ইসলামী সমাধান-১৭৮)

সহবাস করা দেখে রোযাদার ব্যক্তির বীর্যপাত হলে

মাসআলা ঃ কাউকে সহবাস করতে দেখে, অথবা কারো লজ্জাস্থানে দৃষ্টি পড়ার কারণে কিংবা শুধু কল্পনা করার কারণে যদি কারো বীর্যপাত হয়ে যায়, তাহলে রোযা নষ্ট হবে না। কেবল গোসল ফরয হবে।

মাসআলা ঃ রোযাদার ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে হস্তমৈথুন ইত্যাদির মাধ্যমে বীর্যপাত ঘটালে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। কাযা ও কাফফারা উভয়টা ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ রোযাবস্থায় মহিলার পেশাবের স্থানে ঔষধ কিংবা তৈল ইত্যাদি ঢুকানো জায়েয না। কেউ এমন করলে রোযার কাযা ওয়াজিব হবে কিন্তু কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

মাসআলা ঃ রোযাদার মহিলা ঘুমন্ত কিংবা বেহুশ থাকাকালীন যদি কেউ তার সাথে সহবাস করে থাকে, তাহলে উভয়ের রোযা ভেঙ্গে যাবে। তবে মহিলার উপর শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। আর সহবাসকারীর উপর কাযা-কাফফারা

উভয়টিই ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ রোযাদার মহিলার সাথে জোর পূর্বক সহবাস করলে মহিলার রোযা কাযা করতে হবে, কাফফারা লাগবে না। পুরুষের উপর কাযা-কাফফারা উভয়টিই লাগবে। তবে মহিলার শুরুতে সম্মতি না থাকলে ও বীর্যপাতের পূর্বে সম্মতি হয়ে গেলে, মহিলার উপরও কাযা-কাফফারা ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ কামভাব নিয়ে কোন মহিলাকে কাপড়ের উপর থেকে স্পর্শ করার কারণে বীর্যপাত হলে, রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। তবে স্পর্শ করার সময় শরীরে কামভাব অনুভব হলে রোযা নষ্ট হবে না।

মাসআলা ঃ মহিলা তার স্বামীর পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার কারণে স্বামীর বীর্যপাত হলে রোযা নষ্ট হবে না। হ্যাঁ স্বামী যদি আগ্রহ প্রকাশ করার কারণে স্ত্রী স্পর্শ করে থাকে এবং বীর্যপাত হয়ে যায় তাহলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।

সহবাসের পরিবর্তে পিছনের রাস্তায় সঙ্গম করলে

প্রশ্ন ঃ কোন ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাসের পরিবর্তে পিছনের রাস্তায় সঙ্গম করে থাকে। স্ত্রী স্বামীকে এই জঘন্যাচার থেকে বিরত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। এমতাবস্থায় স্ত্রী কি স্বামীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটাতে পাববে?

উত্তর ঃ এ জাতীয় জঘন্য পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে স্বামী শক্ত গুনাহগার এবং ফাসেক হিসেবে সাব্যস্ত হবে। হাদীসে শরীফে এ জাতীয় অপকর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদের অভিসম্পাত করা হয়েছে। কিন্তু এই কারণে স্বামী স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো যাবে না। অবশ্য এ জন্য স্বামীকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দিতে হবে এবং আল্লাহর দরবারে খালেছ দিলে তাওবা করাতে হবে। এই কু-অভ্যাস পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত স্ত্রীর উচিৎ স্বামীর কাছে না যাওয়া। এমনকি স্বামী তাওবা না করা পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত থাকবে। (ফুকাহায়ে কেরাম সহবাসে অক্ষম এবং পিছনের রাস্তায় সঙ্গমে অভ্যস্থ লোকদের ইন্নীন বা নামরদ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন)। –(বিষয় ভিত্তিক মাসআলা পৃষ্ঠা ৩৪১। মা'আরিফুল কুরআন ১ খণ্ড ১২১)

আযল ও জন্ম নিয়ন্ত্রণের বর্ণনা

আযলের পরিচয় ও বিধান

মাসআলা ঃ স্বামী-স্ত্রী সহবাস কালে বীর্যপাতের সময় ঘনিয়ে আসলে স্বামী স্ত্রীর যৌনি থেকে পুরুষাঙ্গ বের করে নেয়াকে আযল বলা হয়।

মাসআলা ঃ বিনা প্রয়োজনে আযল করা মাকরুহ। বিশেষত যখন তা অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তার উপর ভিত্তি করে হয়। অবশ্য কোন উযরের ভিত্তিতে তা করা হলে অনুমতি আছে। উদাহরণঃ গর্ভবতী হয়ে গেলে দুগ্ধপোষ্য সন্তানের দুগ্ধ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাওয়ার আশংকা, অথবা গর্ভবতী হয়ে যাওয়ার ফলে মহিলার স্বাস্থ্যের অসাধারণ ক্ষতি সাধিত হওয়া। অবশ্য এ সমস্ত উযরের কারণেও যখন আযল করবে তখনও স্ত্রীর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে নেয়া উচিৎ।

জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ও বিধান

যে সব পদ্ধতিতে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা হয়, সেগুলো প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত

১. স্থায়ী জন্ম নিরোধ

২. অস্থায়ী জন্ম নিরোধ

মাসআলা ঃ স্থায়ী পদ্ধতি : এমন কোন জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা, যাতে পজনন শক্তির বিনাশ সাধন করা হয়। অর্থাৎ এরূপ অপারেশন করা, যার মাধ্যমে স্থায়ীভাবে সন্তান জন্ম দানের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায় ও বংশ পরম্পরার যোগ্যতা অবশিষ্ট থাকে না। চাই যৌনশক্তি বা কামভাব অবশিষ্ট থাকুক বা না-ই থাকুক। এটা হারাম হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত ইসলামী আইনবীদগণ একমত। –(ইসলামী সমাধান ১৮৩ পৃষ্ঠা)

মাসআলা ঃ অস্থায়ী পদ্ধতি : এমন পদ্ধতি গ্রহণ করা, যাতে সাময়িকভাবে সন্তান গর্ভধারণ বন্ধ থাকে, গর্ভধারণ ক্ষমতা একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না। এতে সন্তান জন্মদানের সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকে। কোন উযর আপত্তি ছাড়া এটাও গ্রহণ করা না জায়েয, হারাম। –(ইসলামী সমাধান ১৮৩ পৃষ্ঠা)

সংসার ছোট রাখার জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা

মাসআলা ঃ প্রচলিত জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি যেমন, অপারেশন, বড়ি ও কনডম ইত্যাদি পদ্ধতি যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভাব-অনটনের ভয়ে এবং ছোট ও সুখী পরিবার গড়ার লক্ষ্যেই হয়ে থাকে, যা কুরআন-হাদীসের সরাসরি

বিরোধিতা এবং "আল্লাহই সমস্ত মাখলুকের রিযিক দাতা" এ বিশ্বাসের চরম পরিপন্থি। সুতরাং এই উদ্দেশ্যে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা সম্পূর্ণ হারাম। –(মাতৃজাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ৭০৬ পৃষ্ঠা) বনী ইসরাইল ১৮ আনকাবুত ৬২)

অসুস্থতার দরুণ জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা

মাসআলা ঃ যদি কোন মহিলার শারীরিক অবস্থা আশংকাজনক হয় এবং কোন মুসলিম দ্বীনদার বিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শক্রমে হয়, তাহলে গর্ভ ১২০ দিন অর্থাৎ চার মাস পূর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গর্ভপাত করতে পারবে। আর আশংকাজনক অবস্থা ছাড়া গর্ভের সন্তান নষ্ট করাও না জায়েয।

–(ফাতওয়ায়ে রহীমিয়া ৬ খণ্ড ২৫৫ পৃষ্ঠা)

যে সমস্ত কারণে বিরতি করণ বৈধ

মাসআলা ঃ ব্যক্তিগত বিভিন্ন-অসুবিধার কারণে অস্থায়ী বা সাময়িক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা জায়েয আছে, যেমন কোন মহিরার স্বাস্থ্যহানী বা নানা রোগ-বালাই বা ঘন ঘন অনেক বাচ্চা হওয়ায় তাদের লালন-পালনে সমস্যার সম্ভাবনা ইত্যাদি উযর বশত সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণ অবৈধ নয়। সে ক্ষেত্রে সমস্যা দূর হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ী জন্ম নিয়ন্ত্রণের কোন একটি পদ্ধতি মুসলিম দ্বীনদার বিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শক্রমে গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে এমন পদ্ধতি হতে হবে, যা গ্রহণ করতে গিয়ে কোন হারামের মধ্যে যেমন সতর খোলা ইত্যাদিতে লিপ্ত হতে না হয়। ট্যাবলেট ও ইনজেকশন ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারবে।

–(সূরা আনআম ১৫১ বনী ইসরাইল ৩১ ফাতহুলবারী ৯ খণ্ড ৯৫ পৃষ্ঠা)

ইদ্দতের বর্ণনা

নির্জনবাসের পূর্বে তালাক দিলে ইদ্দত পালন করতে হয় না

প্রশ্ন ঃ কোন ব্যক্তি বিবাহ করার পর আপন স্ত্রীর সাথে নির্জন কক্ষে সহবাসের পূর্বেই তালাক দিয়ে দেয়, এমতাবস্থায় ঐ মহিলাকে কি ইদ্দত পালন করতে হবে। না ইদ্দতের পূর্বেই অন্য স্বামীর সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে?

উত্তর ঃ স্ত্রীর সাথে সহবাস কিংবা নির্জন কক্ষে বসবাসের পূর্বেই স্বামী তালাক দিয়ে দিলে ইদ্দত পালন করা স্ত্রী অন্যত্র বৈবাহক বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম ১০খণ্ড ২৯৯ পৃষ্ঠা, তুহফায়ে খাওয়াতিন ৪৭৮ পৃষ্ঠা)

খোলা তালাকে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলেও ইদ্দত পালন করতে হবে

প্রশ্ন ঃ কোন মহিলা খোলার বিনিময়ে স্বামী থেকে তালাক গ্রহণ করে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, খোলার বিনিময়ে তালাক নেয়ার পরও কি ঐ মহিলাকে ইদ্দত পালন করতে হবে, ইদ্দত পালন না করে ঐ মহিলা কি অন্যত্র বিবাহ বসতে পারে? যদি ইদ্দত পালন ব্যতীত বিবাহ হয়ে যায়। তাহলে তা কি দুরস্ত হবে?

উত্তর ঃ খোলার মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলে ও ইদ্দত পালন করতে হবে। তাই ইদ্দতের মাঝে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নাজায়েয ও হারাম। (দুররুল মুখতার ২খণ্ড ৬০৭ পৃষ্ঠা বিষয় ভিত্তিক মাসআলা পৃষ্ঠা ৩৪৯-৩৫০ পৃষ্ঠা)

লিখিত তালাকেও ইদ্দত পালন করতে হয়

প্রশ্ন ঃ কোন ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে লিখিতভাবে তালাক দিয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, লিখিত তালাক দিলে কি স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হবে?

উত্তর ঃ ঐ মহিলার জন্য ইদ্দত পালন করা জরুরী। লিখিতভাবে তালাক দেয়ার পর থেকে তিন হায়েয আর গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পালন করতে হবে।–(ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম ১০ম খণ্ড ৩০৩ পৃষ্ঠা)

স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর ইদ্দতের সময়সীমা

প্রশ্ন ঃ মহিলাদের স্বামী মারা গেলে তাদের ইদ্দত কতদিন পর্যন্ত পালন করতে হয়? এবং স্বামী মারা যাওয়ার কতদিন পর অন্যত্র বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যায়। এ ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কি?

উত্তর ঃ মহিলাদের স্বামী মারা গেলে তাদের ইদ্দত পালনের বিধান হচ্ছে, পুর্ণ চার মাস দশ দিন, আর গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব। ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর অন্যত্র বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। –(ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম ১০ম খণ্ড ২৮৬, তুহফায়ে খাওয়াতিন ৪৭৯ পৃষ্ঠা। সূরা বাকারা ২৩৪ পৃষ্ঠা)

গর্ভবতী মহিলার ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব

প্রশ্ন ঃ কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে গর্ভবতী অবস্থায় রেখে মৃত্যুবরণ করে। এখন ঐ ব্যক্তির স্ত্রী ইদ্দত কতদিন পালন করবে?

উত্তর ঃ গর্ভবতী অবস্থায় কোন মহিলার স্বামী মারা গেলে, তার ইদ্দতকাল হচ্ছে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত। সন্তান প্রসব হওয়ার পর ঐ মহিলা ইচ্ছা করলে অন্যত্র বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।

অতএব, সন্তান প্রসব হওয়ার পূর্বে অন্যত্র বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। –(ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম ১০ম খণ্ড ২৯৭-৯৮ পৃষ্ঠা)

ইদ্দত চলাকালে যিনার দ্বারা গর্ভবতী হলে

প্রশ্ন ঃ কোন ব্যক্তি আপন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, তালাক দেয়ার সময় তার স্ত্রী গর্ভবতী ছিল না, বরং তালাকের পর একবার তার হায়েযও হয়েছে। এরপর ঐ মহিলা যিনায় লিপ্ত হয় এবং এর দ্বারা গর্ভবতী হয়ে যায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ঐ মহিলা কোন হিসেবে ইদ্দত পালন করবে?

উত্তর ঃ যদি ইদ্দত চলাকালে যিনার মাধ্যমে তালাক প্রাপ্ত স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে যায়, তাহলে তার ইদ্দতের সময় হচ্ছে, সন্তান প্রসব হওয়া।

–(ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম ১০ম খণ্ড ৩২৮-২৯ পৃষ্ঠা)

ইদ্দত পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর স্থান পরিবর্তন জায়েয নেই

প্রশ্ন ঃ কোন ব্যক্তি নিজ বাড়ীতে মারা যায়। এখন তার স্ত্রীকে কি স্বামীর বাড়ীতে ইদ্দত পালন করতে হবে, না স্ত্রী ইচ্ছা করলে নিজের বাপের বাড়ীতে গিয়েও ইদ্দত পালন করতে পারবে?

উত্তর ঃ যদি স্বামীর বাড়ীতে ইদ্দত পালনের ক্ষেত্রে কোন ধরণের ভয় আশংকা ও নিরাপত্তাহীনতার কারণ না থাকে, সেখানে স্ত্রীর প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যবস্থা থাকে, তাহলে সেখানেই ইদ্দত পালন করা উচিৎ। অন্যত্র ইদ্দত পালন করা দুরস্ত হবে না। অবশ্য যদি সেখানে নিরাপত্তার বসবাস করতে অসুবিধা হয়, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রেরও ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে নিজের বাপের বাড়ী এস ইদ্দত পালন করতে পারবে।

ইদ্দতের ভিতর বিশেষ কোন কারণ থাকলেও অন্যত্র বিবাহ জায়েয নেই

প্রশ্ন ঃ কোন মহিলার স্বামী মারা গেছে বা স্বামী মহিলাকে তালাক দিয়েছে। মহিলা বর্তমানে ইদ্দত পালন করছে। কিন্তু ইদ্দতের এই দীর্ঘ সময় মহিলাকে বিবাহ না দিলে সন্ত্রাসীরা স্বামীবিহীন অবস্থায় তাকে ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়ার বা তার ক্ষতি করার সম্ভাবনা রয়েছে। এমতাবস্থায় ইদ্দতের ভিতর এ মহিলা কি অন্যত্র বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে?

উত্তর ঃ ইদ্দতের ভিতরে সে মহিলা কোনভাবে, কোন কারণেই অন্যত্র বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। এ জাতীয় বিবাহ হারাম এবং বাতিল হিসাবে গণ্য হবে। দুনিয়ার কোন বিশেষ কারণেই এমন কবীরা গুনাহের কাজে জড়িত হওয়া উচিৎ নয়। ইদ্দতের মাঝে যদি কেহ বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েও যায়, তবে সেই বিবাহ দুরুস্ত হবে না। ইদ্দত শেষে পুনরায় নতুনভাবে বিবাহ পড়িয়ে নিতে হবে। –(ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম ১০ম খণ্ড ৩১৭ পৃষ্ঠা)

গর্ভাবস্থায় কোন মেয়েকে বিবাহ করলে

প্রশ্ন ঃ এক ব্যক্তি বিবাহ করার সময় বুঝতে পারেনি তার স্ত্রী সতী না অসতী। বিবাহের কয়েকদিন পর স্বামীসহ ঘরের অন্যরাও বুঝতে পারল যে, তার স্ত্রী

অবৈধভবে গর্ভবতী। প্রশ্ন হল, গর্ভাবস্থায় উক্ত বিবাহ কি জায়েয হয়েছে? এখন এই ব্যক্তির করণীয় কি?

উত্তর ঃ বর্ণিত ব্যক্তির বিবাহ শরয়িত মোতাবেক দুরুস্ত হয়েছে। প্রকৃত পক্ষেই যদি তার স্ত্রী অবৈধ পন্থায় গর্ভবতী হয়ে থাকে, তাহলে উক্ত অবৈধ সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর সাথে মিলন করা যাবে না এবং গর্ভের সন্ত ান বর্তমান স্বামীর বংশের বলে গণ্য করা হবে না এবং তার থেকে ওয়ারিছও হবে না। –(ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম ৭ম খণ্ড ২০৪ পৃষ্ঠা)

ইদ্দতের মাসায়েল

মাসাআলা ঃ স্ত্রী তালাক প্রাপ্ত হলে বা তার স্বামীর মৃত্যু হলে যে সময়ের জন্য উক্ত স্ত্রীকে এক বাড়ীতে থাকতে হয়, অন্যত্র যেতে পারে না বা অন্য কোথাও বিবাহ বসতে পারে না তাকে ইদ্দত বলে।

মাসাআলা ঃ স্ত্রী তালাক প্রাপ্ত হলে তালাকের তারিখের পর পূর্ণ তিন হায়েয অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত স্ত্রীর পক্ষে অন্যত্র বিবাহ বসা হারাম। –(আহকামুন নিসা, পৃষ্ঠা ৫৬১)

মাসাআলা ঃ উক্ত স্ত্রীর বয়স কম হওয়ার কারণে, বা বৃদ্ধা হওয়ার কারণে, হায়েয না আসলে, তিন হায়েযের পরিবর্তে, পূর্ণ তিন মাস উপরোক্ত নিয়মে ইদ্দত পালন করতে হবে। (আহকামুন নিসা, পৃষ্ঠা ৫৬১)

মাসাআলা ঃ উক্ত ইদ্দতের সময়ে তাকে স্বামীর বাড়ীতে নির্জন বাসস্থানে থাকতে হবে। –(আহকামুন নিসা পৃষ্ঠা ৫৬১)

মাসাআলা ঃ গর্ভবস্থায় তালাক হলে সন্তান প্রসব হওয়া মাত্রই ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে, তাই যত তাড়াতাড়ি প্রসব হোক না কেন।

–(আহকামুন নিসা পৃষ্ঠা ৫৬১)

মাসাআলা ঃ হায়েযের অবস্থায় তালাক হলে সে হায়েযকে ইদ্দতের মধ্যে ধরা যাবে না। সে হায়েয বাদ দিয়ে পরবর্তী পূর্ণ তিন হায়েয ইদ্দত পালন করতে হবে। –(আহকামুন নিসা পৃষ্ঠা ৫৬১)

মাসাআলা ঃ যদি কোন স্ত্রীর সাথে স্বামীর সহবাস কিংবা নির্জনবাস হওয়ার পূর্বেই স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তাকে ইদ্দত পালন করতে হয় না। –(আহকামুন নিসা, পৃষ্ঠা ৫৬১)

মাসাআলা ঃ তালাক বায়েন হলে ইদ্দত পালন করার সময় (পুর্ব) স্বামী থেকে সতর্কতার সাথে পুর্ণ মাত্রায় পর্দা রক্ষা করে চলতে হবে। তবে স্বামী কর্তৃক অবৈধভাবে আক্রান্ত হওয়ার পরবল আশংকা থাকলে সেখান থেকে সরে অন্যত্র গিয়ে ইদ্দত পালন করাই সমীচীন হবে।

–(আহসানুল ফাতওয়া ৫ম খণ্ড আহকামুন নিসা পৃষ্ঠা ৫৬২)

মাসাআলা ঃ কোন বিবাহ যদি অবৈধ হয় এবং সহবাসও হয়, তাহলে এ পুরুষ যখন তাকে পরিত্যাগ করবে তখন থেকে ইদ্দত পালন করতে হবে।

–(আহকামুন নিসা পৃষ্ঠা ৫৬২)

মাসাআলা ঃ যে স্ত্রীর স্বামী মারা যায়, তার ইদ্দত হল চার মাস দশ দিন। আর গর্ভবতী হলে তার ইদ্দত সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত। –(আহকামুন নিসা পৃষ্ঠা ৫৬২)

মাসাআলা ঃ স্বামীর মৃত্যু হলে মৃত্যুকালে স্ত্রী বাড়ীতে ছিল, ইদ্দত পাল করার সময় দিবারাত্রি সে বাড়ীতেই থাকতে হবে। অবশ্য গরীব হলে এবং বাইরে গিয়ে কাজকর্ম ব্যতিরেখে খাওয়া পরার ব্যবস্থা না থাকলে দিনের বেলায় কাজের জন্য বাইরে যেতে পারবে, কিন্তু রাতের বেলায় সে বাড়ীতেই থাকতে হবে। বাড়ীতে নিজেদের একাদিক ঘর বা একাধিক কামরা থাকলে যে কোন ঘর বা যে কোন কামরায় থাকতে পারবে। নির্দিষ্ট একটি স্থানেই আবদ্ধ থাকা জরুরী নয়। বাড়ীর বারান্দা বা উঠানেও বের হতে পারবে।

–(আহকামুন নিসা পৃষ্ঠা ৫৬২)

মাসাআলা ঃ স্বামীর মৃত্যু চাঁদের প্রথম তারিখে হলে, চাঁদের হিসেবে চার মাস দশ দিন ধরা হবে। আর চাঁদের প্রথম তারিখ ছাড়া অন্য যে কোন তারিখে মৃত্যু হলে ৩০ দিনের চার মাস এবং তারপর দশ দিন অর্থাৎ ১৩০ দিন ইদ্দত পালন করবে। স্ত্রী গর্ভবতী হলে বা এমন যার ঋতু আসা বন্ধ হয়েছে যদি তাকে তালাক দেয়া হয়, তাহলে চাঁদের প্রথম তারিখে তালাক হলে চাঁদের হিসেবে তিন মাস আর অন্য তারিখে তালাক হলে ৩০ দিনের তিন মাস অর্থাৎ ৯০ দিন ইদ্দত ধরা যাবে।

মনে রাখতে হবে ইদ্দতের ক্ষেত্রে হিসাব হবে চন্দ্র মাসের। অনেকে ইংরেজী বা বাংলা মাস হিসেবে ইদ্দতের নিসাব করে থাকেন, এটা ভুল।

–(আহকামুন নিসা পৃষ্ঠা ৫৬২)

মাসআলা : স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে ইদ্দত পালন করে। সংবাদ পাওয়ার পূর্বে যে সময় অতিবাহিত হয়েছে, সেটাও ইদ্দতের ভিতর অতিবাহিত হয়েছে ধরা হবে। আর ইদ্দতের পূর্ণ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সংবাদ পেলে আর তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে না। তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেছে ধরা হবে। -(আহকামুন নিসা পৃষ্ঠা ৫৬২)

মাসআলা : স্বামীর মৃত্যু হলে, না তালাকে বায়েন হলে স্ত্রীকে শোক পালন করতে হয়। -(আহকামুন নিসা পৃষ্ঠা ৫৬২)

সমাপ্ত



ISBN 978-984-91021-1-4
9 789829 044426
The Bright
Design:Zakir
Ph:01715767586

আনোয়ার লাইব্রেরী
[একটি রুচিশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৯১৩৬৮০০১০, ০১৮৩০৭৩৪১৯৫
anwarlibrarybd@gmail.com